রামায়ণ সারসংগ্রহ।

শ্রীকুশ দেব পাল কর্ত্তৃক প্রণীত।

ওরিয়েণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯১৯।

বিজ্ঞাপন।

রামায়ণ অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে মাদৃশ ব্যক্তির হস্তার্পণ করা কেবল উপহাসাস্পদ হওয়া মাত্র। ইহা দ্বারা কেবল মহাকবি বাল্মীকির অবমাননা করা হইয়াছে; তথাপি আমি চপলতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছি। বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়া যে প্রীতি ও যে উপকার লাভ হয়, ইহা দ্বারা তাহার সহস্রাংশের একাংশও সিদ্ধ হইবে না; কেবল রামায়ণের স্থূল স্থূল বিষয় সাধারণের স্মরণ থাকিবার জন্য ইহা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। এক্ষণে ইহা পাঠ করিয়া যদি কাহারো কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বারাসত, শ্রীমুখদেব পাল।

১৫ই আষাঢ়, সংবৎ ১৯১৯।

রামায়ণ।

সার সংগ্রহ।

কোন সময়ে বৈকুণ্ঠ নগরীতে বৈকুণ্ঠপতি মনে মনে চিন্তা করিয়া অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেন; অর্থাৎ শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন রূপ ধারণ করিলেন। শ্রীরাম সিংহাসনোপরি সীতারূপা লক্ষ্মীকে বামে করিয়া বসিলেন, লক্ষ্মণ শিরে কণক ছত্র ধারণ করিলেন, ভরত শত্রুঘ্ন চামরব্যজন করিতে লাগিলেন, সম্মুখে পবনপুত্র হনুমান করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিল।

এইকালে ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদ মুনি, দর্শনার্থ গমন করিয়া সহসা এই অপরূপ রূপ দর্শনে বিমোহিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে ইহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য, কৈলাসশিখরে পশুপতির নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসিলেন, দেব গোলোক ধামে অদ্য কি আশ্চর্য্য অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিলাম, এমন রূপ আর কখনই দর্শন করি নাই।

ধূর্জটি সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুর্জয় দশাননের নিধন নিমিত্ত নারায়ণ ঐরূপে অবনীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। মনুষ্য, সেই রাম নাম একবার উচ্চারণ করিলে গো হত্যাদি মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবন্! জগতে কেহ এরূপ পাপী আছে তাঙ্গ

তোষ কহিলেন চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকর দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; সে মহাপাপী, তাহাকে রামনামে দীক্ষিত করাইলে সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদমুনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক, দস্যু রত্নাকরাভিমুখে গমন করিলেন। সে দিবস রত্নাকরের সম্মুখে কেহই পতিত হয় নাই; সহসা দুই সন্ন্যাসী দেখিয়া মহানন্দে মনে মনে কহিল অদ্য এই সন্ন্যাসিদ্বয়কে বিনাশ করিয়া বস্ত্রাদি লইব, এই চিন্তা করিয়া লৌহ মুদ্গার ধারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসিদ্বয়ের প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা কহিলেন, ওরে দুরাত্মা! তুই কে? রত্নাকর কহিল চিনিতে পারিবে না; আমি তোমাদিগকে বধ করিয়া বস্ত্রাদি লইব।

ব্রহ্মা কহিলেন ওরে মূঢ়! শত শত্রুবধ করিলে যত পাপ হয়, এক গো বধ করিলে তত পাপ; এক শত ধেনু বধে যত পাপ, এক নারী বধে সেই পাপ; এক শত নারী বধ এক ব্রাহ্মণবধের তুল্য এক শত ব্রাহ্মণ বধে এবং এক ব্রহ্মচারি বধে সমান পাপ। ব্রহ্মচারি বধ করিলে রাশি রাশি পাপ হয়, আর সন্ন্যাসী বধ করিলে পাপের সংখ্যা থাকে না; সন্ন্যাসী যে পথে গমন করেন, তাহার চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত বারাণসী তুল্য হয়। আমরা সেই সন্ন্যাসী, আমাদিগকে বধ করিলে তোর পাপের সংখ্যা থাকিবে না।

দস্যু রত্নাকর হাস্য করিয়া কহিল এরূপ কত শত সন্ন্যাসী বিনাশ করিয়া বস্ত্রাদি লইয়াছি সংখ্যা নাই; তোমাদিগকে

বধ করিলে কি হইবে? ব্রহ্মা কহিলেন তুমি কাহার জন্য এরূপ পাপ করিতেছ, তোমার এ পাপের ভাগী কি আর কেহ আছে? রত্নাকর কহিল, আমি দস্যু বৃত্তি করিয়া যে দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা আমার মাতা, পিতা ও পত্নীর ভরণ পোষণ হয়; সুতরাং সকলেরি পাপের ভাগী হইতে হইবে।

ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, তোমার এ পাপের ভাগী আর কেহই হইবে না। তুমি বরং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, আমরা এই স্থানে বসিয়া থাকি। রত্নাকর হাস্য করিয়া কহিল, তোমরা এই ছলে কোন ক্রমেই আমার নিকট হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না। পরে ব্রহ্মা পালাইব না বলিয়া সত্যাঙ্গার করিলে, রত্নাকর পিতা মাতা ও পত্নী সন্নিধানে গমন করিল।

অনন্তর পিতার নিকট যাইয়া কহিল পিতঃ! নিত্য নিত্য মনুষ্যবধ করিয়া যে ধনাদি আনিয়া তোমাদিগের ভরণ পোষণ করি, সে পাপের ভাগী কি তমি হইবে না? চ্যবন মুনি এই কথা শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া কহিল ওরে দুরাত্মা! তুই পাপ করিলে আমরা কি জন্য তাহার ভাগী হইব? যখন বাল্যকালে তোমায় লালন পালন করিয়াছি, তখন তজ্জন্য যদি কিছু পাপ করিয়া থাকি সে পাপের ভাগী কি তুমি হইবে? কখনই না এবং এ ক্ষণে এই বৃদ্ধ দশায় তুমি পুত্র, আমাদিগের ভরণ পোষণে যদি পাপ কর, সে পাপের ভোগ তোমাকেই করিতে হইবে। বিশেষতঃ মনুষ্য বধ করিতে তোমাকে কে উপদেশ দিয়াছে? এই কথা শুনিয়া রত্নাকর ক্ষুণ্নমনে সজল নয়নে

মাতৃসন্নিধানে গিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে মাতাও ক্রুদ্ধভাবে পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পত্নী শুনিয়া কহিল স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উভয়ের অর্দ্ধ অঙ্গ এবং অন্যান্য পাপ পুণ্যের ভোগ উভয়কেই করিতে হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীর ভরণ পোষণার্থে যে পাপ তাহা অবশ্যই স্বামীর হইতে পারে, সে পাপের অংশ কদাচই নারীর হইতে পারে না।

রত্নাকর, পিতা মাতা ও পত্নীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল হায়! আমি কি দুরাত্মা, কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, এই মহান্ পাপসাগর হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব! এই ভাবিয়া মৃদু মৃদু গমনে সন্ন্যাসিসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রহ্মার পদে পতিত হইয়া কহিল দেব! আমার পরিত্রাণের উপায় কি? ব্রহ্মা কহিলেন তুমি রাম নাম উচ্চারণ কর, সকল পাপ হইতে নির্মুক্ত হইতে পারিবে। রত্নাকর, কতক্ষণ পরে কহিল আম। ব্রহ্মা এবং নারদ মুনি মনে মনে হাস্য করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক কহিলেন, রত্নাকর! মরা মরা শব্দ উচ্চারণ করিতে [illegible]? তখন রত্নাকর, মরা মরা মরামরা তিন বার উচ্চারণ করাতে স্পষ্ট রামনাম উচ্চারণ হইল, তাহাতে সে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কেবল অনবরত রাম-নাম জপ করিতে লাগিল। ব্রহ্মা ও নারদমুনি প্রস্থান করিলেন।

রত্নাকর একাসনে ষষ্টিসহস্র বৎসর এক রামনাম জপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে বল্মীকের কীটগণে সর্ব্বাঙ্গ ভক্ষণ করিয়া অস্থিসার করিল। তথাপি সেই বল্মীকের মধ্য

হইতে রামনাম শব্দ বহির্গত হইতে লাগিল। ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষষ্টিসহস্র বৎসর। তৎপরে ব্রহ্মা আসিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন মনুষ্য নাই, কেবল বল্মীক মধ্য হইতে রাম রাম শব্দ উত্থিত হইতেছে। তখন বুঝিতে পারিয়া পুরন্দরকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে অনুমতি করিলেন। দেবরাজের অনুমতিতে একাদিক্রমে সাত দিবস বৃষ্টি হওয়ায় মৃত্তিকা ধৌত হইয়া অস্থি বাহির হইল। ব্রহ্মা আহ্বান করিলে রত্নাকর চৈতন্য পাইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন তোমার নাম রত্নাকর ছিল, এতকাল বল্মীক মধ্যে ছিলে, সেই হেতু তোমার নাম বাল্মীকি মুনি হইল। তুমি রাম নাম প্রভাবে পবিত্র হইলে, অতএব বর দিতেছি তুমি রামের চরিত্র সপ্তভাগে রচনা করিয়া রামায়ণ প্রস্তুত কর। বাল্মীকি মুনি কহিলেন, দেব! আমি নরাধম, কিছুই জানি না, কেমন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিব? ব্রহ্মা কহি[illegible] হইতে সরস্বতী তোমার জিহ্বাগ্রে থাকিলেন; তুমি শ্লোকচ্ছন্দে মুখ হইতে যাহা নির্গত করিবে তাহাই পুরাণ হইবে এবং শ্রীরাম জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সকল কর্ম্ম করিবেন। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একদিন মুনি এক ব্যাধ কর্ত্তৃক শরদ্বারা ক্রৌঞ্চমিথুনের একতর বিনষ্ট দেখিয়া ব্যাধকে পাপিষ্ঠ নরাধম বলিয়া শাপ প্রদান করিতে করিতে ঐ পক্ষির শোকে এক শ্লোক রচনা করিলেন। কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতে

লাগিলেন। পরে ব্রহ্মার উপদেশে নারদ মুনি আসিয়া ঐ শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন; আর কহিলেন, এই শ্লোকছন্দে তোমায় রামায়ণ পুরাণ রচনা করিতে হইবে। তাহার মূল বৃত্তান্ত এই;—অযোধ্যার অধিপতি রাজা দশরথের গৃহে জগৎপতি নারায়ণ অংশচতুষ্টয়ে অর্থাৎ রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। শ্রীরাম পিতৃসত্য পালনার্থে সীতারূপা লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনগমন করিলে, রাবণ ছলে সীতাকে হরণ করিবে। শ্রীরামচন্দ্র, সুগ্রীবাদি বানরগণ লইয়া রাবণবংশ ধ্বংস ও সীতা উদ্ধার করিয়া রাজা হইবেন। এই রূপে নারদ মুনি শ্রীরামের জন্ম অবধি স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়া প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিবার ষষ্টি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি মুনি যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পুরাণ রচনা করিলেন, রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তদ্বৃত্তান্ত এই;—

ক্ষত্রিয়কুলে [illegible] রঘু রাজার পুত্র অজরাজা, অজ রাজার পুত্র দশরথ অযোধ্যা নগরীতে রাজা হইয়া ক্রমে সপ্ত শত পঞ্চাশৎ বিবাহ করিলেন। প্রজাগণকে পুত্রসম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সপ্তশত পঞ্চাশৎ মহিষীর মধ্যে প্রধানা কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা; যদিচ সুমিত্রা রাণী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু বিবাহের কালরাত্রি সহবাসে তাঁহার সহিত রাজার বিশেষ প্রণয় সঞ্চার হয় নাই; কেকয়ী প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় হইলেন, সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিয়া সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগি-

লেন, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রহিল না। এদিগে রোহিণী নক্ষত্রে বৃষ রাশিতে শনির দৃষ্টি হওয়ায় রাজ্যে এমত অনাবৃষ্টি হইল যে তদ্দ্বারা হাহাকার হইতে লাগিল।

দেবর্ষি নারদমুনি, অযোধ্যার নিতান্ত অমঙ্গল দেখিয়া রাজ সন্নিধানে গমন করিলেন। রাজা নারদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে আসিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিয়া আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন রাজন্! আপনি কামিনীসুখে নিরন্তর অন্তঃপুরে কাল যাপন করিতেছেন, এদিগে অনাবৃষ্টিহেতু প্রজাগণ নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে; প্রজাপালন পক্ষে রাজার এরূপ ব্যবহার হইলে নিন্দাস্পদ ও ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, অতএব ত্বরায় ইহার উপায় করুন। এই বলিয়া নারদ মুনি প্রস্থান করিলেন।

রাজা দশরথ মুনিবাক্য শ্রবণে, নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিলে যেরূপ চৈতন্য লাভ ---- ---া চৈতন্য লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন নদ নদী সরোবর প্রভৃতি পরিশুষ্ক হইয়াছে; প্রজাপুঞ্জের কষ্টের পরিসীমা নাই। তখন নিতান্ত দুঃখিত মনে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইয়া রজনী উপস্থিত হইল। নিশীথ সময়ে সেই বৃক্ষে শারিকা শুককে কহিতে লাগিল দেখ পক্ষিরাজ! আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, কারণ ভূপতি রমণী লইয়া অহরহ অন্তঃপুরে বাস করেন, রাজকার্য্যে দৃষ্টি-

পাত করেন না; এদিগে চৌদ্দবৎসর অনাবৃষ্টি জন্য শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং আর কতকাল একপ কষ্টে কাল যাপন করিব; অতএব চল দেশান্তরে গমন করিয়া এই কষ্ট হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। পক্ষিরাজ কহিল প্রিয়ে! কতকাল গত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু সূর্য্যবংশে অনেকানেক নৃপতি দেখিয়াছি এবং এই বনেই বাস করিতেছি, ফলতঃ কখন কোন কষ্ট পাই নাই, যদিচ মহারাজ এক্ষণে নারীসুখে অন্তঃপুরে আছেন বটে, কিন্তু যখন রাজ্যসমূহে এইরূপ কষ্ট হইতেছে, তখন অবশ্যই ইহার প্রতিবিধান করিবেন; অতএব আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, পরে যাহা হয় বিবেচনা করা যাইবে।

রাজা, পক্ষিমুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত মনে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ রঘুরাজ যে দেবরাজকে অযোধ্যা নগরীতে আনিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র অযোধ্যার অনাবৃষ্টি করিলেন, অতএব যদি ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া এই [illegible]পুরে আনিতে পারি, তবে দশরথ নাম ধারণ করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অযোধ্যা হইতে সুরপুরে গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবরাজ দশরথের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া দেবগণ সহ নিকটে গিয়া কহিলেন, মহারাজ! রোহিণী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, সুতরাং রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইতে পারে। যদি সেই শনির দৃষ্টি ঘুচাইতে পারেন, তবে অবশ্যই রাজ্যমধ্যে সুবৃষ্টি হইবে। এই কথা শ্রবণ মাত্রেই রাজা চঞ্চল চিত্তে শনিসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক শনি শনি বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন।

শনি বাহির হইয়া দৃষ্টি করিবামাত্র দশরথ রথসহ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিলেন। এমত সময়ে জটায়ু পক্ষী শূন্য মার্গে ভ্রমণ করিতেছিল, সে রাজাকে রথসহ পতিত হইতে দেখিয়া পক্ষ বিস্তার করিল। দশরথ রথসহ পক্ষিপক্ষে পতিত হইয়া ক্ষণকাল পরে চৈতন্য পাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। পক্ষী কহিল আমি গরুড়পুত্র, আমার নাম জটায়ু; আমার জ্যেষ্ঠ পক্ষিরাজ সম্পাতি। রাজা প্রাণদান পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন, এবং কহিলেন তুমি বিপদে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, অতএব আজি অবধি তুমি আমার বন্ধু হইলে। এই বলিয়া অগ্নি সাক্ষি করিয়া মিত্রতা বন্ধন করিলেন।

পুনর্ব্বার রাজা স্বর্গে গিয়া শনির নিকটে উপস্থিত হইলে শনি ভীত চিত্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়া রাজার নিকট কহিতে লাগিলেন, ধন্য সূর্য্যবংশাবতংস রাজা দশরথ! কারণ তুমি আমার দৃষ্টিতেও রক্ষা পাইয়াছ। আমার সুদৃষ্টি বা কুদৃষ্টি হউক, তাহাতে কাহারও নিস্তার নাই। পূর্ব্বে পার্ব্বতীর আজ্ঞায় কৈলাসশিখরে গণপতিকে দেখিতে গিয়াছিলাম, আমার দৃষ্টিতে গণেশ্বরও মস্তকশূন্য হইয়াছিল। কেবল আপনার এবং আমার একই সূর্য্যবংশে জন্ম বলিয়া আপনি নিস্তার পাইয়াছেন; যাহা হউক মহারাজ! এক্ষণে দেশে গমন করুন, আপনার রাজ্যে আর অনাবৃষ্টি থাকিবে না।

ইহা শুনিয়া রাজা স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন। পরে একাদিক্রমে সাত দিন বৃষ্টি হইয়া নদ নদী সরোবর প্রভৃতি

জলে পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে শস্যাদি উৎপন্ন ও জীবদিগের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজা দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

অতঃপর রাজা দশরথের বয়স প্রায় নয়সহস্র বৎসর হইল, তথাপি পুত্র না হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যদিচ ভার্গব রাজার কন্যার গর্ভে দশরথের হেমবর্ণা হেমলতা নামে এক কন্যা হইয়াছিল, কিন্তু সত্যাঙ্কার হেতু তাঁহার সখা রাজা লোমপাদ ঐ কন্যা নিজগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

একদা রাজা দশরথ সৈন্য সামন্ত লইয়া মৃগয়ার্থ গমন করিয়া মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধক মুনির তপোবনে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু সরোবরে গিয়া কলসে জল পূরণ করিতেছিলেন; রাজা, হরিণী জলপান করিতেছে বিবেচনা করিয়া শব্দভেদি শর নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার শব্দভেদি বাণ অব্যর্থ, তৎক্ষণাৎ তাহা মুনিপুত্রের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অচেতন করিল। রাজা তথায় গিয়া দেখিলেন হরিণী নহে, মুনিপুত্র শরাঘাতে ভূতলে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছেন। মুনিপুত্র যদিচ শরাঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি রাজাকে দেখিয়া ইঙ্গিত দ্বারা কহিলেন, আমাকে জলপান করাইয়া অন্ধ পিতা মাতার নিকট লইয়া চল। রাজা ত্রস্ত হইয়া অঞ্জলি করিয়া জল আনয়ন করিলেন; মুনিপুত্র তাহা পান করিয়া দুই এক কথা কহিতে কহিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা

অত্যন্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াও মুনিশাপে রাজ্য সহ বিনাশে হইবার ভয়ে, মুনিপুত্রকে লইয়া মৃদু মন্দ গমনে কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধক সমীপে উপস্থিত হইলেন।

এ দিকে অন্ধক অন্ধকী পুত্রের বিলম্ব দেখিয়া সাতিশয় চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে রাজার পদশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে পুত্র বোধে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৎস! ত্বরায় আইস, কালি অবধি উপবাসী রহিয়াছি, পারণা করিয়া জীবন ধারণ করি। রাজা দশরথ এই কথা শ্রবণ করিয়া ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর ও বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন, সুতরাং কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না।

মুনি উত্তর না পাইয়া যোগাসনে বসিলেন, ক্ষণকাল পরে ধ্যান দ্বারা সমুদায় বুঝিতে পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন রাজা দশরথ! তুমি আমাদের জীবনের জীবন পুত্রটী বিনাশ করিয়াছ; এই পুত্রশোকে আমাদিগকে এখনি প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তুমি আমাদিগকে যেরূপ পুত্রশোক দিলে, আমি শাপ দিতেছি তোমাকেও এই রূপ পুত্রশোকযন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

রাজা শুনিয়া মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন মুনিবর! প্রার্থনা করি, আপনার বাক্য সত্য হউক; এ শাপ নহে, আমার পক্ষে বরস্বরূপ হইয়াছে। মুনি পুনরায় ধ্যান করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার পুত্র হয় নাই বটে, কিন্তু আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনাইয়া যজ্ঞ করিলে, নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া

তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন; পুত্র হইলে একাদশ বৎসর পরে সেই পুত্রশোকে তোমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। এই বলিয়া পুত্রশোকে কান্দিতে কান্দিতে অন্ধক এবং অন্ধকী প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা তাঁহাদের দাহাদি কার্য্য সমাধা করিয়া রাজধানীভিমুখে গমন করিলেন, কিন্তু মুনিহত্যা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত জন্য প্রথমে বশিষ্ঠালয়ে গমন করিলেন। বশিষ্ঠ তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র বামদেব সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই অকালে প্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞ দানাদি হইবে না; তবে তিন বার রাম নাম উচ্চারণ কর, তাহা হইলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। রাজা শুনিয়া তিন বার রাম নাম উচ্চারণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিলেন।

বশিষ্ঠ আসিয়া পুত্রমুখে ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন ওরে মূর্খ চণ্ডাল! যে রাম নাম এক বার মাত্র উচ্চারণ করিলে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্তি হয়, সেই রাম নাম রাজাকে তিন বার উচ্চারণ করাইলি। বামদেব চণ্ডালের নাম শুনিয়া পিতার চরণে পতিত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন পিতঃ! আমার মুক্ত হওনের উপায় কি বলুন। তখন বশিষ্ঠ পুত্রের কাতরতা দেখিয়া কোপ সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না; তবে যে রামনাম রাজাকে উচ্চারণ করিতে কহিয়াছ, যখন তিনি দশরথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করি-বেন, তখন তাঁহার চরণে স্মরণ লইলে তোমার চণ্ডালত্ব

বিমোচন হইবে। অনন্তর বামদেব পিতৃশাপে গুহক চণ্ডাল হইয়া রহিলেন।

রাজা দশরথ ইন্দ্রসম রাজত্ব করিতেছেন, এমত সময়ে স্বর্গপুরে সম্বর অসুরের বিষম দৌরাত্ম্য হওয়াতে দেবরাজ দেবগণের সহিত প্রজাপতি সন্নিধানে গমন করিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। প্রজাপতি আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সম্বর অসুর রাজা দশরথের বধ্য; অতএব দশ-রথকে সত্বরে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিকার চেষ্টা কর। এতচ্ছ্রবণে দেবরাজ অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন। দশরথ তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া কহিলেন দেব! আগমন বার্ত্তা কহিয়া চরিতার্থ করুন। দেবরাজ সম্বর অসুরের দৌরাত্ম্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলে রাজা দশরথ কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সম্বর বধার্থে স্বর্গপুরে গমন করিলেন।

সম্বর রাজা দশরথের যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক রাজার উপরে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। রাজাও তন্নিবারণার্থ নানা উপায় করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের নানাবিধ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কখন রাজা কখন অসুর জয় পরাজয় স্বীকার করিতে লাগি-লেন। বাণে বাণে অমরাবতী অন্ধকারময় হইল; অবশেষে রাজার শরাঘাতে সম্বরের মস্তকচ্ছেদ হইলে দেবগণ রাজাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। পরে দশরথ সম্বর বিনাশে দেব-গণকে সুস্থির দেখিয়া স্বদেশে গমন করিলেন।

রাজা দশরথ, সম্বরযুদ্ধে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া প্রণয়িনী কেকয়ীর অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিলেন। রাণী কেকয়ী যৎপরোনাস্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাজা কেকয়ীর সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। কেকয়ী কুব্জী দাসীর অভিমতে কহিলেন, মহারাজ! আমার এক্ষণে বরে প্রয়োজন নাই, পরে এই বর যখন চাহিব, তখন দিতে আজ্ঞা হইবেক। রাজা সহাস্য বদনে তাহাই স্বীকার করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিবসান্তর রাজা দশরথের নখের মধ্যে এক ব্রণ হইল, তাহাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া মৃত্যু স্থির করিলে ধন্বন্তরির পুত্র পদ্মাকর আসিয়া কহিল মহারাজ! চিন্তা নাই, শম্বুকের যূষ পান করিলে অথবা কেহ নখ চুম্বন করিলে সত্বরে আরোগ্য হইতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া প্রিয়রাণী কেকয়ী আসিয়া তৎক্ষণাৎ রাজার নখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, এবং তদ্দ্বারাই রাজা সত্বরে ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া কেকয়ীর প্রতি যথেষ্ট প্রীত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! বর প্রদান করিতেছি; যাহা অভিলাষ হয় প্রকাশ কর। রাণী কহিলেন পূর্ব্বের বর আর এই বর দুই বর মহারাজের নিকট রহিল। যখন ইচ্ছা হইবে, তখনি লইব। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন তুমি প্রাণাধিকা; প্রাণ পর্য্যন্ত চাহিলে অবশ্যই দিব সন্দেহ কি।

রাজা সুস্থ হইয়া পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুত্রমুখ অদর্শনে নিয়ত দুঃখিত মনে কাল যাপন করেন।

এক দিবস বশিষ্ট মুনিকে আনাইয়া পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ সন্নিধানে কহিলেন, অন্ধক মুনি বর দিয়াছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনা-ইয়া যজ্ঞ করিলে সন্তান হইবে; অতএব ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বসতি কোথায়? বশিষ্ট কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক মুনির পুত্র; তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য। দৈবযোগে বিভাণ্ডকের রেতঃ স্খলিত হইয়া বনে পতিত হইয়াছিল; এক হরিণী তাহা ভক্ষণ করাতে গর্ভবতী হইল; ছয়মাস পরে হরিণী প্রসব হইলে পুত্রের মুখের আকৃতি হরিণের ন্যায়, শরীর মনুষ্যের ন্যায় দেখিয়া বনে ফেলিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। বিভাণ্ডক তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করিয়া জ্ঞান দান করিলেন। তিনি দেখিতে পরম সুন্দর, তাঁহার কপালে হরিণের ন্যায় দুই শৃঙ্গ উঠিয়াছে, তাঁহার শাপ বর উভয়ই অব্যর্থ।

পাত্র সুমন্ত্র কহিল, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজা লোমপাদ আনাইয়াছেন; তাঁহার রাজ্যে কুমারী ঋতুমতী হওয়াতে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার আগমনে সুবৃষ্টি হইয়াছে এবং রাজা তাঁহাকে কন্যাদান করিয়া আপন রাজ্যেই রাখিয়াছেন।

রাজা দশরথ এই কথা শ্রবণ মাত্রেই লোমপাদের রাজ্যে গমন করিলেন। লোমপাদ দশরথের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আহ্বান পূর্ব্বক রাজার সহিত মিলন করিয়া দিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও শ্বশুরের আদেশে যজ্ঞ সম্পা-দনার্থে অযোধ্যায় যাত্রা করিয়া যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং নিমন্ত্রিত ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে দেবগণ অনন্তোপরি শয়ান নারায়ণ সন্নিধানে গিয়া কহিতে লাগিলেন, দেব! রাবণের দৌরাত্ম্যে আমরা আর স্বর্গপুরে বাস করিতে পারি না। প্রভো! সে দুরন্তের দৌরাত্ম্যের কথা কি কহিব; এক্ষণে সূর্য্যাদি দেবগণ স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া তাহার অধিকারে আবদ্ধ রহিয়াছেন। সূর্য্যদেব তাহার দ্বারপাল হইয়াছেন, চন্দ্র তাহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিতেছেন, ইন্দ্র তাহারে নিত্য পুষ্প যোগাইতেছেন, অগ্নি সূপকার হইয়াছেন, বসুমতী তাহার গৃহ মার্জ্জন করিতেছেন, যমরাজ তাহার ঘোটকের সেবা করিতেছেন, শনি তাহার বস্ত্র ধৌত করিতেছেন এবং ব্রহ্মা তাহার বালকদিগের শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। অধিক কি বলিব, তাহার অধিকারে পবনের গতি ও সমুদ্রের ঊর্ম্মিও মৃদুতার অবলম্বন করিয়াছে। দেবগণ এই সকল কহিতে কহিতে রোদন করিতে লাগিলেন আর অধিক বলিতে পারিলেন না।

নারায়ণ দেবগণের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এবং নর বানর ব্যতীত রাবণবংশ ধ্বংস হইবে না, ব্রহ্মার এই বর শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অংশচতুষ্টয়ে রাজা দশরথ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন, লক্ষ্মীকে জনকালয়ে অযোনিসম্ভবা হইতে হইবে এবং দেবগণকে বানরীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে স্থির করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

এদিকে অযোধ্যায় রাজা দশরথ যজ্ঞারম্ভ করিয়া একবৎসর কাল পূর্ণ হইল। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যজ্ঞে আহুতি দিতে অকস্মাৎ

যজ্ঞ হইতে চরু উৎপন্ন হইল। রাজা দশরথ সেই চরু ছুই ভাগ করিয়া প্রধানা রাজ্ঞী কৌশল্যা ও কেকয়ীকে ভক্ষণ করিতে দিলেন। সুমিত্রা না পাওয়াতে দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা আপন ভাগের অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে দিয়া কহিলেন, তোমার পুত্র হইলে আমার পুত্রের দোসর হইবে। কেকয়ীও শুনিয়া সুমিত্রাকে, প্রাপ্তচরুর অর্দ্ধেক দিয়া কহিলেন; তোমার পুত্র হইলে আমার পুত্রের দোসর হইবে। এইরূপে তিন রাজ্ঞী চরু ভক্ষণ করিয়া গর্ভবতী হইলেন। দশমাস দশ দিন পরে মধুমাসের শুক্ল নবমীতে মহারাণী কৌশল্যা অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্ন নবদুর্ব্বাদলশ্যাম পুত্র প্রসব করিলেন। পরে কেকয়ী এক পুত্র ও সুমিত্রা যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। অযোধ্যা নগরে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, রাজা শুনিয়া মহানন্দে ধনাদি বিতরণ করিয়া রাজকোষ শূন্য করিতে অনুমতি দিলেন।

একদা উর্ব্বশী স্বর্গে গমন করিতে[illegible]মধ্যে মিথিলার অধিপতি জনকঋষি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে, তাঁহার রেতঃ ভূমীতে পতিত হইয়া কিছুকাল ডিম্বরূপে রহিল। জনক ঋষি পুত্রকামনায় যজ্ঞকরণাশয়ে ভূমিকর্ষণ করাতে লাঙ্গলের সীরাতে ডিম্ব ভাঙ্গিয়া অপরূপ এক কন্যা উৎপন্ন হইল। জনক ঋষি তাহা লইয়া রাজ্ঞী সন্নিধানে প্রতিপালন করিতে দিলেন। সীরাতে জন্ম হেতু তাঁহার নাম সীতা রাখিলেন। সীতা দেবী দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতেছেন দেখিয়া দেবগণ, অন্যে সীতার পাণিগ্রহণ করিতে না পারে. এই

জন্যে দীঘে সত্তর যোযন, প্রস্থে দশ যোযন, মহাদেবের ধনুক যে তুলিতে পারিবে সেই সীতার প্রাণিগ্রহণ করিবে, বলিয়া জনকের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, এবং জনকও সেইরূপ পণ করিলেন।

ধনুর্ভঙ্গ পণের কথা শুনিয়া নানা দেশ হইতে রাজগণ আসিয়া, কেহবা ঐ ধনুক স্পর্শ করিয়া কেহবা দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন, কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে লঙ্কার অধিপতি রাবণ রাজা আসিয়াও ঐ ধনুক তুলিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল।

লক্ষ্মী ও নারায়ণের জন্ম হইলে দেবগণ বানররূপে জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে ইন্দ্রের তেজে বালি, সূর্য্যতেজে সুগ্রীব, ব্রহ্মার তেজে জাম্বুবান, পবনতেজে হনুমান, বরুণ-তেজে হেমকূট, শিবের তেজে কেশরী, অগ্নিতেজে নীল, কুবেরতেজে প্রমাথি, ধনন্তরির তেজে সুষেণ, চন্দ্রতেজে দধিগাণ, ইত্যাদি ------ বানর জন্মিয়া মহা মহা যোদ্ধা প্রাদু-র্ভূত হইল।

এদিকে রাজা দশরথ পুত্রগণের অন্নাশনকালে বিচার করিয়া রাণী কৌশল্যার পুত্র শ্রীরাম, কেকয়ীর পুত্র ভরত, সুমিত্রার পুত্র লক্ষণ শত্রুঘ্ন; নাম করণ করিলেন। ক্রমশঃ চারি-জন চন্দ্রকলার ন্যায় যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, পর-স্পরের প্রতি তাঁহাদের সৌহার্দ্দও সেই রূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের সহিত লক্ষণের ও ভরথের সহিত শত্রুঘ্নের বিশেষ রূপ সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইল। ক্রমে পঞ্চম

বর্ষে উত্তীর্ণ হইলে রাজা বিদ্যাশিক্ষার্থে পুত্রদিগকে বশিষ্ঠ মুনি সন্নিধানে সমর্পণ করিলেন। তথায় তাঁহারা শাস্ত্রাদি ও শস্ত্র বিদ্যায় উত্তমরূপ শিক্ষিত হইলেন। রামচন্দ্র এরূপ যোদ্ধা ও বলবান বলিয়া বিখ্যাত হইলেন, যে রাজা দশরথের পূর্ব্বের শত্রু, পক্ষীয়েরা আসিয়া শরণাপন্ন হইল। দশরথ, রামকে তিলেক না দেখিলে অন্ধকের শাপ মনে করিয়া উন্মাদের ন্যায় হয়েন। এক দিবস রাম লক্ষণ মৃগয়া করিতে গিয়া বেলা অবসান হওয়ায় লক্ষণের মলিন বদন দেখিয়া রাম দুঃখিত হইলেন, পরে ব্রহ্মা পুরন্দর বিবেচনা করিয়া মৃণালমধ্যে সুধা রাখিয়া গেলেন। সেই মৃণাল সহ সুধা উভয়ে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এখানে বিলম্ব দেখিয়া রাজা সহ অযোধ্যাপুরী সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এমন সময় শ্রীরাম লক্ষণ উত্তীর্ণ হইলে, রাজা ও রাণী শ্রীরাম লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া মহানন্দে পুরে প্রয়াণ করিলেন।

কোন সময়ে অমাবশ্যা তিথিতে [illegible] হইবে, গঙ্গা-স্নানে মহাফল জানিয়া রাজা দশরথ চারিপুত্র ও সৈন্য সামন্ত সহ রথারোহণে গমন করিলেন। গুহক চণ্ডাল জানিতে পারিয়া তিন কোটি চণ্ডাল সহ পথাবরোধ করিল। রাজা ভয়াকুল হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়া গুহককে বন্ধন করত রথে তুলিয়া রাখিলেন। গুহক রথের উপর বন্ধন দশায় চিন্তা করিয়া এক পদে ধনুক ধরিয়া অন্য পদে বাণক্ষেপণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র চমৎকার বাণশিক্ষা শুনিয়া দর্শন করিতে আইলেন। গুহক, শ্রীরামকে দেখিবামাত্রেই বন্ধন মোচন হইল, এবং

উঠিয়া চণ্ডালনাম হইয়া দণ্ডবৎ করিয়া স্তব করিতে লাগিল। আরো কহিল দেব! আমার দুঃখের কথা শ্রবণ করুন, আমি বশিষ্ঠের পুত্র বামদেব, অন্ধক মুনির পুত্রবধের পাপ বিমোচনার্থে রাজা দশরথকে আমি তিন বার রাম নাম উচ্চারণ করাইয়া ছিলাম, পিতা শুনিয়া ক্রোধে গুহক চণ্ডাল বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। তখন চণ্ডালত্ব বিমুক্ত জন্য পিতার চরণে নিপতিত হইলে, আপনার আগমনে চরণে শরণ লইলে বিমুক্ত হইব অনুমতি করিয়াছেন, সুতরাং রাম হে এখন পরিত্রাণ কর, এই বলিয়া গুহক রোদন করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র দয়ার নিদান, গুহকের ক্রন্দন দেখিয়া কোল দিয়া কহিলেন, আজি হইতে তুমি আমার মিত্র হইলে। গুহক আমি ধন্য হইলাম বলিয়া হাস্যমুখে গৃহে গমন করিল। পরন্তু রাজা দশরথ চারি পুত্র সহ গঙ্গাস্নান করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

মিথিলানগরস্থ মুনিগণ রাক্ষস মারীচের দৌরাত্ম্যে যজ্ঞ করিতে না পারায়, রাক্ষস বিনাশার্থে; লক্ষ্মীপতি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া, শ্রীরাম লক্ষ্মণ আনয়নার্থে বিশ্বামিত্র মুনি অযোধ্যায় গমন করিলেন। রাজা দশরথ মুনির চরণবন্দনাদি করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্ মিথিলায় মুনিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে রাক্ষসগণ রক্ত বরিষণ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করে, সুতরাং যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, অতএব রাক্ষসগণ বধের নিমিত্ত মহারাজের পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। রাজা এই

কথা শুনিবামাত্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন, এত দিনে অন্ধকের শাপ প্রবল হইল; কারণ শ্রীরাম লক্ষ্মণকে না দিলে মুনি শাপ প্রদান করিবেন এবং দিলে রামবিরহে অবশ্যই আমার মৃত্যু হইবে, অতএব কি করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে ভরথ শত্রুঘ্নকে আনাইয়া মুনিহস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে রাম লক্ষ্মণকে দেখেন নাই, সুতরাং ভরত শত্রুঘ্নকেই রাম লক্ষ্মণ মনে করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিলেন। সরযূ নদীর কুলে উত্তীর্ণ হইয়া এই খানে দুইটী পথ, তন্মধ্যে এই পথে গমন করিলে যাইতে তিন দিন লাগিবে কিন্তু পথে কিছুমাত্র বিঘ্ন নাই, আর এই পথে গমন করিলে তৃতীয়প্রহর মধ্যেই যাওয়া যায়, ফলতঃ পথিমধ্যে তাড়কা নামে রাক্ষসী আছে, সে মানুষ দেখিলে দ্রুতবেগে আসিয়া ভক্ষণ করে। ভরত কহিলেন বিনা বিঘ্নে বিলম্বেও হানি নাই, এই কথা শুনিয়া বিশ্বমিত্র ভাবিলেন এ কখনই রামচন্দ্র নহে, রাজা প্রতারণা করিয়াছে। এই বলিয়া ক্রোধভরে রাজার নিকটে আসিয়া রাম লক্ষ্মণকে লইয়া গমন করিলেন।

বিশ্বামিত্র মুনি যাইতে যাইতে আতপতাপে রাম লক্ষ্মণের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখিয়া কহিলেন, তোমরা উভয়ে এই সরযূতে স্নান কর; আমি এক মন্ত্র প্রদান করিব; তাহাতে সহস্র বৎসর ক্ষুধায় কাতর হইতে হইবে না। ইহা শুনিয়া উভয়ে স্নান করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাড়কা রাক্ষসীর বনসন্নিধানে গিয়া কহিলেন,

রাম! তাড়কার বন দিয়া গমন করিলে তিন প্রহরে যাইব, অন্য নিষ্কণ্টক পথে গেলে তিন দিন হইবে, অতএব কোন্ পথে গমন করিবে? শ্রীরাম কহিলেন, তিন প্রহরের পথে গমন করাই কর্ত্তব্য, যদি রাক্ষসী বিঘ্নকারিণী হয়, তাহাকে বধ করিলে পাপ নাই। এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র হৃষ্টচিত্তে গমন করিলেন। তাড়কা মনুষ্যগন্ধ পাইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া সম্মুখবর্ত্তিনী হইলে শ্রীরাম ধনুর্ব্বাণ লইয়া অগ্রসর হইলেন। তখন রাক্ষসী মহাবৃক্ষ লইয়া ক্ষেপণ করিলে রাম শরদ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসী পুনরায় বৃক্ষ লইয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইল, তখন রামচন্দ্র ঐশিক বাণ ক্ষেপণ করিলে রাক্ষসী ভয়ঙ্কররূপে ডাক ছাড়িয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। বিশ্বামিত্র দেখিয়া আনন্দিত হইয়া রামচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

পরে তিন জনে পবনের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গৌতমের তপোবনে উপস্থিত হইলেন। গৌতম মুনির পত্নী অহল্যা, পাষাণময়ী হইয়া পড়িয়া ছিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে পাষাণমস্তকে পদার্পণ করিতে কহিলে, রাম তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কহিলেন, অহল্যা গৌতম মুনির স্ত্রী, পরমাসুন্দরী এমন রূপবতী সহস্রে কদাচ দৃষ্টি গোচর হইত না। শিষ্য পুরন্দর পাঠার্থী হইয়া অহল্যা রমণীর রূপ লাবণ্যে বিমোহিত ও অধৈর্য্য হইয়া হতচিত্তে কালযাপন করিত, গৌতম নিত্য নিত্য নিশাবসানে তপস্যায় গমন করিতেন। এক দিবস ইন্দ্র সেই অবকাশে গৌতমের

বেশে অহল্যাগৃহে গমন পূর্ব্বক অভিলাষ পূর্ণ করিয়া গমন করিলেন। গৌতম প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জানিতে পারিয়া, অহল্যা পাষাণময়ী হইবে ও ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে সহস্র যোনি প্রকাশ পাইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। পরে অহল্যা কান্দিতে কান্দিতে মুনির চরণে পতিত হইলে, তোমার পদপরসনে অহল্যা বিমুক্ত হইবে, ও ইন্দ্রের সহস্রলোচন হইবে বর দিয়াছেন, সুতরাং তোমায় অহল্যার মস্তকে পদার্পণ করিতে হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অহল্যাশীরে পদার্পণ করিবামাত্র অহল্যা পূর্ব্বমত জীবিতা হইয়া স্তব করিতে লাগিল। পরে গৌতম মুনি শুনিয়া পুষ্প বৃষ্টি করত অহ-ল্যাকে লইয়া গমন করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের পদার্পণে পাষাণ মানবী হইল শুনিয়া, যে কৈবর্ত্ত গঙ্গাতীরে খেয়া দিতেছিল, পাছে রামের পদার্পণে নৌকাখানি মানব হইয়া চলিয়া যায়, এই ভয়ে নৌকা লইয়া পলায়ন করিল। মুনি প্রভৃতি তিন জন গঙ্গাতীরে আসিয়া খেয়া বন্দ দেখিয়া কৈবর্ত্তকে আহ্বান করিলে, কৈবর্ত্ত কহিল; মহাশয়! আমার নৌকাখানি ভগ্ন, আমি নিতান্ত দুঃখি, গেলে আর করিতে পারিব না, গৃহিণী সর্ব্বদাই তিরস্কার করিবে; আমি কি প্রকারে পরিবার ভরণ পোষণ করিব। যে চরণ-স্পর্শে পাষাণ মানবী হইল, সেই চরণধূলিতে নৌকা খানি যে মুক্ত হইবে সন্দেহ কি? তবে পার করিতে পারি, যদি দুই খানি পায়ের ধূলা পরিষ্কার করিয়া ধুয়াইয়া দিতে পাই, এই কহিয়া শ্রীরামের পদদ্বয় অগ্রে উত্তম রূপে প্রক্ষালনপূর্ব্বক

নৌকায় আনিয়া অতি ত্বরায় পার করিয়া দিল। রামচন্দ্র কৈবর্ত্তকে অকিঞ্চন জানিয়া কৃপাদৃষ্টি করায় তরণী সুবর্ণময়ী হইল। রামচন্দ্র প্রভৃতি চলিয়া গেলে কৈবর্ত্ত সুবর্ণতরণী দেখিয়া, হায় হায় চিনিতে পারিলাম না বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

গঙ্গা পার হইয়া রামচন্দ্র গঙ্গার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বামিত্র আদ্যোপন্ত কহিতে লাগিলেন। সূর্য্যবংশে রুহিদাস রাজার পুত্র সগর রাজা, সগর রাজার দুই রাণী, রাণী কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জ, সুমতির গর্ভে ষাটী হাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ক্রমে ক্রমে সকলে মহাযোদ্ধা, বলবান ও দুরাচারী হইল। ধর্ম্মপরায়ণ অসমঞ্জ অংশুমান নামে পুত্র রাখিয়া বনগমন করিলেন। কোন সময়ে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ষাটিহাজার পুত্রকে অশ্ব রক্ষার্থ অনুমতি করিলেন। তাহাদের দৌরাত্ম্য দেখিয়া দেবরাজ পুরন্দর, সেই অশ্ব হরণপূর্ব্বক পাতালপুরে কপীল মুনির সন্নিকটে রাখিয়া আসিলেন। এ দিকে সগরপুত্রেরা দিক্ দিগন্তে অশ্ব অনুসন্ধান করিয়া পরে অনেক অনুসন্ধানের পর পৃথিবী খনন করিয়া প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল, যজ্ঞ অশ্ব কপীল মুনির নিকটে রহিয়াছে, তখন কপীলকে ঘোড়াচোর বলিয়া বক্ষস্থলে চপেটাঘাত করিল। কপীল ঋষি ধ্যানভঙ্গে কোপদৃষ্টি করায় সগর রাজার ষাটিহাজার পুত্র ভস্মরাশি হইল।

এক বর্ষ প্রায় পুত্রগণ সহ যজ্ঞ অশ্ব ফিরিয়া না আসাতে সগররাজা তত্ত্ব করিতে অংশুমানকে প্রেরণ করিলেন, অংশু-

মান্ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পাতাল পুরে কপিলের নিকট যজ্ঞাশ্ব ও ভস্মাবশিষ্ট পিতৃব্যদিগকে দেখিয়া কপিল সন্নিধানে স্তব করিতে লাগিলেন। কপিল অংশুমানের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হরি হরমুখে গান শুনিয়া দ্রব হওয়াতে যে গঙ্গার জন্ম হয় এবং বিধাতা যাঁহাকে লইয়া কমণ্ডলু মধ্য করিয়া রাখিয়াছেন, সেই গঙ্গাকে ধরাতলে আনিতে পারিলে তোমার বংশের উদ্ধার হইতে পারিবে।

অংশুমান্ এই কথা শ্রবণানন্তর যজ্ঞাশ্ব লইয়া সগর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সগর রাজা যজ্ঞ সমাপন করিয়া পুত্রশোকে আকুল হইলেন। পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া অংশুমানকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক মর্ত্য-লোকে গঙ্গা আনয়নার্থে গমন করিলেন। বহুকালেও গঙ্গা আনিতে না পারিয়া তনু ত্যাগ করিলেন। তদনন্তর অংশুমান্ এবং তৎপুত্র দিলীপ ঐ রূপে গঙ্গা আনিতে না পারিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই সময়ে সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যা রাজ্য রাজহীন হইল, কেবল দিলী-পের দুই স্ত্রীমাত্র রহিল। দৈবযোগে দুই রাণীতে রতি করাতে ভগীরথের জন্ম হইল, সেই ভগীরথ বহুকষ্টে কতকালের পর গঙ্গা আনিয়া সগরবংশ উদ্ধার করিলেন। সেই গঙ্গা এই।

এইরূপ বলিতে বলিতে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষণ সহ মিথিলা-রাজ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। মুনিগণ শুনিয়া মহানন্দে ধান্য দুর্ব্বা দিয়া রাম লক্ষণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে কহিলেন,

রামচন্দ্র ! রাক্ষসকুল নিপাত কর, আমরা রাক্ষসের দৌরাত্ম্য হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখে যজ্ঞাদি সমাপন করি। রাম কহিলেন, আপনারা অবিলম্বে যজ্ঞারম্ভ করুন, ভয় কি। এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিগণ পুলকিত চিত্তে বিবিধ বিধানে যজ্ঞারম্ভ করিলেন। মারীচ, যজ্ঞের ধূম আকাশে উড্ডীন দেখিয়া, আমরা এইখানে থাকিতে মুনিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমাপন করিবে, এই বলিয়া তিন কোটি রাক্ষস সমভিব্যাহারে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইল। তখন রাম লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শর সন্ধান করিতে লাগিলেন ; ক্রমে রাক্ষসগণ যত অগ্রসর হয়, রাম লক্ষ্মণের শর দ্বারা ততই ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ সঙ্কট দেখিয়াও রাম লক্ষ্মণের প্রতি বাণক্ষেপ করিতে বিরত হইল না। যদিচ রাম লক্ষ্মণ রাক্ষসগণের বাণ বর্ষণে কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু মুনি ঋষিগণ পশ্চাতে থাকিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন এবং শূন্য হইতে দেবগণ ধন্যবাদ দিতেছেন, এই উৎসাহে তাঁহারা রাক্ষসগণের প্রতি অবিচ্ছেদে জলধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিন কোটি রাক্ষস পঞ্চত্ব পাইয়া ভূমিসাৎ হইল। অবশেষে দেবগণ, সীতাহরণ জন্য মারীচকে রক্ষা করাতে, মারীচ লঙ্কায় পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পাইল। মুনিগণ শ্রীরাম লক্ষ্মণকে ধন্য ধন্য বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যথাসুখে যজ্ঞ সমাধান করিলেন।

অতঃপর রাম লক্ষ্মণ মুনিদিগের আশ্রমে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া সে রজনী যাপন করিলেন। পরে প্রভাত হইলে

বিশ্বামিত্র মুনি রামচন্দ্রকে কহিলেন বৎস ! মিথিলায় জনক-দুহিতা সীতার সয়ম্বর হইবেক ; জনক রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যিনি হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই জানকীর পাণিগ্রহণ করিবেন ; তাহা শুনিয়া কত কত রাজা আসিয়া কৃতকার্য্য না হইয়া পলায়ন করিয়াছে ; আপনি সে ধনু অনায়াসে ভগ্ন করিতে পারিবেন, অতএব এক্ষণে মিথিলার রাজভবনে গমন করিতে হইবেক। নররূপী রামচন্দ্র বিবাহের কথা শুনিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিলেন, মুনিবর ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা কি আমি লঙ্ঘন করিতে পারি। এইকথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র রাম, লক্ষ্মণ ও মুনিগণ সমভিব্যাহারে জনক সমীপে গমন করিলেন।

জনক রাম ও লক্ষ্মণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং পরম সমাদর পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে লইয়া ধনুগৃহে গমন করিলেন। নগরবাসী বালক বালিকা যুবক যুবতী কুব্জা বৃদ্ধ প্রভৃতি রামচন্দ্র দর্শনার্থ ধাবমান হইল। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ পুরবাসিনীগণ অট্টালিকায় উঠিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সীতা দেবীও সঙ্গিনী সঙ্গে আস্তে ব্যস্তে অট্টালিকায় গিয়া অনিমিষ লোচনে নব দুর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া, হে বিরিঞ্চি দেব ! এই রামধনে যেন বঞ্চিত না হই, এই বলিয়া বিবিধ দেবোদ্দেশে নানামত অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। জনক রাজা ধনুগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সভাস্থলে যেখানে মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি নানা জাতি উপবিষ্ট

আছেন, তথায় উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিলেন, যিনি এই হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই সীতা নাম্নী দুহিতা সম্প্রদান করিব। এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র মুনি প্রভৃতির আদেশানুসারে রামচন্দ্র ধনু সন্নিকটে গমন করিলেন। রাজগণ চাহিয়া রহিলেন; সভাস্থ সমস্ত লোক বিস্মিত হইয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; দেবগণ স্ব স্ব যানে আরোহণ করিয়া শূন্যমার্গে রহিলেন; লক্ষ্মণ দেবগণকে প্রণাম করিয়া, বসুমতি! ক্ষণেক স্থির হও বলিয়া এক পার্শ্বে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রামচন্দ্র ধনুর নিকট গিয়া বামহস্তে ধনু তুলিয়া তাহার এক পার্শ্ব মৃত্তিকায় ক্ষেপণ করিলেন, অন্য পার্শ্ব বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক ধনুকের মধ্যস্থলে বাম জানু পাতিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুণে টান দিলেন। বসুন্ধরা ভূমিকম্পের ন্যায় কম্পবান হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে মড় মড় শব্দে ধনু দুই খণ্ড হইয়া দুই দিকে পতিত হইল। সভাস্থ সমস্ত লোক দেখিয়া জয় জয় শব্দে কোলাহল করিতে লাগিল। রাজাজ্ঞায় সেই সময় হইতেই নানা বাদ্য নৃত্য গীত আরম্ভ হইল; মিথিলা নগরে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

জনক রাজা বিশ্বামিত্র মুনিকে কহিলেন, রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিব, দিন লগ্ন ও শুভক্ষণ স্থির করিয়া অনুমতি করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিলেন বৎস! জনক রাজার প্রতিজ্ঞা সফল হইল; এক্ষণে সীতার পাণিগ্রহণ বিষয়ে শুভক্ষণ স্থির করা যাউক।

রামচন্দ্র কহিলেন আর্য্য! বহুদিবস হইল অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি, পিতার চরণ দর্শন করা হয় নাই; তিনি আমাদের বিলম্বে চিন্তিত হইতে পারেন; আর চারি ভ্রাতা একদিবসে জন্ম গ্রহণ করিয়া অগ্রে আমার বিবাহ করা উচিত হয় না, অধিকন্তু পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কিরূপেই বা বিবাহ কার্য্য সম্পান্ন করা হয়; অতএব পিতার অনুজ্ঞায় এক দিবসে চারি ভ্রাতার বিবাহ ভিন্ন আমি স্বীকার করিতে পারি না। জনক রাজা এই সকল কথা শুনিয়া আপন দুই কন্যা ও কনিষ্ঠ কুশধ্বজের দুই কন্যা চারি ভাইকে দিতে সম্মত হইলেন, এবং বিশ্বামিত্র মুনিও রাজা দশরথ ও ভরথ শত্রুঘ্নকে আনয়নার্থে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন।

রাজা দশরথ শ্রীরাম ও লক্ষণকে পাঠাইয়া অবধি দিন যামিনী চাতকের ন্যায়, হা রাম হা রাম বলিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই সময়ে সভমণ্ডপে বিশ্বামিত্র জয় হউক বলিয়া রাজার নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিলেন রাজন্! আপনার পুত্র রামচন্দ্রের বীরতার কথা কি কহিব, প্রথমতঃ তাড়কা রাক্ষসী বধ, পরে অহল্যা বিমোচন, কৈবর্ত্তকে চরিতার্থ করণ, এবং তিন কোটি রাক্ষসবধ করিয়া মুনিগণের যজ্ঞ সমাপন করাইলেন। তদনন্তর জনকগৃহে যাইয়া অতি বিস্তীর্ণ হরধনু, যাহাতে কতশত নরপতি পরাভব স্বীকার করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই ধনু অবলীলাক্রমে দুই খণ্ড করিয়াছেন। জনকরাজা রামচন্দ্রের এই অলৌকিক বীরতা দর্শনে প্রীত হইয়া লক্ষ্মীরূপা জানকীরে সম্প্রদান করিতে

সংকল্প করিয়াছেন, আর ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, মহারাজের আর তিন পুত্রকে তিন কন্যা দান করিবেন; অতএব মহারাজ বিলম্বে ফল নাই, শুভ কর্ম্ম শীঘ্র সম্পন্ন করাই উচিত।

রাজা দশরথ এইকথা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মুনিচরণে প্রণতি পূর্ব্বক সত্বরে গমন সজ্জা করিতে অনুমতি করিলেন। রাজাজ্ঞায় রথ রথি পদাতি হয় হস্তি প্রভৃতি সজ্জিত হইল। রাজা দশরথ, ভরথ শত্রুঘ্নকে লইয়া রথারোহণে মিথিলায় যাত্রা করিলেন। এদিকে অন্তঃপুরে রমণীগণ রামাঙ্গে হরিদ্রা প্রদানে বঞ্চিত হইল বলিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু অন্যান্য মঙ্গলাচারের কিছুই ত্রুটি হইল না।

রাজা দশরথ মিথিলায় উপস্থিত হইলে, জনক রাজা সম্বাদ পাইয়া অগ্রসর হইয়া সমাদর পূর্ব্বক রাজারে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। রাম লক্ষ্মণ আসিয়া পিতার চরণ বন্দন করিলেন। পরে চারি ভ্রাতার পরস্পর চরণ বন্দনা ও আলিঙ্গন হইল। তদনন্তর জনক রাজা রামচন্দ্রকে সীতা দেবী, লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা, ভরতকে মাণ্ডবী, শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্ত্তি নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

রাজা দশরথ জনক রাজার অনুরোধে বিবাহের পর দিবস রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে চারিপুত্র ও পুত্রবধূসহ বিদায় লইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, এমত সময়ে জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পথাবরোধ করত আমার নাম পরশুরাম: দ্বিতীয় রাম এই অবনীমণ্ডলে

থাকিবে? বলিয়া কুঠার লইয়া রামচন্দ্রকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা দশরথ ভয়ানক ভীম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। অপরে স্তবস্তুতি করাতেও ক্ষান্ত না হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ লইয়া পরশুরামকে জিজ্ঞাসিলেন তোমাকে বধ করিব, কি তোমার পাতাল অথবা স্বর্গ পথ রোধ করিব? এই কথা শ্রবণ করিয়া পরশুরাম জানিতে পারিলেন যে, এই রাম সামান্য রাম নহেন, স্বয়ং নারায়ণ মানব রূপে অবনীতে রাক্ষসকুল বিনাশার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহা হউক দর্শনে কৃতার্থ হইলাম ভাবিয়া কহিলেন দেব! আমি কি বলিব, আমার স্বর্গপথ রোধ করিয়াই প্রতিফল প্রদান করুন। তখন রামচন্দ্র বাণক্ষেপণ করিয়া পরশুরামের স্বর্গপথ রুদ্ধ করিয়া অযোধ্যা যাত্রা করিলেন।

অযোধ্যায় উপনীত হইলে, নগরের নানাজাতি স্ত্রী পুরুষ লক্ষ্মীরূপা সীতা দর্শনার্থ ধাবমান হইলেন। অন্তঃপুরে রাণীগণ শুনিয়া হুলহুলী দিয়া শঙ্খধ্বনি ও মঙ্গলাচার করিয়া পুত্রবধূ সহ চারিপুত্রকে যথাবিধানে গৃহে লইলেন এবং লক্ষ্মীরূপা সীতার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। শ্রীরাম লক্ষণ ভরথ শত্রুঘ্ন মাতার চরণ বন্দন করিলেন। পরে রাণীগণ চিরজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সকলে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অযোধ্যা কাণ্ড

রামচন্দ্রের বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে নিমন্ত্রিত রাজগণ হয়, হস্তি, রত্ন, আভরণ ইত্যাদি যৌতুক প্রদান করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিবস রাজগণ রাজা দশরথকে কহিলেন রাজন্! রামচন্দ্র বয়সে বালক বটেন, কিন্তু যে সকল গুরুতর দুরূহ কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, সেই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা সামান্য ব্যাপার নহে; তদ্দারাই মহাবীর, মহাধীর, মহাবোদ্ধা, মহাযোদ্ধা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে। অতএব আমরা বাসনা করি রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজ্যভার সমর্পণ করুন, তাহা হইলে মহারাজের তুল্য রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন হইবে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের উপর রাজ্য ভার দিয়া সুখে কাল যাপন ও ধর্ম্ম চিন্তা করিতে পারিবেন।

রাজা দশরথ এই প্রস্তাবে যার পর নাই আনন্দে মগ্ন হইয়া কহিলেন, রামচন্দ্রকে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া আমি অবসৃত হইব ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা অতি সৎপরামর্শই স্থির করিয়াছ; অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আয়োজন কর, অদ্যই অধিবাস হইবেক, কল্য প্রাতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অনন্তর সুমন্ত্রকে অনু-মতি করিলেন, রামচন্দ্রকে এই স্থলে আনয়ন কর, অনেক

ক্ষণ চন্দ্রানন না দেখিয়া চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে, রাজকার্য্যে মন নিবিষ্ট হইতেছে না।

সুমন্ত্র এই কথা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে রামচন্দ্রকে সভামণ্ডপীতে আনয়ন করিল। রামচন্দ্র আসিয়া পিতার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, তদনন্তর পিত্রাদেশে সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি পাত্র মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

তখন রাজা দশরথ পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি প্রধান রাজ্ঞীর প্রথম পুত্র; তোমাকেই রাজ্যভার প্রদানকরিতে অভিলাষ করিয়াছি: যেরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলিতেছি; যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। "পরনারী পরম সুন্দরী হইলেও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, যে রাজা পরদারাভিগমন করে, সে নিশ্চয়ই রাজ্য সহ নষ্ট হয়। পরহিংসা পরপীড়া পরধনে লোভ কদাচ করিবে না; কেহ শরণ লইলে প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও পরিত্রাণ করিবে; বিনাপরাধে দণ্ড করিবেনা; যথাবিধি তপ জপ যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবে, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিবে, দুঃখিত অনাথের প্রতি সদয় হইবে এবং দেব গুরু ব্রাহ্মণে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিবে। আর তোমাকে অধিক কি উপদেশ দিব, সর্ব্বদা অবহিত হইয়া কার্য্য করিবে"। অন্তঃপুরে কৌশল্যা রাণী রামাভিষেক শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রামের কল্যাণোদ্দেশে একান্ত চিত্তে দেবার্চ্চনা ও নানামত দানাদি করিতে লাগিলেন।

রাম রাজা হইবেন, এই সংবাদ নগর মধ্যে প্রচার হইলে, আনন্দের আর পরিসীমা রহিলনা। কোন স্থানে নানা বাদ্যোদ্যম নৃত্যগীত হইতেছে, কোন স্থানে জয় জয় ধ্বনি হইতেছে, কোন স্থানে প্রজাগণ আনন্দে সংকীর্ত্তন করিতেছে, কোন স্থানে পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞায় নানা প্রকার আয়োজন হইতেছে; এই সময়ে দেবগণ রামচন্দ্র রাজা হইবেন, কি বনগমন করিবেন, দেখিতে বিমানে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। অধিবাস সমাধানান্তে, প্রাতে রাম রাজা হইবেন বলিয়া সকলে পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডাইতে পারেনা। পূর্ব্বজন্মে দুন্দুভি নাম্নী অপ্সরা শাপ প্রভাবে কুব্জী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্থরা নামে কেকয়ীর দাসী হইল। সে নিজে কুব্জী, তাহার বুদ্ধিও তদ্রূপ। এক্ষণে রাম রাজা হইবেন শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে কেকয়ীকে কহিতে লাগিল মাতঃ! মহারাজ তোমার ভরতকে রাজা নাকরিয়া রামকে রাজা করিবেন, তাহাতে কি তোমার গৌরব হইবে? এবং মহারাজ যে তোমারে স্নেহকরেন, তাহাও মৌখিক মাত্র, আন্তরিক নহে। নতুবা ভরতকে রাজা নাকরিয়া রামকে কখন রাজ্য ভার দিতে মনস্থ করিতেন না। অতএব এক্ষণে ইহার প্রতিবিধান চেষ্টা করুন।

রাম রাজা হইবেন প্রথমতঃ এই কথা শুনিয়া কেকয়ী রাণী আনন্দিত হইয়া হঠাৎ অন্য কিছু নাপাইয়া গলদেশে

যে মণিময় হার ছিল, দাসীকে তাহাই অর্পণ করিলেন। এবং কহিলেন মন্থরা, অদ্য কি শুভময় বাক্য শ্রবণ করাইলি, রাম রাজা হইবে?

কুব্জী এই কথা শ্রবণ মাত্রে হার খণ্ড খণ্ড করিয়া নিক্ষেপ করত কোপে কম্পিত ওষ্ঠাধর হইয়া কহিল কি আশ্চর্য্য! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু সপত্নীর সৌভাগ্যে আনন্দিতা হয় এমন নির্ব্বোধ কোথাও দেখি নাই এবং শুনিও নাই। যাহা হউক, এতদিন তোমার নিকট থাকিয়া শেষে যে এমত দুঃখের দশা হইবেক ইহা স্বপ্নেও ভাবিনাই। কেকয়ী রাণী মন্থরার এই রূপ কুহক বাক্যে বিমোহিত হইয়া কহিল, মন্থরা তুমি সত্য বলিয়াছ, কিন্তু এখন উপায় কি! মন্থরা কহিল ইহার বিলক্ষণ উপায় আছে; আপনিই বিস্মৃতা হইয়াছেন, কিন্তু আমার মনে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। মহারাজ তোমাকে দুই বর প্রদান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তুমি এই সময়ে তাহা প্রার্থনা কর, এক বরে ভরতকে রাজ্য দান, অন্য বরে রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস। তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি ও মঙ্গল হইবেক। তুমি পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ধরাতলে অধীরা হইয়া পড়িয়া থাক, রাজা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ছলক্রমে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে। কেকয়ী, দাসীর এই কথা শ্রবণে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন মন্থরে! তুমি যে আমার কিরূপ হিতৈষিণী, তাহা আমি এক মুখে ব্যক্ত করিতে

পারিনা। তুমি নাথাকিলে আমায় কত দুঃখেই কাল যাপন করিতে হইত। অতএব এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিলাম রামকে কাননে না পাঠাইয়া স্নান বা ভোজন করিব না। এই বলিয়া আভরণ সকল পরিত্যাগ করিয়া, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অতি দীন হীনার ন্যায় অভিমান গৃহে ধরাতলে অধীরা হইয়া পতিত রহিলেন।

রাজা দশরথ, রাম রাজা হইবেন এই সংবাদ জ্ঞাপনার্থ কেকয়ী ভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রাণাধিকা কেকয়ী ধরাতলে পতিতাবস্থায় রহিয়াছে। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন প্রাণেশ্বরি! এরূপ দুরবস্থার কারণ কি? কেহ কিছু বলিয়াছে, কি কোন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে, সত্য করিয়া বল; আমি এখনি তাহার প্রতিকার করিতেছি। দেখ অদ্য রামচন্দ্র রাজা হইবেন, সকলেই প্রফুল্ল রহিয়াছেন; কিন্তু তোমায় এরূপ দেখিতেছি কেন? মহারাজের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রাণী কহিলেন, মহারাজ! অগ্রে সত্য সত্য স্বীকার করুন, পরে যাহা হয় নিবেদন করিব। সরলহৃদয় দশরথ কেকয়ীর কুটিলতা বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন সতি গুণবতি! তুমি প্রাণ চাহিলেও দিতে পারি; অতএব যাহা কহিবে অন্যথা হইবে না। এই বলিয়া সত্য সত্য অঙ্গীকার করিলেন। কেকয়ী কহিলেন মহারাজের অঙ্গীকৃত দুইবর এক্ষণে প্রদান করিতে হইবে। এক বরে ভরতকে রাজ্যদান, অন্যবরে রামেরে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস দিতে হইবেক। এই বজ্রপাতসম নিদারুণ বাক্য

কেকয়ীর মুখ হইতে বিনির্গত হইবা মাত্র রাজা দশরথ বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কতক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন ওরে নিদারুণে! পাপীয়সি! আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্! এরূপ কুমতি তোকে কে দিয়াছে! আমি রামকে বনে পাঠাইয়া কি জীবন ধারণ করিতে পারিব! কেকয়ী কহিল সত্য লঙ্ঘন করিলে নরকস্থ হইতে হইবে। রাজা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজার বিলম্ব দেখিয়া ক্ষণভ্রংশ আশঙ্কায় রাজাকে আনয়নার্থ সুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিয়া দেখিল, রাজা ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন। সুমন্ত্র রাজার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে বারম্বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাজা রোদন করিতে করিতে বিরস বদনে গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! কি কহিব নিদারুণ বাক্য মুখে আনিতে হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়! দুষ্টা কেকয়ী আমাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া আমার রামকে বনবাস দিতে বাসনা করিয়য়াছে; তাহাতে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। অতএব সুমন্ত্র আমার রামকে একবার আনয়ন কর, জন্মের মত দর্শন করিয়া নয়নযুগল সফল করি। সুমন্ত্র অকস্মাৎ এই বজ্রসম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া চিত্রপটের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষণেক

পরে মৃদু মন্দ গমনে রামসন্নিধানে গিয়া কহিতে লাগিলেন মহারাজ কেকয়ীর অন্তঃপুরে আপনাকে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন, অবিলম্বে গমন করুন। রামচন্দ্র সুমন্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃদর্শনার্থ কেকয়ীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন; গিয়া দেখিলেন পিতা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতলে পতিত রহিয়াছেন। রামচন্দ্র কেকয়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন মাতঃ! পিতা কি জন্য ভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন; অন্যদিন আমাকে দেখিলে মহারজ হাস্য বদনে ক্রোড়ে করিয়া বদন চুম্বন করেন, অদ্য কি জন্য বিপরীত দেখিতেছি; আমি কি পিতার চরণে কোন দোষ করিয়াছি? তখন দুর্মুখা লজ্জাহীনা কেকয়ী অম্লান বদনে কহিতে লাগিল, মহারাজের নিকট পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুই বর যাচ্‌ঞা করিয়াছি, তাহার একবরে ভরতকে রাজ্যদান, অন্য বরে ফলমূল ভক্ষণ ও বল্কল পরিধান করত চতুর্দ্দশ বর্ষ তোমায় বন বাস করিতে হইবে। রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, এই জন্য পিতা মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পতিত রহিয়াছেন! পিতৃসত্য পালন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব ভরত রাজা হউক, আমি জটা বল্কল ধারণ করিয়া বন গমন করিতেছি। এই বলিয়া রামচন্দ্র পিতার চরণ বন্দনা করিয়া মাতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন: রাজা দশরথ যদিচ চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত ছিলেন, কিন্তু এই সকল বৃত্তান্ত স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার শ্রবণগোচর হওয়াতে নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বারিধারা বিগলিত হইতে

লাগিল কেবল হা রাম হা রাম করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা রাণী, রাম রাজা হইবেন বলিয়া নানা দেবোদ্দেশে অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া দীন দরিদ্রগণকে দানাদি করিতেছেন। এমত সময় রামচন্দ্র মাতৃসন্নিধানে যাইয়া চরণ বন্দন করিলেন; কৌশল্যা কহিলেন বৎস! তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে, আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে রাজ্য পালন কর। রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিনে মাতঃ! আর হর্ষ প্রকাশ করিবার সময় নাই, বিমাতা কেকয়ী মহারাজের দত্ত দুই বর এক্ষণে প্রার্থনা করিয়াছেন; তাহার এক বরে ভরতকে রাজ্যদান, অন্য বরে আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিতে হইবেক; সুতরাং পিতৃসত্য পালনার্থ আমার বনগমন করিতে হইল। এক্ষণে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন শত্রুসঙ্কটে জয়ী হইয়া পুনরাগমন করি। কৌশল্যা অকস্মাৎ এই নির্ঘাত বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র মাতৃবধ করিলাম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া কহিলেন। রামরে যে কথা বলিলি ইহা কি সত্য? রামচন্দ্র কহিলেন মাতঃ! বিমাতার দোষ নাই; বিধাতার লিখন খণ্ডাইবার নয়; নতুবা অদ্য কোথা রাজা হইব, না বনগমন করিতে হইল। যাহা হউক এক্ষণে দুঃখপরিহার করুন, পিতৃসত্য পালনার্থ আমায় নিতান্তই বন গমন করিতে হইবে। আমি আপনকার নিকট এই প্রার্থনা করি,

যেন পিতৃসেবার কোন রূপ ত্রুটি না হয়। কৌশল্যা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া হাহাকার শব্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র, সীতাদেবীর নিকটে গিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! বিমাতা কেকয়ীর বাক্যে পিতৃসত্য পালনার্থে আমি বনগমন করি, আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত রাত্রিদিন কেবল জননীর সেবা করিও। এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী বারিধারাকুল নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। প্রাণেশ্বর! কি কথা কহিলে! রাজা না হইয়া বনগমন করিবে? ইহাতে কি আমি জীবন ধারণ করিতে পারি? হা বিধাতঃ তোমার মনে এই ছিল! হে প্রাণনাথ! স্বামিই স্ত্রীদিগের পরম গুরু, স্বামি বিনা ত্রিভুবনে স্ত্রীলোকের কোন সুখ বা কোন ধর্ম্ম নাই। সেই স্বামি বিহনে কি আমি গৃহে বাস করিতে পারি! অতএব হে নাথ! আপনি যথায় গমন করিবেন, এ দাসীও তদনুসঙ্গিনী হইবে। বনভ্রমণে ক্লেশের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু দাসীর সেবায় অবশ্যই ক্লেশের অনেক শান্তি হইতে পারিবে। আমিও চন্দ্রানন দর্শন করিয়া দুঃখ দূর করিতে পারিব। স্বর্ণময় অট্টালিকাপেক্ষা আপনার সহ বাস আমার সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট।

সীতা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! আমি বনগমন করিতেছি, পিতা যেন কোন ক্রমে ক্লেশ না পান, সর্ব্বদা এইরূপ সেবা শুশ্রূষা করিবে এবং নিকটে থাকিবে। এই

কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষণ কহিলেন আর্য্য! কি কথা কহিলেন! সেবক পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিলে আপনি কি সুখী হইবেন? কখনই না; বরং সেবক সন্নিকটে থাকিলে অবশ্যই সেবায় সুস্থ থাকিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, বিমাতা বিলক্ষণ জানেন; আমি বাটী থাকিলে, বিমাতার অন্তঃকরণ কখনই সুস্থ থাকিবে না। রামচন্দ্র লক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! যদি ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে বন গমন করিতে চাহ, তবে উত্তম উত্তম নূতন শর ও শরাসন সঙ্গে করিয়া লও; কারণ পথে নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এইরূপে তিনজনে বন গমনের পরামর্শ স্থির করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন। দেখিলেন পিতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করত কেকয়ীকে কহিতেছেন, অরে পাপীয়সী আমার বংশে যাহা হয় নাই, তোমা হইতে তাহাই হইল! লোকে বলিবেক স্ত্রীর বশীভূত হইয়া, গুণের সাগর রামকে বনবাস দিলে; অতএব রে ভুজঙ্গিনি, দুরাচারী রাক্ষসি! তোরে বর্জ্জন করিলাম, আজি হইতে আর তোর মুখাবলোকন করিব না। এই বলিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য রাণীগণ চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত হইয়া রোদন করিতেছেন, এমত সময় রাম প্রণাম করিয়া কহিলেন পিতঃ! আমরা বন গমন করিতেছি এই নিবেদন করি যেন মাতা ক্লেশ না পান। রাজা দশরথ ক্রন্দন করিতে করিতে গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন বৎস!

তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করি, এই আমার বাসনা; তোমার অদর্শনে আমি কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। এক্ষণে এক রাত্রি বঞ্চন করিয়া কল্য প্রাতে হয় হস্তী ধনরত্ন লইয়া গমন করিবে। ইহা শুনিয়া নির্দয়া কৈকেয়ী কহিল, অদ্যই বন গমন করিতে হইবে, এবং হয় হস্তী ধনরত্নাদি লইতে পারিবে না, বরং আভরণ বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া জটা বল্কল পরিধান পূর্ব্বক গমন করা উচিত। এই কথা শ্রবণমাত্রে রাম লক্ষণ জটা পরিধান করিলেন। রাজা কহিলেন তিন দিবস রথারোহণে গমন করিতে আমি অনুমতি করিলাম। তাহা শুনিয়া সুমন্ত্র সারথি রথ আনয়ন করিলে, তিন জনে রথারোহণ করিলেন। রাজা এবং রাণীগণ ও নগর বাসী আবাল বৃদ্ধ যুবক যুবতীগণ হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ রথ দৃষ্ট হইতে লাগিল, রাজা ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, পরে অদর্শন হইলে, ছিন্ন তরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইয়া পড়িলেন, অমাত্যগণ রাজাকে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

রাম লক্ষণ ও সীতাদেবী রথারোহণে তমসা নদীর কূলে উত্তীর্ণ হইয়া স্নানাদি করিয়া সে রাত্রি তথায় যাপন করিলেন। পরে প্রভাত হইলে স্নানাদি করিয়া, তমসা নদী তদনন্তর গোমতী নদী প্রভৃতি পার হইয়া ইক্ষাকু রাজ্য হইয়া পরে কোশল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। পথের বৃত্তান্ত সকল রামচন্দ্র সীতাদেবীকে শ্রবণ করাইতেছেন, রথ বায়ুবেগে শৃঙ্গবের

দেশে উপস্থিত হইল; তখন রামচন্দ্র কহিলেন অদ্য আমার মিত্র গুহকের আশ্রমে থাকি, সুমন্ত্র তুমি রথ লইয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। কারণ অদ্য তিন দিবস আমরা রথারোহণে আসিয়াছি, আর যাওয়া উচিত হয়না, অতএব আমাদের প্রণাম পিতা মাতা ও বিমাতা কেকয়ী প্রভৃতিকে জানাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র রথ লইয়া প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্র সে রজনী মিত্রালয়ে থাকিয়া প্রভাতে কহিলেন মিত্র! এখানে আর থাকা উচিত হয়না, কারণ ভরত মাতামহ আলয়ে আছেন, এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইতে আসিবার সম্ভাবনা; অতএব নৌকা আনাইয়া আমাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দাও। মিত্র গুহক শ্রবণ মাত্রেই নৌকা আনাইয়া পার করিয়া দিলেন। তাঁহারা গঙ্গাতীর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ গিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম পাইয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। ভরদ্বাজ মুনি শ্রীরামের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণু অবতার ও লক্ষ্মীর আগমন জানিয়া, বহু সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, কহিলেন হে রঘুপতি! এই গঙ্গা যমুনার মধ্যে বনমধ্যে বাস করা উচিত, এখানে থাকিলে একত্রে বাস করিয়া সদানন্দে কাল যাপন করিতে পারিব। রামচন্দ্র কহিলেন আর্য্য! অযোধ্যা এখান হইতে নিকট, সুতরাং এখানে থাকা উপযুক্ত হয় না। ভরদ্বাজ কহিলেন যমুনাপারে বটবৃক্ষ মূলে মুনিগণ বাস করেন; তবে সেই স্থানে অতিথি করা উচিত, কিন্তু অদ্য এখানে রজনী যাপন করিতে হইবে।

রামচন্দ্র সে রজনী তথায় অতিবাহন করিয়া প্রভাতে যমুনা পার হইয়া তিন জন অগ্রপশ্চাৎ গমন করিলেন। ধনুর্ব্বাণ হস্তে ধরিয়া অগ্রে রামচন্দ্র, পশ্চাৎ লক্ষ্মণ, মধ্যে সীতাদেবী। সীতাদেবী দিবাকর কিরণে সাতিশয় কাতরা হইয়া মৃদু মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা আশ্রমে উপনীত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র সারথি রথ লইয়া অযোধ্যায় উপনীত হইয়া রাজা ও রাণীগণ সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলে, তাঁহাদের শোকসাগর একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল; ক্রন্দন ধ্বনিতে পুরী পরিপূর্ণ হইল; কেহই সান্ত্বনা করিবার নাই, রাণীগণ রাজাকে বেষ্টন করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিকল হইয়া পড়িলেন; রাজা দশরথও কান্দিতে কান্দিতে অবরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া জীবনত্যাগ করিলেন। নিশাবসানে সূর্য্যোদয় হইল, তথাপি রাজা শয্যাগতই রহিয়াছেন; কেহ ভাবেন নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছেন, কেহ ভাবেন শোকে অধৈর্য্য হইয়া জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, পরে কতক্ষণ বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় মৃত্যুই স্থির হইলে; রাণীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কেহ চরণতলে কেহ ধরাতলে হাহাকার শব্দে পতিত হইলেন। রাণী কৌশল্যা একে পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতরা, পুনর্ব্বার পতিশোকে অধীরা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরে অমাত্যবর্গ আসিয়া, মৃত রাজাকে তৈল মধ্যে রাখিয়া ভরতকে আনয়নার্থে দূত প্রেরণ করিলেন। কহিয়া দিলেন, যেন কোন রূপে

এই অমঙ্গল সংবাদ ভরতের কর্ণ গোচর না হয়। এখানে ভরত, মাতামহালয়ে থাকিয়া রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন রাম লক্ষ্মণ, সীতাদেবী সহ বনগমন করিয়াছেন, পিতার মৃত দেহ তৈলমধ্যে রহিয়াছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে রোদন করিতে লাগিলেন, প্রভাত হইলে দুঃখিত মনে স্নানাদি করিয়া মঙ্গল প্রত্যাশায় দেবাদি অর্চনা ও নানা ধনাদি দান করিলেন। পরে কেকয় রাজদরবারে বসিয়া আছেন এমত সময়ে অযোধ্যার দূত রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া রাজসম্ভাষণ পুরঃসর কহিল মহারাজ! আমি অযোধ্যার দূত, মহারাজ দশরথের অঙ্গুরী চিহ্ন লইয়া যুবরাজ ভরতকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি! ভরত কহিল দূত! অযোধ্যার সমুদায় মঙ্গল, দূত কহিল তাহার জন্যে চিন্তা নাই, আপনি অযোধ্যা যাত্রা করুন বিলম্ব করিবেন না। কারণ দীর্ঘকাল অদর্শনে তথাকার সকলে চিন্তান্বিত আছেন। তখন মাতামহের চরণে প্রনিপাত পূর্ব্বক অন্যান্য সবাকার নিকট বিদায় লইয়া ভরত এবং শত্রুঘ্ন সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। দিবাবসানে অযোধ্যা নগরীতে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অযোধ্যা নগরে পূর্ব্বের মত আনন্দ নাই কেবল নিরানন্দময়, সকলেরই বিরস বদন, কোন স্থানে ক্রন্দন ধ্বনি, কোন স্থানে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন। পরে পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক অগ্রে পিতৃ মন্দিরে গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন পিতৃগৃহ শূন্য রহিয়াছে। তখন দুঃখিত মনে মাতৃ ভবনে গমন করিলেন।

রাণী কেকয়ী, ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইল; আমি রাজমাতা হইলাম এই ভাবিয়া মনানন্দে সিংহাসনে বসিয়া ভরতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এমত সময়ে ভরত তথায় উপস্থিত হইয়া মাতার চরণবন্দন করিলেন। কেকয়ী আস্তেব্যস্তে সিংহাসন পরিত্যাগ পুরঃসর মুখচুম্বন করিয়া পিত্রালয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভরত কেকয় রাজ্যের কুশল বার্ত্তা কহিয়া কহিলেন মাতঃ! অযোধ্যার এরূপ বিপরীত দেখিতেছি কেন? অর্থাৎ কাহারই হর্ষ নাই, যে দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি কেবল বিষাদিত ময়, চতুর্দ্দিগেই ক্রন্দনের ধ্বনি, আমাকে দেখিয়া লোক কোথায় আনন্দ করিবে, তাহা না হইয়া বরং বিমর্ষ দেখিতেছি; এই সকল বিপরীত ঘটনার কারণ কি? পুত্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কেকয়ী রাণী কহিলেন বৎস! আমি তোমার ধন্য মাতা, এবং তোমার ধাত্রি মাতা কুজিরেও ধন্য, কারণ [illegible]ার উপদেশেই মহারাজের নিকট যে দুইবর ছিল, তাহাতে তোমাকে রাজত্ব দিয়া রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস পাঠাইয়া দিয়াছি। সত্যবাদী রাজা সত্যে পার হইয়া স্বর্গগামী হইয়াছেন। অতএব বৎস এক্ষণে সুখে রাজত্ব কর, আমিও রাজমাতা হইলাম, ইহাত তোমার লোক সমাজে অবশ্যই সুখ্যাতির বিষয় বটে।

ভরত এই সকল কথা শ্রবণে, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ছিন্ন কদলী বৃক্ষবৎ আছাড় খাইয়া ধরাতলে পড়িয়া অচৈতন্য হইলেন। কতক্ষণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, মাতা কেকয়ীর প্রতি

কহিতে লাগিলেন তুমি কদাচ মানুষী নহ রাক্ষসী. আমি কি দুর্ভাগা, যে তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই অবনী মণ্ডলে দুর্নামগ্রস্থ হইলাম। মাতৃবধ অথচ নারী হত্যা করিলে, পাছে রামচন্দ্র বর্জ্জন করেন, এই ভয়ে নিস্তার পাইলে, নচেৎ তোমা হেন মাতৃবধে পাপের কিছুমাত্র শঙ্কা করিনা, ফলতঃ আমি এক্ষণে রাজ্যবাস পরিত্যাগ করিলাম। যত দিন রামচন্দ্র বনে বাস করিবেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিব। তুমি মাতা নহ, আমার পরম শত্রু, আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না এবং মা বলিবার যা তাহা বলিয়াছি, এই বলিয়া ভরত তর্জ্জন গর্জ্জন করাতে, কেকয়ী ভয়ে ভীতচিত্তা হইয়া অন্য স্থানে পলায়ন করিল

এই সময়ে কুজ্জী পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে শত্রুঘ্ন তাহার চুল ধরিয়া যথোচিত প্রহার করিতে লাগিলেন, ভরত কহিলেন দেখ ভাই শত্রুঘ্ন, যেন স্ত্রীহত্যা না [illegible] স্ত্রী হত্যার পাপ হইতে পারে, অথবা আর্য্য রঘুপতি রামচন্দ্র কি বলিবেন, এই কথা শুনিয়া কুজ্জীকে পরিত্যাগ করিয়া, ভরত শত্রুঘ্ন বিষণ্ণ বদনে, অশ্রুধারা লোচনে ধীরে ধীরে মহারাণী কৌশল্যার সন্নিধানে গমন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৌশল্যা ম্লান বদনে সজল নয়নে রোদন করিতেছেন, সহসা ভরত শত্রুঘ্নকে দেখিয়া মুখ চুম্বনপূর্ব্বক কোলে লইয়া আরো উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস তোমাদের জ্যেষ্ঠ

রাম আমার কোথা রাজ্য পাইবেন, তাহা না হইয়া কেকয়ী-বাক্যে লক্ষ্মণ সীতা সমভিব্যাহারে বনবাসী হইয়াছেন। এক্ষণেও আমি জীবনধারণ করিয়াছি, এই বলিবার পর সকলে শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি আসিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বৎস ভরত! তুমি পণ্ডিত, এসময় আর শোকে অভিভূত হওয়া উচিত হয় না, যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে অবিলম্বে মহারাজের সৎকার্য্য করা উচিত। ভরত মুনিবাক্য শ্রবণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া মৃত পিতার এপর্য্যন্ত সৎকার হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইলেন। পরে রোদন করিতে করিতেই সৎকারের উদ্যোগ করিলেন, এবং তদুপযোগী দ্রব্যাদি আয়োজন করিতে অনুমতি দিলেন। তৎক্ষণাৎ সরযূনদীর তীরে শব দাহের উদ্যোগ ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে, তৈলা হইতে শব লইয়া যথা বিধি শবদাহ করিলেন। পরে গৃহে আসিয়া শোকে সাতিশয় অধৈর্য্য হইলেন ফলতঃ বশিষ্ঠাদির নিরন্তর সান্ত্বনায় কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, ত্রয়োদশ দিবসে দানাদি করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন করিলেন।

অতঃপর পাত্রমিত্রগণ ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! স্বর্গগামী মহারাজের অনুমতি আছে, আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজার পালন করুন, কারণ রাজ্য রাজাহীন রহিয়াছে। ভরত কহিলেন জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের রাজত্বের অধিকার নাই। বিশেষতঃ আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিলে

মাতৃদোষ সকল আমাতেই অর্পিত হয়, অধিকন্তু জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রই এ রাজ্যের রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র। অতএব সকলে অভিষেক দ্রব্য লইয়া তাঁহাকেই ছত্র দণ্ড সমর্পণ কর; আমি তাঁহার বিনিময়ে বনবাস করিব। ভরতের আজ্ঞায় সৈন্য সামন্ত ও রথ রথী পদাতি প্রভৃতি সজ্জিত হইলে বশিষ্ঠাদি মুনিগণ সমভিব্যাহারে ভরত শত্রুঘ্ন রথারোহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে আনয়নার্থ গমন করিলেন। প্রথমতঃ শৃঙ্গবের পুরে গুহক চণ্ডালের বনে উত্তীর্ণ হইলে, গুহকের সাহায্যে গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন। প্রভাত হইলে তাঁহারা মুনির উপদেশ ক্রমে চিত্রকূট পর্ব্বতে, যেখানে রামচন্দ্র লক্ষণ ও সীতা পর্ণকুটীরে বাস করিতেছেন, তথায় গিয়া কান্দিতে কান্দিতে রামের চরণে পতিত হইলেন। আর আর সকলে প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ভরত কহিলেন প্রভো! স্ত্রীলোকের কথায় আপনার অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া আসা উচিত হয় নাই। আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি আপনি অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সুখে রাজত্ব করুন। রামচন্দ্র কহিলেন বৎস! আমি পিতৃসত্য পালনার্থ বন বাস করিতেছি, পুনর্গমন করা উচিত নহে। এক্ষণে পিতার কুশল বার্ত্তা কহিয়া উৎকণ্ঠা দুর কর। এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! সত্যবাদী মহারাজ স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তিন দিবস অশৌচান্তে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিতে

হইবেক! রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া শোকে মূর্চ্ছিত হইলেন; কত ক্ষণ পরে বশিষ্ঠাদির বাক্যে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তিন দিবস গতে ফল্গু নদীতে যথাবিধি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সম্পন্ন করিলেন।

অতঃপর বশিষ্ঠ মুনি রামচন্দ্রকে কহিলেন বৎস! যুবরাজ ভরত তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন; কি অনুমতি হয়? রামচন্দ্র কহিলেন মুনিবর! প্রাণাধিক ভরতের রাজত্বে আমারি রাজত্ব করা বলিতে হইবে। হে ভ্রাতঃ ভরথ! তুমি এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া মন্ত্রিগণের সহিত রাজত্ব কর, সিংহাসন শূন্য আছে: চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে আমরা অযোধ্যায় গিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে রাজত্ব করিব। ভরত বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! আমি বালক, কি রূপে রাজ্য পালন করিব; আমি রাজকার্য্য নির্ব্বাহের পদ্ধতি কিছুই অবগত নহি। আর যদি এক্ষণে আপনার পুনর্গমন নিতান্তই না হয়, তবে আপনার পাদুকা-দ্বয় আমাকে অর্পণ করুন, তাহা সিংহাসনে রাখিয়া কথঞ্চিৎ রাজত্ব করিতে পারিব।

রামচন্দ্র পুলকিত চিত্তে ও সজল নয়নে কহিলেন ভ্রাতঃ ভরত! তুমি প্রাণাধিক; তবে এক্ষণে পাদুকা লইয়া গিয়া সাবধানে রাজ্য পালন কর। ভরথ পুলকিতান্তঃকরণে পাদুকা গ্রহণ করত শ্রীরামচরণ বন্দন পুরঃসর যাত্রা করিলেন। পরে নন্দিগ্রামে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সিংহাসনে পাদুকা স্থাপন পূর্ব্বক জটা বল্‌ক ধারণ করত পাত্র মিত্র সহ কৃষ্ণসার চর্ম্মে বসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অরণ্য কাণ্ড।

ভরত প্রভৃতি গমন করিলে রাম মনে মনে চিন্তা করিলেন, ভরত পুনর্ব্বার আমাদের অনুসন্ধানে এখানে আসিতে পারে; অতএব এখানে আর অবস্থিতি করা বিধেয় নহে। এই স্থির করিয়া চিত্রকূট পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্রি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন; তথায় মুনির উপদেশানুসারে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করণাশয়ে স্থান নিরূপণার্থে ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে বিরাধ নামে রাক্ষস, যে কুবেরের কিশোর নামে চর ছিল; কুবের কোন সময়ে নারীগণের সহিত কেলি করিতেছিলেন, কিশোর হঠাৎ তথায় উপস্থিত হওয়াতে কুবের তাহাকে দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস হইয়া থাকিতে শাপ এবং রামের বাণে শাপ বিমোচন হইবে বর দেন; সেই রাক্ষস [illegible] সীতাদেবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রামচন্দ্র তাঁহাকে বাণাঘাত করিলেন; রাক্ষস শাপমুক্ত হইয়া সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিল এবং রামের বন্দনা ও স্তব করিয়া পূর্ব্ব দেহ ধারণ করত স্বর্গে গমন করিল।

রাম ও লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে দেবগণ সহ দেবরাজ পুরন্দর, রাক্ষসবধের নিমিত্ত শর ও শরাসন রামচন্দ্রকে প্রদানার্থ শরভঙ্গ মুনির নিকটে রাখিয়া গমন করিলেন।

তদনন্তর রামচন্দ্র প্রভৃতি মুনির আশ্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। মুনিবর ইন্দ্রদত্ত ধনুর্ব্বাণ রামকে সমর্পণ করিয়া কহিলেন দেব! আপনি বিষ্ণু-অবতার; আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এই বাসনায় এ কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছি; অতএব ক্ষণ কাল এখানে অবস্থিতি করুন; আমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করি। এই বলিয়া তিনি অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া গোলোক ধামে গমন করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র প্রভৃতি নানা বন এবং অগস্ত্য প্রভৃতি নানা মুনির আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে অগস্ত্যের উপদেশক্রমে পঞ্চবটী বনে গোদাবরী নদীর তীরে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তথায় জটায়ু পক্ষীর সহিত মিলন ও পরিচয় হইয়া তাহাকে পিতার মিত্র জানিয়া সুখী হইলেন।

তিন জনে পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছেন, এমন স [illegible] শূর্পনখা নাম্নী রাক্ষসী ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া মোহিত ও কামার্ত্ত হইয়া, মায়াবলে অতি মনোহর রূপ ধারণ পূর্ব্বক হাস্য বদনে নানা হাব ভাব কটাক্ষ ভঙ্গি করিয়া রামের নিকট গিয়া কহিতে লাগিল মহাশয়! আপনি রাজপুত্রের ন্যায় রূপবান্, নারী সমভিব্যাহারে তপস্বীর বেশে এই রাক্ষসসমাকুল অরণ্যে বাস করিতেছেন, আপনি কে? পরিচয় প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। সরলহৃদয় রামচন্দ্র কহিলেন আমি পিতৃসত্য পালনার্থ বনে বাস করিতেছি,

আমার সমভিব্যাহারে ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষণ আসিয়াছেন। তুমি পরম সুন্দরী ; একাকিনী এই বনে ভ্রমণ করিতেছ, ইহার কারণ কি? তখন শূর্পনখা কহিতে লাগিল, আমি প্রতাপান্বিত রাবণ রাজার ভগিনী ; আমার এক ভ্রাতা মহাতেজা কুম্ভকর্ণ ও অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ ; এবং এই বনে খর দূষণ নামে আমার দুই ভ্রাতা আছেন। আমি তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী, তুমিও রাজপুত্র বট, তজ্জন্য স্বামিযোগ্য বিবেচনায় তোমাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ; অতএব উভয়ের মিলনে পরম সুখী হইব, বিশেষতঃ আমাপেক্ষা সীতা কদাচ রূপবতী বা গুণবতী অথবা সতী হইবেন না। আর যদি আমারদিগের মিলনে জানকী বা লক্ষণ প্রতিবাদি হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিব, তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না।

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া মনে মনে কুপি[illegible] বদনে কহিলেন, আমার পত্নী আছে, অতএব তোমার সপত্নীযন্ত্রণা সহ্য করা উচিত নহে ; তুমি লক্ষণের নিকট গমন কর, তিনি পরম সুন্দর ও গুণবান্ ; তাঁহার ভার্য্যা নাই, তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করিলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। এই কথা শুনিয়া শূর্পনখা লক্ষণের নিকট গিয়া নানা প্রকার ছলনা করত কহিতে লাগিল অহে যুবরাজ! তোমার রমণী নাই, তুমি কি প্রকারে সময়াতিপাত কর বুঝিতে পারি না ; অতএব তোমার ভার্য্যা হইতে অভি-

লাষ করিতেছি। এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, আমি শ্রীরামের সেবক, সুতরাং আমা হইতে তুমি কোন অংশে সুখী হইতে পারিবে না, বরং রামচন্দ্রের নিকট গমন কর তিনি ত্রিভুবনের স্বামী, তাঁহাকে বরণ করিলে সুখের সীমা থাকিবে না। তখন রাক্ষসী পুনরায় রামের নিকট গিয়া কহিল হে নরবর। আমার নিতান্ত অভিলাষ তোমার নিকটে থাকি; যদিও সপত্নী বলিয়া তোমার চিন্তা হইয়াছে, দেখ এইক্ষণই সপত্নী নিপাত করিতেছি। এই বলিয়া বদন বিস্তার করিয়া সীতাদেবীকে গ্রাস করিবার আশয়ে ধাবমান হইল। সীতা দেবী রাক্ষসীর ভয়ে ত্রস্ত ও কম্পিত হইয়া বিকল চিত্তে শ্রীরামের পার্শ্বে পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীও সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রামচন্দ্র, সীতার কাতরতা ও ব্যগ্রতা দেখিয়া রাক্ষসীর সমুচিত দণ্ড বিধানার্থ লক্ষ্মণকে ইঙ্গিত [illegible] সঙ্কেত বুঝিয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক এক শরেই তাহার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিলেন। পরে সে যাতনায় কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। শূর্পনখার কর্ণ ও নাসিকা ছিন্ন হওয়াতে মুখমণ্ডল শোণিতাক্ত হইয়া বিকটাকৃতি হইল। তখন সে নাসিকায় হস্ত প্রদান পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ খর দূষণের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া অধোবদনে কহিতে লাগিল ভ্রাতঃ আমি মনুষ্যমাংস লোভে ভ্রমণ করিতেছিলাম; দুইটি জটাধারী মনুষ্য, তাহাদের সঙ্গে এক সুন্দরী কামিনী আছে, বিনাপ-

রাখে আমার নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছে ; যে উপায় হয় কর। আমি যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।

এই কথা শ্রবণ মাত্র খর দূষণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া যুদ্ধার্থে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সজ্জীভূত হইতে অনুমতি করিল। রামচন্দ্র রাক্ষসগণের যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া, কি জানি সীতা দেবী পাছে ভয়ে ভীতা হয়েন, এই ভাবিয়া লক্ষণ ও সীতাকে পর্ব্বতগুহায় রাখিয়া স্বয়ং চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যুদ্ধ দেখিতে অন্তরীক্ষে রহিলেন। প্রথমত দূষণ ছয় সহস্র রাক্ষস লইয়া রামচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া নীরদ হইতে নীর ধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র একাকি তাহা অবলীলা ক্রমে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণ কাল মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত খর দূষণকে ভূতলশায়ী করিলেন। দেবতারা দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন

রামচন্দ্রের শরীরে বিন্দু বিন্দু শোণিত দেখিয়া সজল নয়নে শুশ্রূষা ও কেকয়ীকে স্মরণ করিয়া খেদ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শূর্পনখা, চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস ও খর দূষণের নিধনে অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে লঙ্কায় গমন করিল। দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত দশানন সুরপতির ন্যায় পাত্র মিত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে নাসাকর্ণছেদিতা ভয়ঙ্করমূর্ত্তি শূর্পনখা তথায় গিয়া রাবণকে ভৎর্সনা করত কহিতে লাগিল।

মহারাজ! আপনি লঙ্কার অধিপতি, বিশেষত ত্রিভুবন আপনার করতলস্থ; আপনার প্রতাপে চন্দ্র সূর্য্যাদি দেবগণের গৌরব নাই। আমি আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী, দুঃখের কথা কি বলিব। আমি নরমাংস ভক্ষণাশায় দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম, ইতি মধ্যে দুইটী জটাবল্কধারী সামান্য মনুষ্য বিনা দোষে আমার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিল; পরে চন্দ্দ হাজার রাক্ষসের সহিত খর দূষণকে বিনাশ করিয়াছে। পরে জানিয়াছি তাহারা সন্ন্যাসী নয়, পিতৃ সত্য পালন করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে, আর একটী পরম সুন্দরী রমণী তাহাদের সঙ্গে আছে; মহারাজ! তাহার রূপের কথা কি কহিব, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, অথবা রাজ-মহিষী মন্দোদরী তাহার দাসীযোগ্যাও হইতে পারেন না; বোধ হয় তাহার তুল্য রূপবতী ত্রিভুবনে নাই! আমি বিবেচনা করি আপনি যেমন ত্রৈলোক্যপতি; তেমনি সেই [illegible] কামিনী [illegible]রাজের মহিষী হইলে উপ-যুক্ত শোভা হয়; বিশেষত দুইটী [illegible] জটাধারিকে পরাজয় করিয়া সেই কামিনীকে আনিতে অধিক কষ্টও হইবে না, এই বলিয়া কর্ণ ও নাসিকায় হস্ত প্রদান করিয়া [illegible]দন করিতে লাগিল।

দশানন ভগিনীর দুঃখে দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু অতুলনা সুন্দরী কামিনীর কথা শ্রবণ করিয়া কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ গমনে উদ্যত হইয়া রথ সজ্জা করিতে অনুমতি করিলেন। সমীরণ সারথি তৎক্ষণাৎ পুষ্পক রথ

সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলে, লঙ্কেশ্বর আরোহণ করিয়া বায়ুবেগে নানা দেশ, নদ নদী, শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে মারীচ নিশাচরকে দেখিতে পাইলেন। মারীচ রাবণকে দেখিয়া যমসম জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। রাবণ মারীচকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার মত উপযুক্ত পাত্র আমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই; তুমি বুদ্ধিমান্ ও মহা বলবান্; তোমার ভয়ে দেবতারাও কম্পবান, অতএব তুমি থাকিতে এই দণ্ডকারণ্যে রাম নামে একটা সামান্য ক্ষুদ্র নর আসিয়া প্রমাদ উপস্থিত করিল? তোমাকে ধিক্; আমাকেও ধিক্; যেহেতু তুমি ও আমি জীবিত থাকিতে সেই রাম, ভগিনী শূর্পনখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া পরে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক সেই জটাধারি বেটা যেমন দুঃখ দিয়াছে, তাহার পরম সুন্দরী রমণীকে হরণ করিতে পারিলে আমার এ দুঃখ দূর হইতে পারে অতএব এক্ষণে তুমি হরিণ রূপ ধারণ করিয়া সেই রামকে ভুলাইবে, আমি সীতা লইয়া প্রস্থান করিব।

মারীচ কহিল মহারাজ! কে আপনাকে এ উপদেশ প্রদান করিয়াছে; রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন, সীতাও সামান্য নারী নহেন; সীতার প্রাণাধিক রামচন্দ্র, রামের প্রাণাধিকা সীতা। সেই সীতাকে হরণ করিলে কি আপনার বংশে কেহ জীবিত থাকিবে, না লঙ্কাপুরি রক্ষা হইবে? সোণার লঙ্কা একবারে ভস্মাবশিষ্ট হইবে। হে লঙ্কাপতি

অথবা অলোকগতি। আমি সদুপদেশ দিতেছি, আপনি এ দুর্ম্মতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রতিগমন করুন, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইবে। দুর্ম্মতি দশাস্য মারীচের এই কথা শ্রবণ করিয়া কোপে কম্পিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ওরে দুষ্ট নিশাচর। আমি কিরূপ, তুমি অদ্যাপি তাহা জানিতে পার নাই; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, সকলেই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তি; আমার সহিত নরের স্পর্দ্ধা? ওরে দুরাত্মন্! এক্ষণে তোমায় বিনষ্ট করিলে কে রক্ষা করে।

মারীচ শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, রাবণের কথা রক্ষা করিলে রামচন্দ্রের হস্তে মৃত্যু; রক্ষা না করিলে এক্ষণে রাবণহস্তে মৃত্যু উপস্থিত; অতএব রামের হস্তে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়। এই ভাবিয়া এক পরম সুন্দর সোণার মৃগ রূপ ধারণ করিল। দশানন দেখিয়া মহাহৃষ্ট হইয়া মৃগরূপী মারীচকে রাম ও সীতার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে কহিয়া আপনা অপ্রকাশিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে সীতা দেবী স্বর্ণমৃগ অবলোকন করিয়া বিনীত বচনে মৃদু মধুর স্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন নাথ! ঐ মৃগচর্ম্মে বসিতে বাসনা হইতেছে। রামচন্দ্র শুনিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! আমার বোধ হয়, ও মৃগ নয়; মুনিগণমুখে শুনিয়াছি রাক্ষসগণ মনুষ্যমাংস লোভে মায়ায় নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে; বোধ হয় উহা মারীচ অথবা অন্য কোন রাক্ষসের মায়া হইতে পারে। রামচন্দ্র কহিলেন ভ্রাতঃ যদি মারীচ অথবা

অন্য রাক্ষসই হয়, তাহা হইলে উহাকে বিনাশ করিলে তপোবন নিষ্কণ্টক হইবে; আর যদি মৃগ হয়, তবে উহাকে বধ করিয়া চর্ম্ম দ্বারা সীতার অন্তঃকরণে সন্তোষ জন্মাইতে পারিব, অতএব আমি যতক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়া না প্রত্যাগমন করি, তুমি সাবধানে সীতাদেবীকে রক্ষা কর। এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ লইয়া গমন করিলেন।

রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ দূর গিয়া স্বর্ণমৃগকে ধীরে ধীরে গমন করিতে দেখিয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন; মারীচও মায়াবলে পুনরায় দূরবর্ত্তী হইল। পরে ক্ষণকাল অদর্শন ও পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রামচন্দ্র বারম্বার এইরূপ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, এ মারীচ অথবা কোন দুষ্ট রাক্ষস হইবে, নতুবা মৃগ পশুর এরূপ মায়ার সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে ইহাকে বিনাশ করায় হানি নাই, এই ভাবিয়া ঐশিক নামে শর শরাসনে সন্ধান করাতে, উহা মৃগের বুকে বিদ্ধ হইল। তখন মৃগ মান[illegible] সারে রামের স্বরের অনুরূপ স্বরে "লক্ষ্মণ রে, লক্ষ্মণ রে" বলিয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিল।

লক্ষ্মণ রামের আর্ত্তনাদ শ্রবণে বিপৎপাত নিশ্চয় করিয়া সীতাকে অগত্যা একাকিনী কুটীরে রাখিয়া জ্যেষ্ঠের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। এই অবসরে দুর্ম্মতি দশানন সীতার কুটীরে আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক স্বীয় রথে আরূঢ় করত লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে জটায়ু রাবণের রথে সীতাকে ক্রন্দন করিতে

দেখিয়া রোষপরবশ হইয়া রথ শুদ্ধ রাবণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, রাবণও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর জটায়ু মৃতকল্প হইল। রাবণও ভগ্নরথ হইয়া দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে গরুড়পৌত্র, সম্পাতিপুত্র, সুপার্শ্ব নামে পক্ষিবর গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিল, সে নিয়তই মহাবল পরাক্রান্ত পিতার আহারের নিমিত্ত সহস্র সহস্র হস্তি মহিষাদি ওষ্ঠ দ্বারা আহরণ করিয়া থাকে; সে যদি জটায়ুর দুরবস্থার বার্ত্তা কিছু মাত্র জানিতে পারিত, তাহা হইলে রাবণের কোনরূপেই নিস্তার ছিল না, তথাপি রথ সহ দশাননকে ভক্ষণ করিতে মুখ ব্যাদান করিয়া ধাবমান হইল। পরে রথ মধ্যে একটী রমণী রোদন করিতেছে দেখিয়া নারী হত্যা ভয়ে পক্ষ দ্বারা রথগতি রোধ করিয়া রাখিল। তখন রাবণ ভীত হইয়া কহিল হে মহাবল পক্ষিরাজ! আমি [illegible] জানিপুত্র রাবণ; তোমার সহিত আমার কখনই কোন শত্রুতা নাই, অতএব কি নিমিত্ত আমার গতি রোধ করিতেছ? রামনামে এক জটাধারী বিনাপরাধে আমার ভগিনীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন এবং ভ্রাতা খর দূষণকে বিনাশ করিয়াছে; তজ্জন্যই আমি তাহার রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া পথাবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন কর। পক্ষিরাজ এই সকল বিনীত বচন শ্রবণ করিয়া প্রস্থান করিল; রাবণও লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সত্বরে সীতাকে অশোক বনে অবস্থিতি করাই-

লেন, এবং আপনার প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্য কতক গুলি চেষ্টা নিযুক্ত রাখিলেন; কিন্তু সীতাদেবীর হৃদয়ে রঘুপতি ভিন্ন আর কিছুই স্থান প্রাপ্ত হইল না। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে দেবরাজ ইন্দ্র সীতাকে পরমান্ন দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়া গমন করিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র নিশাচরের মায়াধ্বনিতে পাছে লক্ষ্মণ, সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আইসেন, এই ভাবিয়া সত্বরে আসিতেছেন, এমত সময়ে লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কহিলেন, বৎস! আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়া ভাল কর নাই; যেহেতু দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর স্থান; সর্ব্বদাই বিপৎপাতের সম্ভাবনা; ইহা কহিয়া দ্রুত বেগে কুটীরের সম্মুখে গিয়া সীতারে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু উত্তর না পাইয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন শূন্য গৃহ, সীতা নাই। তখন অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া আকুলচিত্তে নিকটস্থ বন গিরি [illegible] গুহাদি বারম্বার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোন স্থানেই সীতার অনুসন্ধান না পাইয়া শোকাকুল চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ তাঁহারে যত উপদেশ প্রদান করেন, ততই সীতার গুণগ্রাম তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া প্রবল বেগে শোকসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি সীতাশোকে এরূপ অভিভূত হইলেন যে, এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অচেতন পদার্থকেও চেতন জ্ঞানে করুণ বচনে সীতার গমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলে

এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে সীতার রত্না-ভরণ, কোন স্থানে ভগ্ন রথচক্র, কোন স্থানে পতাকা চূড়া ও কোন স্থানে মণি মুক্তা পতিত রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। পরে জটায়ু পক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে সীতাহরণ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে লক্ষণ শ্রীরামের অনুমত্যনুসারে জটায়ুর সৎকারাদি করিলেন। তদনন্তর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শূন্য কুটীরে গিয়া কেবল সীতার চিন্তাতেই রজনী যাপন করিলেন; প্রভাতে পুনবায় সীতার উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে এক কবন্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সে শতযোজন বিস্তীর্ণ দুই হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক রাম ও লক্ষণকে বেষ্টন করিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা খড়্গ দ্বারা তাহার দুই হস্ত ছেদন করিলেন।

তখন কবন্ধ নিজ রূপ প্রাপ্ত হইয়া কহিল, আমি কুবের [illegible] সুন্দরাকৃতি ছিলাম। একদা দেবগণকে নিন্দা করিয়া মুনিশাপে এই রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হই; এক্ষণে আপনার দর্শনে বিমুক্ত হইলাম। আমি আপনাকে সীতার কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান বলিতেছি শ্রবণ করুন;—দশানন সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বালিভয়ে সুগ্রীব ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন; আপনি তাঁহার নিকট গমন করিলেই সদুপায় প্রাপ্ত হইবেন। কবন্ধ এই কথা বলিয়া স্বর্গলোকে গমন করিল।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

রাম লক্ষ্মণ সীতার শোকে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সুগ্রীবকে অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সুগ্রীব শঙ্কিত হইয়া বানরগণকে কহিলেন, বোধ হয় বালিরাজা চর পাঠাইয়া থাকিবেন, অতএব ইহার তথ্য জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া হনুমান কহিল, মহারাজ! চিন্তিত হইবেন না; আমি ত্বরায় ইহার সবিশেষ জানিয়া আসিতেছি এই বলিয়া হনুমান অগ্রসর হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত হনুমানকে অবগত করাইলেন। হনুমান সুগ্রীব সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, রাজন্! রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে সঙ্গে লইয়া পিতৃসত্য [illegible] বনগমন করিয়াছেন, রাবণ সীতারে হরণ করিয়াছেন তজ্জন্য রাম ও লক্ষ্মণ আপনাকে সহায় করিতে আগমন করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব পাদ্য অর্ঘ লইয়া সত্বরে গিয়া তাঁহাদের পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে মিত্রতা বন্ধন করিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব কহিলেন প্রভো! বোধ হয় আমরা সীতার উদ্দেশ পাইয়াছিলাম; কারণ দেখিয়াছি রাবণের রথে এক কন্যা কাতর স্বরে রোদন করিতে করিতে যাইতেছেন; তাঁহার

আভরণাদি যাহা পতিত হইয়াছিল, তাহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছি এই বলিয়া সেই সকল আভরণ রামচন্দ্র সমীপে আনয়ন করিল। তাহা দৃষ্টি করিয়া রামচন্দ্রের শোক সাগর উথলিয়া উঠিল। তখন সুগ্রীব নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন দেব! শোক সম্বরণ করুন; অতি ত্বরায় রাবণবংশ ধ্বংস করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করিব। তবে দুঃখের বিষয় এই যে আমার সহোদর বালি আমার ভার্য্যারে গ্রহণ এবং আমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন; সেই দুঃখে আমি এই ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে বাস করিতেছি। রামচন্দ্র কহিলেন আমি অবশ্য ইহার প্রতিকার করিব; কিন্তু বালি কি কারণে তোমার ভার্য্যা ও রাজ্য হরণ করিয়াছেন, শুনিতে অভিলাষ করি। সুগ্রীব কহিলেন পিতা লোকান্তরিত হইলে, আমরা দুই সহোদরে রাজ্য পালন করিতেছিলাম; দৈবযোগে মায়াবি ও দুন্দুভি নামে দুই দানব মহিষরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে [illegible] . [illegible]দিগকে দেখিয়া পলায়নপূর্ব্বক এক সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন বালি আমাকে সুড়ঙ্গদ্বারে রাখিয়া তাহাদের বিনাশার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সংবৎসর কাল অতীত হইল, তথাপি প্রত্যাগত হইলেন না; আমি সুড়ঙ্গ দ্বারেই অবস্থিতি করিতেছি, ইতিমধ্যে এক দানব আসিয়া আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। আমি ভ্রাতার নিধন বিবেচনা করিয়া সুড়ঙ্গদ্বার অবরোধপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিলাম। আমি ফিরিয়া আসিলে পাত্র মিত্রগণ আমাকেই রাজা করিল। তদনন্তর বালি আসিয়া

আমাকে বহু তিরস্কার ও রাজ্যচ্যুত করিয়া দূরীভূত করাতে এই স্থানে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতেছি।

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া কহিলেন মিত্র! বালিরাজা এখানে আসিয়া যে তোমার উপর দৌরাত্ম্য করিতে পারিবেন না, ইহার কারণ কি? সুগ্রীব কহিলেন যখন বালিরাজা দুন্দুভি দানবকে পাথারে আছাড়ে মারিয়া পদাঘাত দ্বারা এক যোজন অন্তরে নিক্ষেপ করেন, তখন দুন্দুভির রক্ত মাতঙ্গ মুনির শরীরে স্পর্শ হওয়াতে তাঁহার তপস্যাভঙ্গ হয়। তখন তিনি এই বলিয়া শাপ দেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে অপবিত্র করিল, সে এই ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে আসিলে, তাহার অবশ্যই নিধন হইবে। বালিরাজ তাহা শুনিয়া তদবধি এই পর্ব্বতে আসিতে পারেন নাই, সুতরাং আমি নির্বিঘ্নে এখানে বাস করিতেছি।

রামচন্দ্র কহিলেন, তোমার পরম শত্রু বালিকে বধ করিয়া তোমাকে নিষ্কণ্টক করিব। সুগ্রীব কহিলেন বালি বড় পরাক্রমশালী; তিনি নিত্য প্রাতে চারি সাগরে সন্ধ্যা বন্দন পর্য্যন্ত শূন্য মার্গে ভ্রমিয়া হস্ত দ্বারা [illegible] করেন, আর রাবণের দিগ্বিজয় কালে তাঁহাকে লাঙ্গুলে জড়াইয়া সমুদ্র সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে যিনি এই সপ্ত তাল বৃক্ষ ভেদ করিতে পারেন, তিনিই সেই মহাবীরকে নিধন করিতে পারেন। রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাণ ক্ষেপণ করাতে, ঐ বাণ সপ্ত তাল ভেদ করিয়া পর্ব্বত মধ্য দিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। সুগ্রীব রামচন্দ্রের এই অদ্ভুত

শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন প্রভো! আপনি যে বালিকে বধ করিবেন, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইলাম।

রামচন্দ্র কহিলেন মিত্র! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চল বালিকে বধ করিয়া তোমাকে রাজ্য সমর্পণ করি। সুগ্রীব এই কথা শুনিবামাত্র বানরগণ সমভিব্যাহারে বালি সমীপে গিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিলেন। বালিরাজ সুগ্রীবকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র উভয়কেই একাকৃতি দেখিয়া বাণ ক্ষেপণ করিতে বিরত হইলেন, সুতরাং সুগ্রীব চপেটাঘাত খাইয়া ঋষ্যমুখে পলায়ন করিলেন; রামচন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন মিত্র! আমি তোমাদের উভয়কেই একাকৃতি দেখিয়া বাণ ক্ষেপ করিতে পারি নাই; এক্ষণে তুমি গলে পুষ্পমালা পরিয়া গমন কর, তাহা [illegible] [illegible]নি অবশ্যই বালিকে বধ করিয়া আসিব। সুগ্রীব রাজ্য লোভে পুষ্পমালা পরিধান করিয়া পুনর্ব্বার বালিদ্বারে গিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বালি ক্রোধে কম্পবান্ হইয়া বহির্গত হইতে উদ্যত হইলে রাজমহিষী তারা দেবী কহিলেন মহারাজ! সুগ্রীব নিত্য নিত্য তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, ইহার কারণ কি? বোধ করি কাহার সাহস পাইয়াছেন, অতএব প্রার্থনা করি যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, আপনারা দুই সহোদরে মিলিয়া একত্রে রাজত্ব করুন, তাহা হইলে কোন কালেই বিপদ ঘটিবে

না। বালিরাজ মহিষীর কথা না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দুই জনে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ হইলে পরিশেষে সুগ্রীব কাতর হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তখন রামচন্দ্র ঐশিক বাণ যোজনা করিয়া বালির প্রতি ক্ষেপণ করিলে তিনি অলক্ষিত শর দ্বারা ভূতলে পতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া রামচন্দ্রকে অনেক ভৎর্সনা করত কহিলেন প্রভো! আপনার কি এ উপযুক্ত কর্ম্ম হইল? আপনি সামান্য রাবণ বধের নিমিত্ত বিনা দোষে আমাকে বিনষ্ট করিলেন? তখন রামচন্দ্র লজ্জিত হইলে বালিরাজ বিনয় বচনে তাঁহাকে সীতার উদ্ধারের উপদেশ দিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে রাজ্যলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এবং কহিলেন মিত্র! এই শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল, বিশেষতঃ তুমি নূতন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছ; অতএব কিছু দিন রাজত্ব কর, বর্ষার অবসান হইলে সীতার উদ্ধারের উপায় করা যাইবে, এই বলিয়া দুই সহোদরে দুই ক্রোশ অন্তরে মাল্যবান পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক সীতাশোকে কাতর ও খিদ্যমান হইয়া দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত হইল; তথাপি সুগ্রীবকে রাজ্যসুখে অনুরক্ত ও সীতার উদ্ধরণ বিষয়ে অমনোযোগী দেখিয়া, লক্ষ্মণকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। লক্ষ্মণ তথায় গমন করিয়া সুগ্রীবকে নানা

প্রকার তিরস্কার করিলেন। তখন সুগ্রীব চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণকে নানা প্রকারে স্তব করিলেন এবং নানাদেশ হইতে বানর সৈন্য আনাইয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রামকে সম্ভাষণ করিতে গমন করিলেন; বানর সৈন্য সকল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। রামচন্দ্র মিত্রের আগমনে মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বানর সৈন্য দর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন মিত্র! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; সীতার উদ্দেশে বানরগণকে পাঠাইয়া দেও। সুগ্রীব রামচন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া সীতার উদ্দেশে বলবান্ বানরগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন।

বানরগণ আদিষ্ট হইয়া সীতার উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে গমন করিল। কিন্তু তাহারা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সীতা অথবা রাবণের কিছুই অনুসন্ধান না পাইয়া ক্রমে ক্রমে সকলে সকল দিক্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! আমরা নানা দেশ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেই সীতা কিম্বা রাবণের উদ্দেশ পাইলাম না। কেবল দক্ষিণ দিকে অঙ্গদ হনুমান ও জাম্বুমান রসাতল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও কোন স্থানে সীতা ও রাবণের উদ্দেশ না পাইয়া পরিশেষে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সিন্ধুগিরির শিখরে গরুড়পুত্র সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সম্পাতি তাহাদের মুখে সমুদায় শ্রবণ করিয়া কহিলেন তোমরা যে সীতাকে অন্বেষণ করিতেছ, রাবণ রাজা আমার পুত্র সুপার্শ্বের সম্মুখ দিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া শত যোজনবিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্যগত লঙ্কাদ্বীপে

অশোক বনে রাখিয়াছেন। যুবরাজ অঙ্গদ ইহা শুনিয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়াছেন।

অঙ্গদ সমুদ্র তীরে বানরগণকে সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক সীতার অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলে, কেহ দশ যোজন, কেহ বিশ যোজন, কেহ বা ত্রিশ যোজন, কেহ কেহ বা নব্বই পঁচানব্বই যোজন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনসমর্থ ব্যক্ত করিল; কিন্তু শত যোজন লঙ্ঘন করিতে কেহ স্বীকার করিল না। তখন অঙ্গদ স্বয়ং সমুদ্র লঙ্ঘিতে উদ্যত হইলে, জাম্বুবান কহিল তুমি রাজপুত্র, তোমার যাওয়া উচিত নহে। এ বিষয়ে হনুমানকে অনুমতি কর, যে হেতু হনুমান পবনপুত্র ও মহাবল পরাক্রান্ত, ইহা হইতেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিবে। তাহা শুনিয়া হনুমান কহিল চিন্তা কি, [illegible] লঙ্ঘন করিয়া [illegible] পূর্ব্বক সীতার [illegible] করিতে অবশ্যই সমর্থ হইব।

অনন্তর হনুমান তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক রামজয় শব্দ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিলে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; এবং বানরগণ মহানন্দে রামজয় রামজয় শব্দ করিতে লাগিল। দেবগণ হনুমানের বল বিক্রম বুঝিবার জন্য সুরসা নাম্নী সর্পিণীকে তাহার সম্মুখে পাঠাইয়া দিলেন। সুরসা মায়ারাক্ষসী হইয়া বদন বিস্তার পূর্ব্বক হনুমানকে কহিল, আমি তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছি। হনু-

মান তাহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইয়া অনেক স্তব করিলেও সে ক্ষান্ত না হওয়াতে সক্রোধে কহিল, তুমি কোন্ মুখে আমাকে ভক্ষণ করিবে? এই কথা শুনিয়া সুরসী বিংশতি যোজন বদন বিস্তার করিল। তাহা দেখিয়া হনুমান স্বীয় শরীর ত্রিশ যোজন বৃদ্ধি করিল; এই রূপে উভয়েই পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক নিজ নিজ শরীর ও বদন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। যখন সুরসী স্বীয় বদন এক শত যোজন বিস্তার করিল, তখন হনুমান অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ কলেবর ধারণপূর্ব্বক তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎভাগ দিয়া বহির্গত হইল। তখন সুরসী তাহার নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল; দেবগণও হনুমানকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হনুমান পুনর্ব্বার লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন নদীপতি তাহার বিশ্রাম জন্য মৈনাক পর্ব্বতকে পাঠাইয়া দিলেন। মৈনাক সাগর মধ্যে গিয়া হনুমানকে আপন পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে কহিল। হনুমানের প্রথমত শঙ্কা জন্মিয়াছিল; কিন্তু বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিল আমি সাগর লঙ্ঘনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং আমার বিশ্রাম করা উচিত নহে; তবে তোমার সম্মান রক্ষার্থ অঙ্গুলী দ্বারা এক বার স্পর্শ মাত্র করিতেছি। এক্ষণে তুমি অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে লঙ্কায় যাইতে অনুমতি কর। মৈনাক শুনিয়া হনুমানকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। হনুমান অঙ্গুলী দ্বারা মৈনাককে স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিল।

হনুমান মহাবীর, সদর্পে যাইতেছে, ইত্যবসরে সিংহিকা নামে রাক্ষসী আনন্দিত মনে কহিতে লাগিল, অদ্য কি শুভ দিন! এই আকাশমার্গে যে মহাপ্রাণী যাইতেছে, ইহাকে ভক্ষণ করিয়া অবশ্যই পরিতৃপ্ত হইব। ইহা ভাবিয়া ছায়া স্পর্শ করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই আকর্ষণে হনুমান আপন শক্তির ন্যূনতা দেখিয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং দেখিল, এক রাক্ষসী মুখ ব্যাদান করিয়া তাহারে আকর্ষণ করিতেছে। পরে যখন সিংহিকার মুখ দিয়া উদরে প্রবিষ্ট হইল, তখন নখ দ্বারা তাহার উদর খণ্ড খণ্ড করিয়া বহির্গত হইল; সিংহিকাও প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাতে পথ নিষ্কণ্টক হওয়াতে দেবগণ মারুতিকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর হনুমান নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সুবেল নামে পর্ব্বতোপরি পতিত হইলে, লঙ্কা ভূমি একেবারে কম্পিত হইল এবং সীতা ও রাবণের বাম অঙ্গ স্পন্দন হইতে লাগিল।

হনুমান লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে বিকটাকৃতি চামুণ্ডারে দেখিয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া করপুটে স্তব করিতে লাগিল। চামুণ্ডা হনুমানের পরিচয় পাইয়া কহিলেন আমি ব্রহ্মার আদেশে লঙ্কা রক্ষা করিতেছি। তুমি লঙ্কায় আগমন করিলে, তোমাকে লঙ্কা সমর্পণ করিয়া গমন করিব এইরূপ অনুমতি আছে। চামুণ্ডা এই বলিয়া লঙ্কা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হনুমান রজনীযোগে নানা স্থানে সীতার উদ্দেশ করিতে লাগিলেন; এবং পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত শত রমণী দেখিলেন, কিন্তু কাহারেও তাহার সীতা জ্ঞান হইল না; পরে পরম সুন্দরী মন্দোদরীরে দেখিয়া প্রথমত সীতা বলিয়া সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু সীতাদেবী রাম ভিন্ন প্রাণান্তেও অন্য পুরুষের সহবাসে থাকিবেন না, এই বিবেচনা করিয়া সত্বরে তথা হইতে বাহির্গত হইয়া রোদন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান অশোক বনের শোভা দেখিয়া বিবেচনা করিল সীতাদেবী এই বনে থাকিতে পারেন; পরে ভ্রমণ করিতে করিতে গিয়া দেখিল কতকগুলি চেটী সীতাদেবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। চেটীগণ তাঁহারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে দেখিয়া হনুমান অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিষণ্ণ বদনে দুঃখিত মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

এদিকে রাবণ নিশীথ সময়ে নারীগণ সমভিব্যাহারে সীতার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকারে রাবণের প্রতি অনুরক্ত হইলেন না। তখন রাবণ খড়্গ লইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতেও সীতার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইল না। তখন রাবণ নিতান্ত কামাতুর হইয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, মন্দোদরী তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল মহারাজ! নলকুবরের শাপ কি এক কালে বিস্মৃত হইয়াছেন? বলপূর্ব্বক

আলিঙ্গন করিলে এখনি আপনার মৃত্যু হইবে। দশাননের পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইলে তিনি চেটীগণের প্রতি সীতাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে অনুমতি করিয়া প্রস্থান করিলেন। চেটী-গণ সীতাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইল; এবং কেহ ভৎর্সনা, কেহ বা প্রহার করিতে লাগিল। হনুমান বৃক্ষে থাকিয়া এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সজল নয়নে রোদন করিতে করিতে মনে করিল চেটীগণকে যমালয় প্রেরণ করিয়া আপন কর্ম্ম সফল করি, কিন্তু নারী বধ জনিত পাতকের ভয়ে তাহাদিগকে বধ করিল না। সীতাদেবী বিষম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে প্রাণনাথ রাম! এই সময়ে আসিয়া দাসীর দুর্গতি দর্শন কর; আমি আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না!

অনন্তর চেটীগণ গৃহে গমন করিল। তখন হনুমান মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি কি রূপে সীতাদেবীর সন্নিধানে আপনার পরিচয় দি, সহসা রামের দূত কহিলে বিশ্বাস করিবেন না। এই ভাবিয়া পরে আপনাপনি রাম-নাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সীতা সহসা রামনাম শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন তুমি কে, যদি রাবণের চর হও, তবে সবংশে বিনষ্ট হইবে, আর যদি যথার্থ রামদূত হও, তবে অজর ও অমর হইবে। তখন হনুমান কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল দেবি! আমি রামদূত, আমার নাম হনু-মান; এখন রাম লক্ষ্মণ আপনার উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে

সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন এবং রামচন্দ্র সুগ্রীবকে রাজত্ব প্রদান করিয়াছেন, সুগ্রীবও আপনার উদ্ধারের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই বলিয়া রামদত্ত অঙ্গুরীয় সীতার সন্নিধানে অর্পণ করিল। সীতা রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয় দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বাছারে! আমি বিভীষণদুহিতা সানন্দার মুখে শুনিয়াছি, বিভীষণ ও অরবিন্দ প্রভৃতি অনেকেই রাবণকে বিস্তর বুঝাইয়াছিল, তাহাতে সেই পাপাত্মা কোন ক্রমে আমারে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই, অতএব তুমি প্রভু রামচন্দ্র ও সুগ্রীব প্রভৃতিকে আমার দুঃখের পরিচয় দিয়া কহিবে তাহারা যেন আমাকে ত্বরায় উদ্ধার করিয়া লইয়া যান; তখন হনুমান রামনাম করিতে করিতে কটাক্ষের মধ্যে শরীরের দৈর্ঘ্য অশীতি যোজন, বিস্তার দশ যোজন করিল এবং লাঙ্গুল পঞ্চাশ যোজন বৃদ্ধি করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সীতাদেবী দেখিয়া ভয়ে ভীত ও চমৎকৃত হইয়া কহিলেন বৎস হনুমান! তুমি শরীর সঙ্কোচ কর; মনে শঙ্কা হইতেছে। হনুমান শরীর সঙ্কুচিত করিয়া কহিল শ্রীরামের প্রত্যয় জন্য কোন নিদর্শন ও আমাকে কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া বিদায় করুন, আমি ত্বরায় গিয়া তাঁহাদিগকে সমুদয় নিবেদন করিয়া আপনার উদ্ধারের উপায় করি। সীতা দেবী রামের প্রত্যয় জন্য মস্তক হইতে মণি ও হনুমানের ভক্ষণ জন্য যে অমৃত ফল ছিল তাহাই দিলেন। হনুমান অমৃত ফল ভক্ষণ করিয়া সীতা দেবীর নিকটে কহিলেন মাতঃ এরূপ ফল কোথায় আছে

এমন ফল জন্মেও কখন ভক্ষণ করি নাই। সীতা দেবী অঙ্গুলী দ্বারা অমৃতকানন দেখাইয়া দিলেন। হনূমান তৎক্ষণাৎ সেই [illegible] গমন করিল।

হনূমান অমৃত কাননে গমন করিয়া দেখিল, রাক্ষসগণ রক্ষার্থ উহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; রজ্জুপাশ দ্বারা বৃক্ষ সকল বদ্ধ রহিয়াছে। তখন মারুতি ক্ষুদ্রাকার হইয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল, পক্ষিগণ উড়িয়া পলাইতে লাগিল। তখন রক্ষক রাক্ষসেরা কহিল, একটা বানর আসাতে পক্ষি সকল পলাইতেছে, আইস এক্ষণে আমরা সুখে নিদ্রা যাই এই কথা কহিয়া রাক্ষসেরা সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইল। হনূমান সেই সময়ে ইচ্ছামত অমৃত ফল ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষ সকল উৎপাটন ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। রাক্ষসগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া হনুমানের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, হনুমানও বৃক্ষ লইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধান্বিত হইয়া মূঢ় নামে এক চর পাঠাইয়া দিলেন। চর গিয়া শরাঘাত করিতে লাগিল; হনূমানও উদ্যানগৃহের থাম উৎপাট[illegible] আঘাত করাতে সে যমঘর দর্শন করিল। দশানন তাহা শুনিয়া প্রহস্তের পুত্র জাম্বুমালীর প্রতি হনূমানকে বন্ধন করিয়া আনিতে অনুমতি করিলেন। হনূমান তাহাকেও সংহার করিয়া প্রাচীরের উপর বসিয়া রহিল।

তদনন্তর রাবণ সত্য, বিড়ালাক্ষ, শার্দ্দুল প্রভৃতি সপ্ত সেনা-

পতিকে প্রেরণ করিলেন, হনুমান তাহাদিগকেও বিনাশ করিল। রাবণ দূতমুখে এই কথা শুনিয়া স্বীয় পুত্র অক্ষয় কুমারকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন, অক্ষয়কু... পিতার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক হনুমানের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হনুমান বৃক্ষ দ্বারা তাঁহার শরসমূহের গতিরোধ করিতে লাগিল, এবং লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সারথীর সহিত তাঁহার রথ একবারে চূর্ণ করিল। পরে অক্ষয়কুমারকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া তাঁহার দুই পদদ্বয় ধারণ করিয়া আঘাত করিবা মাত্র তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল।

দশানন অক্ষয় কুমারের মৃত্যু সংবাদে কাতর হইয়া ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন, ইন্দ্রজিৎ রথারোহণ পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইলে প্রথমতঃ উভয়ের বাণযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষ করিতে লাগিলেন; হনুমান তাহার অস্ত্র নিষ্ফল করিল ইন্দ্রজিৎ পাশাস্ত্র সন্ধান করিয়া তাহাকে বন্ধন করিে সে বিবেচনা করিল আমি এই পাশ হইতে অনায়াসে মু হই..., কিন্তু তাহা করা হইবে না, কারণ রাবণের সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করা উচিত, এই ভাবিয়া হনূমান পাশে বদ্ধ হইয়া সত্তর যোজন শরীর বিস্তার করিল। তখন লক্ষ লক্ষ রাক্ষস চতুর্দ্দিকে হনুমানকে বেষ্টন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল; তাহাতেও হনুমানে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইল না। পরে দুই লক্ষ রা

হনুমানকে স্কন্ধে করিয়া রাজদ্বারে উপনীত হইল এবং দ্বার দিয়া তাহারে প্রবেশ করাইতে না পারিয়া রাবণের আদেশে দ্বার ভাঙ্গিয়া রাজসভায় লইয়া গেল।

অনন্তর রাবণ হনুমানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে বানর। তুমি কাহার দূত; কি জন্য লঙ্কা মধ্যে আসিয়াছ? হনুমান কহিল আমি শ্রীরামচন্দ্রের চর। তুমি তাঁহার অগোচরে সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, সেই নিমিত্ত তিনি আমারে প্রেরণ করিয়াছেন। রামচন্দ্র তোমার বংশ ধ্বংস করিয়া সীতারে উদ্ধার করিবেন। তাঁহার পরাক্রমের পরিসীমা নাই; তিনি বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে বালির রাজত্ব দিয়াছেন। আমি সেই সুগ্রীবেরই আদেশে সীতার উদ্দেশে আসিয়াছি, আর রামচন্দ্র তোমাকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই হেতু অদ্য তুমি আমার হস্তে নিস্তার পাইলে।

দশানন এই কথা শুনিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া হনুমানকে বিনাশ করিতে অনুমতি করিলেন। তখন বিভীষণ কহিলেন মহারাজ। দূতকে বিনাশ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, [illegible] ইহার অন্য কোন রূপ দণ্ড বিধান করা যাইতে পারে। তদনন্তর রাবণ তাহার লাঙ্গুল দগ্ধ করিতে অনুমতি করিলেন। চরগণ রাজার আদেশ পাইবামাত্র তাহার লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান করিয়া নগর ভ্রমণ করাইতে লাগিল। তখন হনুমান লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গৃহের উপর ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

পরে সেই অগ্নি ক্রমে প্রবৃদ্ধ হইয়া সমুদয় লঙ্কা দগ্ধ ও অনেক প্রাণী বিনাশ করিল; কেবল বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণের গৃহে অগ্নি লাগিল না। লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ 'হা হতোস্মি' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

হনুমান এই রূপে সমুদয় দগ্ধ করিয়া লাঙ্গুলের অগ্নি নির্ব্বাণার্থ সীতা দেবীর নিকটে যাইয়া কহিল দেবি! লাঙ্গুলের অগ্নি নির্ব্বাণের উপায় কি? সীতা কহিলেন বৎস! মুখামৃত প্রদান করিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারিবে। তখন হনুমান মুখের মধ্যে লাঙ্গুল প্রবিষ্ট করাতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল বটে, কিন্তু অগ্নির তেজে মুখ দগ্ধ হইয়া গেল। পরে হনুমান সাগর-জলে আপনার বিকৃত মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার সীতা সন্নিধানে আসিয়া কহিল, মাতঃ আমি কখন সাগর পার হইব না, আমার এই বিকৃত মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বজাতীয়েরা অবশ্যই হাস্য করিবে। সীতা কহিলেন বৎস! তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, আমি কহিতেছি তোমার মুখের ন্যায় তোমার স্বজাতীয়দিগের মুখও বিকৃত হইবে, সুতরাং তোমাকে দেখিয়া কেহ পরিহাস করিতে পারিবে না। তখন হনুমান প্রস[illegible] [illegible] তাচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক লম্ফ দিয়া শূন্য মার্গ দ্বারা সাগর পার হইতে লাগিল। এ দিকে জাম্বু-মান হনুমানকে আগমন করিতে দেখিয়া অন্যান্য বানরগণকে কহিতে লাগিল, বোধ হয় হনুমান সকল কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এই অবসরে হনুমান পর্ব্বতশিখর স্থিত অঙ্গদ সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

জাম্বুমান কহিল, হনুমান কুশল ত? হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ ও পুনর্গমন পর্য্যন্ত সকল বৃত্তান্ত বলিল; যুবরাজ অঙ্গদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া দম্ভ করিয়া কহিল, আমরা রাবণবংশ ধ্বংস ও সীতার উদ্ধার করিয়া আসিয়া শ্রীরামকে দর্শন করিব। জাম্বুমান কহিল তাহা হইতে পারে না, যে হেতুক রামচন্দ্র স্বয়ং রাবণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করা উচিত হয় না। অতঃপর বানরগণ সকলে মিলিত হইয়া মধুপানান্তে রাম সন্নিধানে উপনীত হইয়া বন্দনা করিল। হনুমান সীতা প্রদত্ত মণি প্রদান করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলে রামচন্দ্র হনুমানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র হনুমানের কার্য্যে পুলকিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন হনুমান! তুমি ধন্য, এই বলিয়া রামচন্দ্র মহাবীর সুগ্রীবাদি সমভিব্যাহারে অসংখ্য বানরগণ লইয়া সাগরের তীরে উপনীত হইলেন। এই সংবাদ লঙ্কা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রাবণের মাতা নিকশা বিপৎপাত আশঙ্কা করিয়া রাবণকে বুঝাইবার নিমিত্ত বিভীষণকে রাবণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; বিভীষণ সমীপে যাইয়া করযোড়ে প্রণাম করিয়া কহিলেন মহারাজ! রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম, সীতাদেবী লক্ষ্মী; তুমি সেই রামচন্দ্রের সীতাকে হরণ করিয়া নিয়াছ ভাল কর নাই; এক্ষণে তাঁহাকে দিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে মঙ্গল হইতে পারে, নচেৎ অমঙ্গল হইবে

সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া বিভীষণকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বিভীষণ বারম্বার হিতোপদেশ প্রদান করাতে রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। বিভীষণ অচৈতন্য হইয়া পতিত হইলে প্রহস্ত নামে এক রাক্ষস দশাননকে সান্ত্বনা করিয়া সিংহাসনে বসাইল।

অতঃপর রাবণ বিভীষণকে তিরস্কার করত কহিলেন রে বিভীষণ! তুই যখন বারম্বার আমার শত্রুকে শঙ্কা করিয়া তাহারি শরণ লইতে কহিতেছিস, তখন তুই আমার পরম শত্রু, অতএব তুই লঙ্কা হইতে দূর হইয়া যা, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। বিভীষণ কহিলেন আমি এক্ষণে লঙ্কা পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন আপনার দোষে লঙ্কা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, কোনমতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই কথা কহিয়া বিভীষণ অগ্রজ কুবেরের সহিত পরামর্শ করিতে চারি জন মন্ত্রির সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কুবেরের চরণে প্রণাম করত কহিলেন হে যক্ষেশ্বর! লঙ্কাপতি রাজা দশানন রামের সীতা হরণ করিয়া আনিয়াছেন, আমি হিতবাক্যে তাঁহারে বিস্তর বুঝাইয়া কহিয়াছিলাম, তুমি রামের সীতা রামকেই সমর্পণ কর; তাহাতে তিনি আমাকে অপমান করিয়া আবাস হইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমি রামের শরণাপন্ন হইতে বাসনা করিয়াছি। কুবের এবং শিব কহিলেন তোমার এরূপ সংকল্পে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে তুমি রামসন্নি

ধানে গমন কর, রামচন্দ্র তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া তোমাকে লঙ্কার অধিপতি করিবেন, সন্দেহ নাই; তিনি অতিশয় দয়ালু, অবশ্যই তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন।

অনন্তর বিভীষণ পরমানন্দে চারি মন্ত্রির সহিত শূন্য মার্গে গমন করিয়া রামচন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহারে দেখিবামাত্র বানরগণ অতিশয় শঙ্কিত হইল, কিন্তু হনুমান তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিল ওহে বানরগণ! তোমাদের কাহারো ভয় নাই; ইনি পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ; রাবণ আমার প্রাণ দণ্ডের অনুমতি দিয়াছিল, এই মহাত্মা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। এই বলিয়া বিভীষণকে সমাদর পূর্ব্বক রামচন্দ্র সন্নিধানে লইয়া গেল। তখন বিভীষণ রামচন্দ্রচরণে নিপতিত হইয়া সমুদয় দুঃখ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন প্রভো! এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমার অন্য উপায় নাই। রামচন্দ্র কহিলেন হে রাক্ষস! আমার বোধ হইতেছে রাবণ কোন মন্ত্রণা করিয়া তোমাকে পাঠাইয়া থাকিবে। বিভীষণ কহিলেন দেব! যদি আমার প্রতি আপনার সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে শপথ করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদ্যপি আমার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকে তাহা হইলে আমি যেন কলির ব্রাহ্মণ, কলির রাজা ও সহস্র পুত্রের পিতা হই। এই শুনিবামাত্র লক্ষ্মণ হাস্য করিলেন। তখন রাম কহিলেন এই কথা শ্রবণ করিয়া বৎস হাস্য করিও না; দেখ বিভীষণ অত্যন্ত দুষ্কর শপথ করিয়াছেন; কলির ব্রাহ্মণ, কলির রাজা ও সহস্র পুত্রের পিতা

হওয়া অতিশয় পাপের কর্ম্ম। এক্ষণে আমি ইহাঁরে লঙ্কা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিব এই বলিয়া বিভীষণকে যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র বানরগণের সহিত সাগর পার হইবার জন্য উদ্যোগী হইয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন মিত্র! উপায় কি? বিভীষণ কহিলেন প্রভো! আপনার পূর্ব্ব পুরুষ ষষ্টি সহস্র সগরসন্তান এই সাগর খনন করিয়াছেন, সুতরাং সাগর আপনার আজ্ঞাকারী, অতএব তাঁহাকে আহ্বান করুন তিনি অবশ্য ইহার উপায় করিবেন। পরে সাগরকে আহ্বান করিলে সাগর আসিয়া অনেক স্তব স্তুতি করিয়া কহিল প্রভো! আপনার সৈন্যগণ মধ্যে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র মহাবীর নল আছেন; তাঁহার করস্পর্শে পাহাড় পাথর জলে ভাসিতে থাকে, অতএব তাঁহার প্রতি অনুমতি করিলে তিনি একটা সেতু বান্ধিয়া দিবেন, তাহা হইলে আপনার বানরসৈন্য অনায়াসে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে। তখন রাম-চন্দ্র নলকে আহ্বান করিয়া সেতু বন্ধন করিতে অনুমতি করিলেন।

অনন্তর নল সেতু বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। হনুমান প্রভৃতি বানরগণ পাহাড় পাথর আহরণ করিয়া তাহার সাহায্য করাতে নল দশ যোজন পরিসর করিয়া সেতু বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হনুমান প্রভৃতি বানরগণ প্রস্তর আনিয়া দিতে লাগিল, নল বাম হস্তে ধারণ করিয়া অনায়াসে সেতু বন্ধন করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান মহাক্রোধান্বিত হইয়া

কতকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ মস্তকে ও হস্তে করিয়া আনিতেছেন, নল তাহা দেখিয়া রামচন্দ্রকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। রাম উভয়কেই সান্ত্বনা করিলেন। এই অবসরে কাষ্ঠবিড়ালিগণ এক একবার বালিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া গাত্রস্থিত বালুকা দ্বারা সেতু বন্ধনের সাহায্য করিতে লাগিল। হনুমান তাহাদিগকে চারিদিগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহারা রামের নিকট গিয়া রোদন করিতে লাগিল; রামচন্দ্র তাহাদের গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া সান্ত্বনা করিয়া হনুমানকে কহিলেন ইহাদের যেরূপ শক্তি তদনুসারে আমার উপকার করিয়াছে; তুমি ইহাদিগকে ঘৃণা করিও না।

তদনন্তর সেতু প্রস্তুত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই সেতুর উপরিভাগে এক প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; শিব তথায় আবির্ভূত হইয়া রামকে কহিলেন হে জানকীনাথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রকাশ কর। রামচন্দ্র কহিলেন হে দেবাদিদেব! রাবণ আমার সেবক হইয়া আমার জানকীকে হরণ করিয়াছে, এই অপরাধের নিমিত্ত আমি তাহাকে [illegible] করিব। শিব কহিলেন, যখন সেই পাপিষ্ঠ এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তখন সে তোমার হস্তে সবংশে বিনষ্ট হইবে। এই বলিয়া মহাদেব তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

রাম লক্ষ্মণ কপিগণ সমভিব্যাহারে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন; রাক্ষসগণ সত্বরে রাজসন্নি-

ধানে এই সংবাদ প্রদান করিলে রাবণ দর্প ভরে ভস্ম-লোচনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভস্মলোচন! তুমি এখনি গিয়া সকলকে ভস্ম করিয়া আইস। ভস্মলোচন যে আজ্ঞা বলিয়া চক্ষে ঠুলি দিয়া রথ চর্ম্মে আবৃত করত যে স্থানে রাম সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন তথায় উপস্থিত হইল। বিভী-ষণ তাহাকে দেখিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন রাবণ সকলকে ভস্ম করিবার নিমিত্ত ভস্মলোচনকে পাঠাইয়া দিয়াছেন; ভস্ম-লোচন চক্ষের ঠুলি খুলিয়া যে দিগে দৃষ্টিপাত করিবে, সমুদায় ভস্মসাৎ হইবে; অতএব আপনি দর্পণ বাণ নিক্ষেপ করুন তাহা হইলে ও এখনি ভস্মীভূত হইবে। তখন রামচন্দ্র নিতান্ত প্রীত হইয়া বিভীষণের বাক্যে দর্পণ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। ভস্মলোচন যেমন চক্ষুর আবরণ উন্মো-চন করিল, সম্মুখে দর্পণ দেখিয়া অমনি ভস্মসাৎ হইয়া গেল; তখন অন্যান্য রাক্ষসগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। রাম সৈন্যগণ আহ্লাদে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, রাবণ শুক ও শারণ নামে দুই চর পাঠইয়া দিলেন। শুক শারণ বানর রূপে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সংখ্যা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই গণনা করিতে পারিল না। বিভীষণ জানিতে পারিয়া কহিলেন সুগ্রীব! তুমি এই মায়াবী রাক্ষসদ্বয়কে বন্ধন কর। সুগ্রীব তাহাদিগকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে উভয়ের বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হইল; পরিশেষে সুগ্রীব রাক্ষসদ্বয়কে বন্ধন পূর্ব্বক রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; রাক্ষসদ্বয় কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক রামসন্নিধানে নিবেদন করিল দেব। আমরা রাবণের চর; তিনি আমাদিগকে আপনার সৈন্য সংখ্যা করিতে পাঠাইয়াছেন। করুণাসাগর রামচন্দ্র চরহত্যা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর শুক শারণ রাবণের নিকট গিয়া কাহল রাজ! আমরা সৈন্য সংখ্যা করিতে গিয়াছিলাম, বিভীষণ তাহা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু গুণের সাগর রামচন্দ্র কৃপা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন; মহারাজ। বরং বৃষ্টির ধারা ও কাশের তারা সংখ্যা করা যায়, কিন্তু রামের সৈন্য সংখ্যা

করা নিতান্ত দুষ্কর; যদি আপনার দেখিবার বাসনা থাকে, তবে এই উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করুন দেখিতে পাইবেন। তখন দশানন উচ্চ প্রাচীরে উঠিয়া ইতস্তত [illegible] করিতে লাগিলেন, এবং অসংখ্য বানরগণকে দেখিয়া শুক শারণকে তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শারণ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিল মহারাজ! ঐ দেখুন রাজা সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ, এবং নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, ভঙ্গ, কেশরী, শরভ, কুমুদ, মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, হনুমান, সুসেন, ভল্লূক ও জাম্বুবান; ইহাদের এক এক জনের সৈন্য সংখ্যা এক এক অক্ষৌহিণী; গাছ পাথর দ্বারা সেতু প্রস্তুত করি[illegible] লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে, অতএব মহারাজ! বিবেচনা করি রামের সীতা রামকে দিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি স্থাপন করিলে ভাল হইতে পারে, নচেৎ নিস্তার নাই।

দশানন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন ওরে দুরাত্মন্! নর বানরে ভয় কি? তাহারা আমাদের ভক্ষ্য। পরে শার্দ্দল নামে রাক্ষসকে পাঠাইলেন। শার্দ্দূল তথায় যাইবামাত্র বিভীষণ জানিতে পারিয়া বানরগণকে কহিলেন তোমরা [illegible] রাক্ষসকে ধারণ কর। বানরগণ তৎক্ষণাৎ শার্দ্দূলকে ধৃত করিয়া শ্রীরাম সন্নিধানে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র তাহাকে রাবণের দূত বোধ করিয়া ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করিলেন। শার্দ্দূলও মুক্ত হইয়া রাবণের নিকট গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত কহিল। তখন রাবণের মিত্রগণ রাবণকে সী[illegible] পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

দশানন কোন নিষেধবাক্য না শুনিয়া বিদ্যুৎজিহ্ব নামক এক রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি রামের মুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি উহা সীতাকে প্রদর্শন করাই, তাহা হইলে সীতা রামের নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া আমাকে অবশ্যই ভজনা করিবে। বিদ্যুৎজিহ্ব এই কথা শুনিয়া মায়াবলে রামের মুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিল। দশানন তাহা লইয়া অশোক বনে গিয়া সীতাকে দেখাইয়া কহিলেন জনকনন্দিনি! আর কি ভাবিতেছ; বানরগণ শ্রমযুক্ত হইয়া নিশীথ সময়ে নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, আমি যাইয়া রামের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া আনিয়াছি, লক্ষ্মণ এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছে, এবং বহুসংখ্যক বানরকে বিনাশ করিয়াছি। সীতাদেবী রামচন্দ্রের ছিন্নমুণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই শোকে বিহ্বল হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বানরগণ "রামের জয়! রামের জয়!" এই শব্দ করিয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ তাহা জানিয়া সত্বরে মায়ামুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিভীষণের স্ত্রী সরমা, সীতাদেবী ক্রন্দন করিতেছেন শুনিয়া অশোক বনে উপস্থিত হইল। সীতা তাহাকে নিরী-ক্ষণ করিয়া কহিলেন সরমা! রাবণ লঙ্কা মধ্যে কি মন্ত্রণা করিতেছে, আমার তাহা জানিতে অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। সরমা তৎক্ষণাৎ পক্ষী রূপ ধারণ করিয়া রাবণের সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাবণ সিংহাসনে বসিয়া মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিতেছেন; কোন মন্ত্রী কহিতেছেন মহারাজ! রামকে

সীতা প্রত্যর্পণ করিলে অপমান হইবে; আপনি যুদ্ধ করিলে রাম কোন মতে রক্ষা পাইবে না। তাঁহারা পরস্পর এই-রূপে মন্ত্রণা করিতেছেন, এমন সময়ে রাবণের মাতা নিকসা সভাভবনে প্রবেশ করিয়া রাবণকে কহিলেন বৎস! তুমি রাক্ষসের কুলপতি ও ত্রৈলোক্যবিজয়ী; সামান্য সীতার প্রতি তোমার অভিলাষ নিতান্ত অনুচিত; বিশেষত যখন রামচন্দ্র খর দূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ ও অন্যান্য দুরূহ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছেন, তখন তাঁহারে কোন ক্রমেই সামান্য মনুষ্য বোধ হয় না; অতএব এক্ষণে তাঁহার সীতা তাঁহাকে প্রদান কর তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে, নতুবা আর নিস্তার নাই। দশানন এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কম্পান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি আমার জননী, অন্য কেহ হইলে অদ্য আমার হস্তে তাহার নিস্তার থাকিত না। তখন নিকসা রাবণকে নিতান্ত ক্রোধবশ দেখিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাবণের মাতামহ মাল্যবান আসিয়া রাবণকে বুঝাইতে লাগিলেন, বৎস! তুমি লঙ্কার অধিপতি, জ্ঞা[illegible] ও বুদ্ধিমান্; এক্ষণে আমি যাহা কহি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দেখ এই অবনীতে কত কত রাজা চন্দ্র ও সূর্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রামচন্দ্রের তুল্য রাজা কেহ কখন দেখেন নাই, দেখ তিনি মনুষ্য হইয়া লঙ্কার সলিলে প্রস্তর ভাষাইয়াছেন; এই বানর-সহ সাগর পার হইয়া অশঙ্কিত মনে লঙ্কা মধ্যে প্রবে-

করিয়াছেন ; ইনি সামান্য মনুষ্য নহেন ; ইহাঁরে মনঃ-পীড়া দেওয়া উচিত নয়, অতএব এক্ষণে তাঁর সীতা তাঁহারে [illegible] কর। রাবণ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিসম হইয়া লঙ্কা রক্ষার্থে চারিদিগে মহা মহা যোদ্ধা রাক্ষসগণকে নিয়োজিত করিলেন। দক্ষিণ দ্বারে এক লক্ষ রাক্ষস সহ মহোদর, পশ্চিম দ্বারে অর্ব্বুদকোটি রাক্ষস সহ ইন্দ্রজিৎ, পূর্ব্ব দ্বারে তিন কোটি রাক্ষস সহ প্রহস্তকে নিযুক্ত করিয়া, এবং তাহার তিন গুণ রাক্ষস সহ ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি লইয়া স্বয়ং উত্তর দ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সরমা এই সকল বৃত্তান্ত সীতা দেবীকে শ্রবণ করাইয়া কহিল দেবি! বুঝিলাম বিনা যুদ্ধে আপনার উদ্ধার হইবে না। আর যখন রামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার কষ্টশেষ হইয়াছে ; অল্প দিনেই ত্রিলোক-পতি স্বীয় পতি রামচন্দ্রের মুখশশী নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন। সীতা দেবী সরমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রামচন্দ্রও লঙ্কা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে বানরদিগকে নিয়োজন করিলেন। পূর্ব্ব দ্বারে ন[illegible] সহ কুমোদ, দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ সহ মহেন্দ্র ও দেবেন্দ্র, পশ্চিম দ্বারে হনুমান সহ সুসেন এবং বানররাজ সুগ্রীব উত্তর দ্বারে সৈন্য সহ নিযুক্ত রহিলেন।

পরে রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন মিত্র! যুদ্ধের আর বিলম্ব কি? ত্বরায় উদ্যোগ কর। বিভীষণ কহিলেন

প্রভো! রাবণ সন্নিধানে এক জন দূত প্রেরণ করা আবশ্যক, যে হেতুক বিনা সম্বাদে যুদ্ধারম্ভ করা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র হনূমানকে পুনরায় যাইতে অনু... দিলেন। কিন্তু জাম্বুবান কহিল প্রভো! হনূমানকে আর পাঠান উচিত হয় না। হনুমানকে পাঠাইলে রাবণ মনে করিবে এই ব্যক্তি ভিন্ন রঘুনাথের আর চর নাই, অতএব বালিরাজার পুত্র যুবরাজ অঙ্গদকে যাইতে অনুমতি করুন। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ যুবরাজ অঙ্গদকে ডাকিয়া কহিলেন বৎস! তুমি রাজপুত্র, রাবণের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে। সুগ্রীব ও বিভীষণ ও তাহাকে কহিয়া দিলেন তুমি রাবণসন্নিধানে গমন করিয়া অগ্রে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ করিবে; তাহাতে স্বীকৃত না হইলে সুতরাং অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে কহিবে। তখন অঙ্গদ হৃষ্ট চিত্তে সকলকে প্রণাম করিয়া রাবণের নিকট গমন করিলেন।

রাবণ মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিতেছেন, এবং বীরগণ সদর্পে কেহ কহিতেছে মহারাজ! কোন চিন্তা নাই, আমি রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়া দিব; কেহ কহিতেছে সামান্য বানর-গণ ... একে সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব; কেহ কহিতেছে মহারাজ! যদি ঘরপোড়া বানরটা না আসে তবে আমি অবলীলাক্রমে সকলকে শেষ করিয়া দিব, কিন্তু ঘরপোড়া আইলে নিস্তার নাই। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মহা ভীষণমূর্ত্তি যুবরাজ অঙ্গদ পদাঘাতে সম্মুখের দ্বা... ভাঙ্গিয়া সভা মধ্যে উপস্থিত হইল। অঙ্গদ রাবণকে উচ্চ সিংহ

সনে উপবিষ্ট দেখিয়া লাঙ্গুল দ্বারা উচ্চ স্তম্ভ করিয়া সেইরূপে উপবিষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া মায়াপ্রভ . . . মূর্ত্তি ধারণ করিল; কেবল ইন্দ্রজিৎ পিতার মূর্ত্তি ধারণ না করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে রহিল। তখন অঙ্গদ ইন্দ্রজিৎকে কহিল সকলেরি রাবণমূর্ত্তি দেখিতেছি, অতএব রাণী মন্দোদরীকে ধন্য, যেহেতু একাকিনী রমণী এতাধিক পতির প্রতি প্রণয় রাখিয়াছেন; আর ইহার মধ্যে তোমার কোন্ পিতাটী কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের অশ্বশালায় বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কোন্ পিতাটীই বা মিথিলায় বাণ ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন এবং কোন্ পিতাটী পুত্র বধূর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন অথবা তোমার কোন্ পিতার ভগিনীকে মধুদৈত্য হরণ করিয়াছিল আর তোমার কোন্ পিতাকে আমার পিতা লাঙ্গুলবদ্ধ করিয়াছিলেন?

ইন্দ্রজিৎ লজ্জিত ও অধোমুখ হইল। রাবণও লজ্জিত হইয়া মায়া ভঙ্গ করিলেন। তদনন্তর অনেক কথোপকথনানন্তর অঙ্গদ সীতা প্রদানার্থ রাবণকে উপদেশ দিল; রাবণ কহিলেন অগ্রে সেতু ভাঙ্গিয়া ঘরপোড়া প্রভৃতিকে আমার নিকট আনিয়া দিলে সীতাকে দিতে পারি। অঙ্গদ কহিল পিতৃব্য মহাশয় সুগ্রীব ঘরপোড়াকে লঙ্কা উৎপাটন করিয়া সাগরজলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের মস্তক নাসিকা ছিন্ন করণানন্তর আপনার কেশকলাপ ধারণ করিয়া ও অশোক বন হইতে সীতাকে মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছিলেন; সে এই চারি কর্ম্মের এক কর্ম্মও না করিয়া যাওয়াতে

তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহাকে পাওয়া সুকঠিন। অঙ্গদের বাক্যে রাক্ষসগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, সে চারি করে নাই, এ যদি তাহা করে তবে নাই।

দশানন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অঙ্গদকে ধৃত করিতে অনুমতি করিলেন। চারি জন রাক্ষসবীর সদর্পে অঙ্গদকে বেষ্টন করিল। অঙ্গদ তাহাদিগকে প্রাচীরে নিক্ষেপ করত বিনাশ করিয়া এক লম্ফে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া রাবণের সহিত মল্ল যুদ্ধ পূর্ব্বক তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া মুকুট লইয়া রামজয় রামজয় শব্দে রাম সন্নিধানে গিয়া সেই মুকুট দিয়া প্রণাম করিয়া সমুদায় নিবেদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। রামচন্দ্র মহাসন্তুষ্ট হইয়া অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং বানরগণও মহানন্দে উচ্চৈঃ স্বরে কোলাহল করিতে লাগিল।

এখানে রাবণ অঙ্গদের নিকট নিতান্ত অপমানিত হইয়া আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি রাবণ রাজা, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জয় করিয়াছি, আমার ভয়ে দেব দানব প্রভৃতি কম্পমান, ইন্দ্রাদি আজ্ঞাকারি; হায় একটা সামান্য বানর আসিয়া আমাকে অপমান করিয়া গেল! বৎস ইন্দ্রজিৎ! তুমি প্রধান পুত্র, সত্বর রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আইস, তাহা হইলে আমার এ দুঃখ বিমোচন হইবে; আর অগ্রে পাপিষ্ঠ অঙ্গদকে বধ করিয়া পরে অন্যকে — করিবে। ইন্দ্রজিৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রথস্থ

কসিয়া অগণ্য সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ পূর্ব্ব দ্বারে উপস্থিত হইয়া বানরগণ উপরে বাণ বর্ষণ করিতে বানরগণও গাছ পাথর লইয়া মারিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষস বানরে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষের কত শত সৈন্য নিধনে রক্তের নদী হইল। পরে ইন্দ্রজিৎ দক্ষিণ দ্বারে উপনীত হইল।

ইন্দ্রজিৎ দক্ষিণ দ্বারে গিয়া অঙ্গদকে দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, ওরে পশু বানর! তুই সভায় গিয়া আমার পিতাকে কটুবাক্য কহিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিস, এক্ষণে কে তোরে রক্ষা করিবে? তোরে এক্ষণেই শমনসদনে যাত্রা করিতে হইবে। ধিক্ তোরে! অঙ্গদ কহিল তুই কি গর্ব্ব করিতেছিস? এখনি পদাঘাতে তোর দর্প চূর্ণ করিয়া দিব, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাণক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে অনেক বানর বিনাশ হইতে দেখিয়া অঙ্গদ গাছ পাথর ও পদাঘাত দ্বারা সারথি সহ রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইন্দ্রজিৎ লম্ফ প্রদান করিয়া আকাশ মার্গে প্রস্থান করিল। পরে অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর সম্পাতি বৃক্ষাঘাতে প্রচণ্ড [illegible] রাক্ষসগণকে, নীল তপন ও সুবর্ণ নামে রাক্ষসদ্বয়কে এবং হনুমান বিদ্যুন্মালি রাক্ষসকে বিনাশ করিল।

রাম লক্ষণ প্রভৃতি এই রূপ যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সমুদয় [illegible] এক স্থানে সংগ্রহ করিলেন। লক্ষ্মণ অসম সাহস [illegible]কি বাণ বর্ষণ করিয়া কত শত রাক্ষস ক্ষয় করিতে লাগি-

লেন; ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাম লক্ষ্মণ মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রজিৎ স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণের প্রতি নাগপাশ ক্ষেপণ করিল। তাহাতে চতুরশীতি লক্ষ সর্প হইয়া ফণ বিস্তার পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণের হস্ত পদ গলদেশ প্রভৃতি শরীরের সর্ব্ব স্থান বেষ্টন করিয়া বদ্ধ করিলে তাঁহারা সর্পজড়িত হইয়া বিষের জ্বালায় অচৈতন্য হইয়া পতিত হইলে বানরগণ কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ইন্দ্রজিৎ রণজয়ী হইয়া পিতার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, দশানন মহানন্দে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, সীতাকে সংবাদ দিতে ত্রিজটা নামে রাক্ষসীকে পাঠাইয়া দিলেন। সীতাদেবী শুনিয়া অশ্রুধারাকুল লোচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর দেবগণের উপদেশানুসারে গরুড় রাম লক্ষ্মণ সন্নিধানে উপনীত হইলে নাগ সকল পলায়ন করিল। রাম লক্ষ্মণ নাগপাশ হইতে বিমুক্ত হইলেন; বানরগণ ও মহানন্দে বা... রামজয় শব্দ করিতে লাগিল।

দশানন, বানরগণের কোলাহল ও রাম লক্ষ্মণের নাগপাশ-বিমুক্তি সংবাদ শুনিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া যুদ্ধার্থে ধূম্রাক্ষ ও অকম্পন নামে সেনাপতিদ্বয়কে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা হনুমানের হস্তে পঞ্চত্ব পাইলে রাবণ ... দম্ভংকে প্রেরণ করিলেন; সেও সুগ্রীবের হস্তে পতিত হই

শমনসদনে গমন করিল; তৎপরে প্রহস্ত যুদ্ধে গমন করিলে নীলের হস্তে পতিত হইল। এবং সেনাপতি সঙ্গে কত শত রাক্ষস ... যে নষ্ট হইল তাহা সংখ্যা করা দুষ্কর।

অনন্তর দশানন স্বয়ং যুদ্ধে গমনের উদ্যোগ করিলে ছত্রিশ কোটি প্রধান সেনাপতি এবং ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র ও স্বীয় পুত্রগণ এবং হস্তী অশ্ব রথ রণবাদ্য প্রভৃতি সজ্জীভূত হইল; রাবণ রথারোহণে গমন করিলেন। রামচন্দ্র রাবণের রথ সূর্য্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিয়া বিভীষণকে কহিলেন সখে! যুদ্ধে কে আগমন করিল? বিভীষণ কহিলেন প্রভো! স্বয়ং লঙ্কেশ্বর আগমন করিতেছেন; ঐ ব্রহ্মার নির্ম্মিত পুষ্পক রথ, উহা ধনেশ্বর কুবের পাইয়াছিলেন; লঙ্কেশ্বর কুবেরকে জয় করিয়া ঐ রথ লইয়াছেন।

সুগ্রীব রাবণের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ক্রোধভরে এক টানে এক পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া রাবণের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। দশানন শর দ্বারা সেই পর্ব্বত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক বারে তিন শত বাণ সন্ধান করিলে সুগ্রীব শরাঘাতে কাতর হইয়া পলায়ন করিলেন। রামচন্দ্র দেখিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া অগ্রসর ... উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ কহিলেন প্রভো! সেবক থাকিতে আপনার অগ্রসর হওয়া উচিত হয় না। হনুমানও কহিল দেব! কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, আমার হস্তে রাবণ অব্যাহতি পাইলে ...ন যুদ্ধে যাত্রা করিবেন। এই কথা বলিয়া হনুমান লম্ফ ...দান পূর্ব্বক রাবণের রথে উঠিয়া অগ্রে সারথিকে হনন

পূর্ব্বক রাবণকে নানা রূপ ভর্ৎসনা করিয়া বজ্রপাতসম চপেটাঘাত করিল। তাহাতে রাবণ ক্ষণকাল অচেতনপ্রায় হইলেন। অনন্তর তিনি উঠিয়া ক্রোধভরে চপেটাঘাত করিলে হনুমান রথ হইতে পতিত হইয়া প্রস্থান করিল।

তদনন্তর রাবণ নীলকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকেই শরাঘাত করিতে লাগিলেন; নীল অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মায়া-প্রভাবে নকুল রূপ ধারণ করিয়া রাবণের রথে উঠিয়া লম্ফে লম্ফে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে রাবণের মুকুটের উপর প্রস্রাব করিয়া দিল। সেই মূত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নীলের ছায়া লক্ষ করিয়া শারাসনে শর সন্ধান করিলেন। নীলবীর সেই বাণে ধরাতলে পতিত হইলে, লক্ষ্মণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন।

রাবণ লক্ষ্মণকে দেখিয়া সহাস্যে কহিলেন, তুই বালক, তপস্বী; কেন অনর্থক প্রাণ বিনষ্ট করিবার জন্য আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলি; লক্ষ্মণ কহিলেন অনেক যুদ্ধ করিয়াছ, এক্ষণে তপস্বীর সঙ্গে যুদ্ধ কর বীরত্ব বুঝা যাইবে। এইরূপে পরস্পরের বাগ্‌যুদ্ধ হইয়া বাণযুদ্ধ আরম্ভ হইল। [illegible] শত শত বাণ পরস্পর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে রাবণের বাণে লক্ষ্মণ অধৈর্য্য হইলে তাঁহার মুষ্টি হইতে ধনুর্ব্বাণ খসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার বাণ ক্ষেপণ করিয়া রাবণের ধনুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; রাবণ অন্য এক ধনুক লইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলে লক্ষ্মণ তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিলেন; রাবণ অন্য এ

রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল; পরিশেষে দশানন ব্রহ্মদত্ত শেল ক্ষেপণ করিলে লক্ষ্মণ তাহা রক্ষা করিতে না পারিয়া বিদ্ধ হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। রাবণ বিংশতি হস্তে তাঁহারে ধরিয়া রথে তুলিয়া আবাস অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু শক্তশেলযুক্ত গুরুত্ব হেতু টানাটানি করিতে লাগিলেন। হনুমান দেখিতে পাইয়া রাবণকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে লইয়া শ্রীরামের সন্নিকটে উপনীত হইল। পরে লক্ষ্মণ চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরে রামচন্দ্র যুদ্ধার্থে ধনুর্ব্বাণ লইলে, হনুমান কহিল প্রভো! রাবণ রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিবে; তাহাতে তাহার শ্রম হইবে না। আপনিও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করুন। রঘুপতি হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে রাবণ তাঁহার সঙ্গে হনুমানকে দেখিয়া অক্ষয় কুমারের শোক তাঁহার মনে উদিত হইল এবং তাহার প্রতিফল প্রদানার্থে হনুমানের প্রতি বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন; হনুমান বাণবিদ্ধ হওত অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শরীর ও লাঙ্গুল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল; তাহা দেখিয়া রাবণের বালিরাজার লাঙ্গুল বন্ধন ব্যাপার মনে উদিত হইল এবং পাছে তাঁহারও বালির ন্যায় দুরবস্থা হয়, এই ভয়ে পবনতনয়কে ছাড়িয়া রঘুনাথের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল; পরিশেষে রাবণ ঐষিক বাণে অচেতন হইয়া পড়িলেন; ক্ষণেক

পরে চৈতন্য লাভ করিলে রামচন্দ্র কহিলেন ওরে পাপিষ্ট, দুরাত্মন্! আজি তোরে বধ করিব না, অগ্রে তোর পুত্র পৌত্রাদিকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে তোর [illegible]ও করিব এবং বিভীষণকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। এই বলিয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাবণের দশ মুকুট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাবণ ভয়ে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাবণ স্থির করিলেন এ সময় কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করা আবশ্যক, যেহেতু সে ছয় মাস নিদ্রিত থাকিয়া এক দিন মাত্র জাগ্রত হয়; এক্ষণে পাঁচ মাস অতীত হইয়াছে, জাগ্রত হইবার আরও এক মাস অবশিষ্ট আছে, ইতিমধ্যে লঙ্কা বিনষ্ট হইলে শেষে কি করিবে। অনন্তর কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার জন্য তিন লক্ষ রাক্ষসকে পাঠাইলেন, এবং নানা প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য মদ্য মাংস প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন; পরে রাক্ষসগণ নারীগণের সহিত নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম আরম্ভ করাতে কুম্ভকর্ণ গাত্রোত্থান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সাত শত কলসী মদ্য ও পর্ব্বতপ্রমাণ রাশি রাশি মাংস ভক্ষণ করিয়া কহিলেন কি জন্য অসময়ে আমাকে জাগ্রত করিলে? বোধ হয় কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে।

বিরূপাক্ষ নামে রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, বীরবর! অন্য কিছু নয়, জটাধারী রামানুজ লক্ষণ, সূর্পনখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়াছিল; সেই জন্য লঙ্কেশ্বর রামের সীতা হরণ করিয়া আনেন; তাহাতে হনুমান নামে [illegible] বানর সাগর লঙ্ঘিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায়; পরে সাগরে সে

বন্ধন পূর্ব্বক নর বানর লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতেছে।

কুম্ভকর্ণ ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া রাবণের নিকট উপনীত হইলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণের আগমনে হৃষ্ট হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বসিতে সিংহাসন দিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ সুখে নিদ্রা যাইতেছ, এক্ষণে লঙ্কায় সামান্য নর বানর প্রবেশ করিয়া প্রমাদ উপস্থিত করিয়াছে। কুম্ভকর্ণ কহিলেন মহারাজ! আপনি সামান্য নর বানর জ্ঞান করিয়াছেন; কিন্তু যে সকল ব্যাপার শুনিলাম, তাহাতে সামান্য জ্ঞান করা যাইতে পারে না, যেহেতুক অগণ্য বন্য পশু বানর বশীভূত ও সংগ্রহ করিয়া জলে পাথর ভাষাইয়া আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপরক্ষিত লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ করা সামান্যের কর্ম্ম নয়। অতএব সীতাকে দিয়া সম্প্রীতি করা উচিত ছিল। বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিলে এত দূর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দশানন রোষপরবশ হইয়া কহিলেন আমি ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণরাজা; তুমি কনিষ্ঠ হইয়া আমাকে নীতিশিক্ষা দিতেছ, যদিচ রামের সীতা রামকে দিয়া সম্প্রীতি করায় হানি নাই, কিন্তু এক্ষণে উহা করিলে অত্যন্ত লজ্জাকর হইবে; বিশেষত দেবগণও হাসিতে পারে, তাহা আমি কোন মতে সহ্য করিতে পারিব না।

কুম্ভকর্ণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন মহারাজ! চিন্তা কি, এখনি সংগ্রামে যাইয়া নর বানর সমুদায় সংহার করিয়া আসিব, আপনি আনন্দিতচিত্তে সীতাসহ কেলি করিতে

পারিবেন। এই বলিয়া দম্ভ করিয়া রণসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এবং বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহার করিয়া যুদ্ধার্থ চলিলেন। কুম্ভকর্ণের আগমন ও প্রকাণ্ড ভয়ানক মূর্ত্তি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে বানরগণ পলাইতে লাগিল। রামচন্দ্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখে! এ কে প্রকাণ্ড ভীষণমূর্ত্তি আগমন করিতেছে; ইহাকে ত এত দিন দেখি নাই। দেখ, ভয়ে বানরগণ পলায়ন করিতেছে। বিভীষণ কহিলেন প্রভো! ইনি আমার মধ্যম সহোদর কুম্ভকর্ণ; ইনি অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন ও মহা যোদ্ধা; কিন্তু চিন্তা নাই, ইনি নিদ্রা হইতে উঠিয়াই যুদ্ধে আসিয়াছেন; আপনার হস্তেই ইহাঁর পতন হইবে।

এদিকে অঙ্গদ বানরদিগের ভঙ্গ দেখিয়া স্বয়ং সাহসে নির্ভর করিয়া কহিল তোমরা কি জন্য পলায়ন করিতেছ? আমরা একত্র হইয়া যুদ্ধ করিলে এখনি ইহাদিগকে নিধন প্রাপ্ত করিতে পারিব। এই কথা শ্রবণ করাতে যে সকল বানর পলায়ন করিতেছিল, তাহারা সাহস পূর্ব্বক আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন কুম্ভকর্ণ শূল দ্বারা বানরগণকে বিন্ধিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর নল নীল কুমদ শরভঙ্গ গন্ধমাদন গাছ পাথর লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে কুম্ভকর্ণ দুই হস্ত বিস্তার করিয়া পঞ্চ বানরকে পেষণ করিলে তাহারা অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কতক গুলি বানর একত্র হইয়া কেহ তাহার স্কন্ধে, কেহ [illegible] উঠিয়া মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল; কুম্ভকর্ণ তাহাদিগকে অক্লেশে

ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ; কোন কোন বানর কর্ণ নাসিকা দিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাহির হইল। পরে কুম্ভকর্ণ অঙ্গদকে গদাঘাতে হনুমানকে চপেটাঘাতে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিলেন ; তাহা দেখিয়া অন্যান্য বানরগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

পরে সুগ্রীব পর্ব্বতপ্রমাণ এক শালবৃক্ষ লইয়া কুম্ভকর্ণকে আঘাত করিলে তাহা তাহার পাষাণের ন্যায় শরীরে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কুম্ভকর্ণ তাহাকে ধিক্কার পূর্ব্বক অশীতিলক্ষ মণ মুদ্গার তাঁহার উপর প্রহার করিলেন। বীর সুগ্রীব তাহা বামহস্তে ধরিয়া অবলীলাক্রমে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণ দেখিয়া এক টানে একটা পর্ব্বত আনিয়া সুগ্রীবের উপর নিক্ষেপ করিলে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; তখন কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে লইয়া গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সুগ্রীব কিছুকাল পরে চৈতন্য পাইয়া দন্ত দ্বারা কুম্ভকর্ণের নাসিকা ও দুই হস্তে দুই কর্ণ ছেদন করিয়া লইয়া রাম সন্নিধানে উপনীত হইলেন।

তদনন্তর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে বানরগণ তাঁহাকে কর্ণ নাসিকা বিহীন দেখিয়া হাস্য করাতে তিনি তাহাদিগকে গ্রাস করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ অগ্রসর হইলে, কুম্ভকর্ণ কহিলেন তোর সঙ্গে কি যুদ্ধ করিব, রাম কোথায়; তদনন্তর রামচন্দ্র অগ্রসর হইয়া কহিলেন কুম্ভকর্ণ! আর বিলম্ব কেন; যমালয় গমন কর। কুম্ভকর্ণ হাসিয়া কহিলেন খর দূষণ ও বালি প্রভৃতি সামান্য কএক জনকে নষ্ট করিয়া তোমার অহঙ্কার হইয়াছে;

এক্ষণে সাবধান হও। এই বলিয়া মুসল লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন; পর্ব্বতশিখরের ন্যায় সেই হস্ত ভূমিতে পতিত হইয়া অনেক বানরকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত করিল। তদনন্তর কুম্ভকর্ণ বামহস্ত দ্বারা শাল গাছ লইয়া অগ্রসর হইলেন; রামচন্দ্র ঐষিক বাণে তাঁহার বামহস্ত ও ইন্দ্রাস্ত্রে পদদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কুম্ভকর্ণ ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে করিতে দন্ত দ্বারা মুসল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি বাণ দ্বারা তাহার মুসল খণ্ড খণ্ড করিলেন। পরে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, রামচন্দ্র পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্রে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হনুমান সেই মুণ্ড সাগরে নিক্ষেপ করাতে উহা বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের নিধনে বানরগণ এবং স্বর্গে দেবগণ মহানন্দিত হইলেন।

এখানে রাবণ কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠাইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, যখন কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে গমন করিয়াছে, তখন জয়ী হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই; দূত আসিয়া সংবাদ দিলে তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব, এমত সময়ে সংগ্রাম স্থলের কোলাহল শুনিয়া স্তব্ধ হইলেন। এবং ভগ্নদূত আসিয়া কুম্ভকর্ণের মৃত্যু সংবাদ গোচর করিলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; মহোদর প্রভৃতি তাঁহাকে ধারণ করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল; কতক্ষণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কাতরস্বরে ভ্রাতৃশোকে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন আজি হইতে লঙ্কায় বীরশূন্য হইল

এবং আমার দক্ষিণ হস্ত বিচ্ছিন্ন হইল। পুরবাসী সকলে শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

তার কাতর দেখিয়া রাবণপুত্র ত্রিশিরা সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দর্প করিয়া কহিল পিতঃ চিন্তা কি, আমি নর বানর সমুদায় বিনাশ করিয়া এ দুঃখ দূর করিব। এই কথা শুনিয়া রাবণের আর তিন পুত্র দেবান্তক নরান্তক অতিকায়, এবং দুই ভ্রাতা মহাপাশ ও মহোদর একত্রিত হইয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া রণক্ষেত্রে গমন করিল। তাহাদের মাতৃগণ কুম্ভকর্ণের বিনাশে ভীত হইয়া অনেক নিষেধ করিতে লাগিল; তাহারা কোনমতে তাহা না শুনিয়া রণস্থলে উপনীত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে অঙ্গদের হস্তে নরান্তক, হনুমানের হস্তে দেবান্তক ও ত্রিশিরা, নীলের হস্তে মহোদর এবং হেমকুটের হস্তে মহাপাশ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অতঃপর অতিকায় রামপদ চিন্তিয়া রণে প্রবেশ পূর্ব্বক ধনুকে টঙ্কার দিলে, বানরগণ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র দেখিয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন মিত্র! এ কে? বিভীষণ কহিলেন প্রভো! এই বীর মালিনীর গর্ভসম্ভূত রাবণপুত্র; ইহার নাম অতিকায়; এ পরম ধার্ম্মিক লঙ্কা মধ্যে রাবণ ভিন্ন ইহার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। এ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট অক্ষয় কবচ পাইয়াছে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে অতিকায় রণস্থলে আসিয়া ভ্রাতৃব্যকে দেখিয়া প্রণিপাত করিল।

পরে রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিল, প্রভো দীননাথ!

দীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিবেন। রামচন্দ্র কহিলেন বৎস! লঙ্কা মধ্যে বিভীষণ এবং তুমি ধার্ম্মিক; অতএব রাবণকে নিপাত করিয়া তোমাদিগকে রাজ্য দিব। অতিকায় কহিল প্রভো! আমি রাজ্য চাহি না, যুদ্ধ করিয়া শ্রীপদে দেহ সমর্পণ করিব; আমাকে বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি করিবেন না; তাহারা পশু, তাহাদিগকে বধ করিলে অনর্থক জীব হত্যা করামাত্র ফল হইবে। আর লক্ষণও বালক, অতএব আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাসনা করি। তখন লক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন তুমি আমাকে বালক দেখিতেছ; কিন্তু অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতে পার। এই বলিয়া লক্ষণ ধনুকে টঙ্কার দিতে লাগিলেন। অতিকায় মনে করিল ইনি রামানুজ লক্ষণ, বিষ্ণুর অংশ বটেন; ইহাঁর হস্তে মৃত্যু হইলেও আমার জন্ম সফল হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া অতিকায় কহিল আচ্ছা, ন্যায় অন্যায় যুদ্ধ বিবেচনা করিবার জন্য প্রভু রামচন্দ্র ও পিতৃব্য মহাশয় মধ্যস্থ থাকুন। লক্ষণ স্বীকৃত হইলে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ হইতেছে কিছুতেই অতিকায়ের যুদ্ধের ও সাহসের খর্ব্বতা না দেখিয়া লক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া অতিকায় বাণ সম্বরণ না করিতে করিতেই তাহার উপর বাণ ক্ষেপণ করিলেন। অতিকায় ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া কহিতে দেব! এই কি ন্যায় যুদ্ধ? রামচন্দ্র লক্ষণকে কহিলেন তোমা

বাণের উপর বাণ সন্ধান করা উচিত হয় নাই। তখন লক্ষণ লজ্জিত হইলেন। পরে উভয়ে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অনেক ক্ষণ যুদ্ধ হইল; তখন লক্ষ্মণ ক্লান্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন এমন সময়ে পবন আসিয়া লক্ষণের কর্ণমূলে কহিয়া গেলেন যে অতিকায়ের অঙ্গে অক্ষয় কবচ আছে, ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন অতিকায় বিনষ্ট হইবে না। লক্ষণ এই উপদেশ পাইয়া তূণ হইতে ব্রহ্মাস্ত্র অবতরণ করিয়া ধনুকে যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে অতিকায়ের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া রাম রাম শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। বিভীষণ দেখিয়া প্রেমানন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

রাবণ ভগ্নদূত মুখে সংবাদ পাইয়া অতিকায় শোকে অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে ইন্দ্রজিৎ শোক সম্বরিয়া দর্প করিয়া পিতার সম্মুখে কহিতে লাগিল মহারাজ! আমি গিয়া রামচন্দ্র প্রভৃতি নর বানর বিনাশ করিয়া আসি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। রাবণ শুনিয়া ইন্দ্রজিৎকে আলিঙ্গন করিয়া যুদ্ধে যাইতে অনুমতি করিলেন। ইন্দ্রজিৎ মাতৃদর্শনার্থে অন্তঃপুরে গমন করিল; রাবণের দশ সহস্র মহিষী সঙ্গে মন্দোদরি এবং তাহার নয় সহস্র রমণী এবং অন্যান্য স্ত্রীগণ তাহাকে নানামতে বুঝাইতে লাগিল; ইন্দ্রজিৎ কোন কথা না শুনিয়া মাতৃপদে প্রণাম করিয়া যুদ্ধ সজ্জা [করি]য়া এবং যজ্ঞে আহুতি দিয়া অগ্নির নিকট বর লইয়া প্রথমতঃ পূর্ব্ব দ্বারে উপনীত হইয়া নীল সেনাপতিকে নানা

রূপ তিরস্কার করিয়া, বিমানে গমন করিয়া মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল; তাহাতে পূর্ব্বদ্বারের সৈন্য নীল বীর ধরাশায়ী হইলে দক্ষিণ দ্বারে গিয়া অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিকে বিনাশ করিয়া উত্তর দ্বারে গিয়া গর্ব্ব পূর্ব্বক সুগ্রীব রাজা প্রভৃতি সমুদায় সৈন্য বিনাশ করিয়া পশ্চিম দ্বারে উপনীত হইল; এবং তথায় রাম লক্ষ্মণ ও বানর সৈন্য সমুদায়কে ধরণীসাৎ করিয়া মহানন্দে কোলাহল করত রাজসদনে উপস্থিত হইল; দশানন যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ছত্র দণ্ড ব্যতীত লঙ্কার সমুদায় আধিপত্য মেঘনাদকে সমর্পণ করিলেন।

চারি দ্বারের বানরগণ ও রাম লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের বাণে হত হইল; কেবল ব্রহ্মার বরে বিভীষণ ও হনুমান জীবিত রহিলেন; তাঁহারা সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে জাম্বুবান চৈতন্য পাইয়া কহিল এখন রোদন করিবার সময় নয়, হিমালয় পর্ব্বতের কৈলাশশিখরে বিশল্যকরণী আছে; তাহা আনিতে পারিলে সকলে জীবিত হইতে পারিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক আকাশ মার্গে গমন করিয়া বায়ুবেগে উত্তীর্ণ হইয়া ঔষধের বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে করিতে সন্ধান না পাইয়া পর্ব্বত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; পর্ব্বত ঋষিরূপে হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ঔষধ দেখাইয়াদিল; তখন হনুমান সেই ঔষধ লইয়া সত্বরে শূন্য মার্গে বায়ু ভরে আসিয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি দ্বারে ভ্রমণ করিতে

লাগিল: ঔষধের আঘ্রাণ পাইয়া সমুদয় সৈন্য এবং রাম লক্ষণ প্রভৃতি চৈতন্য পাইলেন। বানর সকল মহা কোলাহল শব্দে এবং রামজয় ধ্বনি করিতে লাগিল।

রাবণ এই সকল শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন এ কি বিপদ! নর বানর সকল হত হইয়া পুনরায় জীবিত হইল! এক্ষণে বীর শূন্য হইয়াছে; অতএব আর যুদ্ধে আবশ্যক নাই; লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ করিয়া জীবন রক্ষা করি। এই স্থির করিয়া লঙ্কার চতুর্দ্দিগের দ্বার রুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন।

এখানে পঞ্চ দিবস লঙ্কার কোন সম্বাদ না পাইয়া রাম লক্ষণ প্রভৃতি জাম্বুবানের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; জাম্বুবান কহিল যখন রাবণ যুদ্ধ না করিয়া লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ করিল, তখন লঙ্কা দগ্ধ করা উচিত। এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব বড় বড় বানরগণকে লঙ্কা দগ্ধ করিতে অনুমতি করিলেন; তাহাতে অসংখ্য বানরগণ লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিঘরে অগ্নি দিতে আরম্ভ করিল; পুর বাসিনীরা উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিল; দুরবস্থার আর পরিসীমা রহিল না।

দশানন নিতান্ত অপমানিত হইয়া কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে ডাকিয়া নানা মতে আশ্বাস দিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন; তাহারা রণসজ্জা করিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া রথারোহণে রণস্থলে উপনীত হইল। প্রথমতঃ কত শত নিশাচর যুদ্ধ করিয়া বানরহস্তে পঞ্চত্ব পাইল, তদন্তর কুম্ভের যুদ্ধে

কত শত বানর পলায়ন করিলে সুগ্রীব অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কতক্ষণ যুদ্ধের পর অঙ্গদ হস্তিদন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক কুম্ভের প্রতি আঘাত করিল; এবং কুম্ভকে ধরিয়া ঊর্দ্ধে ঘুরাইয়া প্রহার করত তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে নিকুম্ভ সহোদরের মৃত্যু দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে হনুমান তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং বহু ক্ষণ যুদ্ধের পর নিকুম্ভ মুষ্ট্যাঘাতে হনুমানকে অচেতন করিয়া লঙ্কা মধ্যে তাহাকে লইয়া প্রবেশ করিল। লঙ্কাবাসিরা দেখিয়া "ঘরপোড়া ঘরপোড়া" বলিয়া হাস্য করিতে লাগিল। হনুমান চৈতন্য লাভ করিয়া নখ দ্বারা নিকুম্ভের সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ এবং মস্তক ছেদন করিয়া রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সকলে দেখিয়া মহানন্দিত হইল।

অনন্তর রাবণ রাজা ভগ্নদূত মুখে কুম্ভ নিকুম্ভের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া শোকে মগ্ন হইলেন, পরে দুঃখিত চিত্তে খর-পুত্র মকরাক্ষকে ডাকিয়া রণে প্রেরণ করিলেন; মকরাক্ষ মনে মনে ভাবিল রামচন্দ্র ধার্ম্মিক; গোহত্যা করিবেন না; অনন্তর যুদ্ধ সজ্জা করিয়া কতক গুলি ধেনু বৎস লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল। রণস্থলে উপনীত হইয়া বানরগণের প্রতি বাণ ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা গাছ পাথর লইয়া যাইয়া ধেনু বৎস দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইল। তদনন্তর রাম-চন্দ্র অগ্রসর হইয়া পবনবাণে ধেনু বৎস উড়াইয়া স্থানান্তর করিলেন। মকরাক্ষ দেখিয়া মহাকোপে শত্রুর প্রতি অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; রামচন্দ্র নানা অস্ত্রে

তাহা সম্বরণ করিতে লাগিলেন, অনন্তর অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর সন্ধ্যা কালে তাহাকে অগ্নিবাণে নিপাত করিলেন।

৯৮। দশানন মকরাক্ষের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া হা হতোস্মি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বিভীষণপুত্র তরণী-সেনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৎস! তোমার পিতা ভয়ে শত্রুর শরণ লইয়াছে; লঙ্কায় অন্য আর বীর নাই; এক্ষণে তুমি নর বানর বিনাশ করিয়া লঙ্কা রক্ষা কর। তরণীসেন জ্যেষ্ঠতাতের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া যুদ্ধসজ্জা করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন ইহাতে অব্যাহতি নাই; এক্ষণে যুদ্ধে রামের হস্তে মৃত্যু হইলে জীবন সার্থক হইবে। অতঃপর মাতা সরমার নিকট বিদায় লইয়া অগণ্য সৈন্য লইয়া পতাকায় রামনাম লিখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। বানরগণ গাছ পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল; তরণীসেন বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বানরগণ তাহার বাণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তরণীসেন বিভীষণ ও রাম লক্ষ-ণকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিল। রামচন্দ্র দেখিয়া বিভী-ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখে! এ কে যুদ্ধে আইল? বিভীষণ কহিলেন প্রভো! এই যোদ্ধা রাবণের অন্নে পালিত; জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র; এ পরম ভক্ত ও ধার্ম্মিক। রামচন্দ্র কহিলেন যদি ভক্ত হয় তবে আশীর্ব্বাদ করি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। লক্ষ্মণ কহিলেন প্রভো! রাক্ষসের মনোবাঞ্ছা রাবণের জয়, সেই বর আপনি প্রদান করিলেন! রাম কহিলেন ভক্ত কখন বিষয় বাঞ্ছা করিয়া রাবণের ইষ্ট ইচ্ছা করিবে না। এই কথা

বলিতে বলিতে তরণীসেন ধনুষ্টঙ্কারিয়া গভীর গর্জ্জনে বাণ ক্ষেপণ করিতে লাগিল; লক্ষণ অগ্রসর হইয়া তরণীর সহ যুদ্ধে শরবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে হনুমান লক্ষণকে লইয়া পলায়ন করিল। অতঃপর রামচন্দ্র যুদ্ধ করিতে আগমন করিলে, তরণীসেন ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া নানামতে স্তব করিতে লাগিল; তরণীর স্তবে রামচন্দ্র আর্দ্র হইয়া কহিলেন এমন ভক্তের শরীরে কিরূপে অস্ত্রাঘাত করিব? আমার বৃথা শ্রম হইল; সীতার উদ্ধার করিতে পারিলাম না। এই বলিয়া হস্তের ধনুঃ ও শর পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে তরণীসেন গর্ব্ব করিয়া কহিল প্রাণ রক্ষা করিবার বাসনা করিও না; আমার যুদ্ধে কাহারো নিস্তার নাই। অগ্রে তোমারে পশ্চাৎ লক্ষণকে শমনসদনে পাঠাইব। এই কথা শ্রবণে রামচন্দ্র কোপান্বিত হইয়া তরণীর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইলে রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করাতে তরণীর মুণ্ড ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল এবং ঐ মুণ্ড রাম রাম শব্দে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিল। তখন বিভীষণ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া হাহাকার শব্দে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষণ ও সুগ্রীবাদি, এই ব্যাপার দেখিয়া ও সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া মহা দুঃখিত হইলেন। লঙ্কা মধ্যে সরমা প্রভৃতি নারীগণ ও রাবণ রাজা প্রভৃতি সকলে শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বীর বাহু প্রভৃতি কএক জন যোদ্ধা রাবণের

আদেশে যুদ্ধে উপনীত হইল। বীরবাহু হস্তিতে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, দেখিয়া রামচন্দ্র বিভীষণকে জিজ্ঞা. করিলেন, সখে! হস্তির উপরে আরোহণ করিয়া আসিতেছে, এ ব্যক্তি কে? বিভীষণ কহিলেন প্রভো! ঐ ব্যক্তি রাবণের সন্তান, উহার নাম বীরবাহু, গন্ধর্ব্বকন্যা চিত্রসেন উহার জননী; ব্রহ্মা বর দিয়াছেন ঐ গজের জীবনে উহার জীবন। অতঃপর বীরবাহু গজারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; রামচন্দ্র শরভঙ্গ মুনিদত্ত বাণাঘাতে প্রথমতঃ হস্তি বিনাশ করিয়া বৈষ্ণব অস্ত্রে বীরবাহুকে সৈন্যসহ ধরণীসাৎ করিলেন।

দশানন শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সিংহাসন হইতে পতিত হইলেন; কতক্ষণে চৈতন্য পাইয়া খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! সোণার লঙ্কা নর বানরের হস্তে বিনষ্ট হইল; কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহা মহা যোদ্ধা নর বানরের হস্তে পঞ্চত্ব পাইল! ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল লঙ্কায় আসিতে শঙ্কিত হইত; এখন নর বানরে সে সকল দর্প একবারে চূর্ণ করিল! পরে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন বৎস! তোমা বিনা আর উপায় নাই; তুমি নর বানর বিনাশ করিয়া লঙ্কা রক্ষা কর। ইন্দ্রজিৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিয়া অগ্নিকে প্রণাম করিয়া সদর্পে যুদ্ধে যাত্রা করিল, এবং বিদ্যুৎজিহ্ব কর্ত্তৃক কৃত্রিম সীতামূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া রথে তুলিয়া লইল; সেই সীতা রথের উপর উচ্চৈস্বরে "হা রাম! কোথা রাম! রক্ষা কর!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। হনুমান দ্রুত গমনে

গিয়া দেখিয়া বারিপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে করিতে স্তব্ধ-প্রায় দণ্ডায়মান রহিল। ইন্দ্রজিৎ খড়্গ দ্বারা সেই কৃত্রিম সীতাকে ছেদন করিয়া ফেলিল; হনুমান দেখিয়া শোকাকুল হৃদয়ে রাম লক্ষণ প্রভৃতিকে সংবাদ দিলে তাঁহারা অধৈর্য্য হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

বিভীষণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন প্রভো! সে কি? সীতা লক্ষ্মী; তাঁহাকে কি কখন ইন্দ্রজিৎ বধ করিতে পারে, না ইন্দ্রজিতের সে স্থানে যাইবার ক্ষমতা আছে? আর তাঁহাকে লঙ্কা বিনাশের হেতুভূত দেখিয়াও কি রাবণ বিনাশ করিতে অনুমতি দিতে পারেন? কখনই নয়। আপনি দুঃখ করিবেন না; এক্ষণে লক্ষণকে যুদ্ধে প্রেরণ করুন; তিনি ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়া আসিবেন। আর সে ব্রহ্মার বরে যজ্ঞ করিয়া অগ্নি পূজান্তে যুদ্ধে জয়ী হইয়া থাকে; সেই যজ্ঞ ভঙ্গ করিলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সহসা লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে পাঠাইতে ইচ্ছুক না হইয়াও অগত্যা মিত্র বিভীষণের বাক্যানুরোধে অনুমতি করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ মহা যোদ্ধা, মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করে; তাহাকে কেহ লক্ষ করিতে পারে না; সে যুদ্ধ করিতে করিতে যজ্ঞে আহুতি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তখন লক্ষণ, বিভীষণ ও হনুমান প্রভৃতি কএক জন বীর দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞকুণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; হনুমান যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিয়া দিল। ইন্দ্রজিৎ তাহা দেখিয়া সকোপে ধনু ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিভীষণ হনুমানকে

আকাশ পথ রুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ শূন্য মার্গে যুদ্ধ করিতে করিতে যাইতে৺ে, এমন সময়ে হনুমান কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া পুর-মধ্যে প্রবেশোন্মুখ হওয়াতে সেখানেও বিভীষণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। পরে লক্ষণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল; পরিশেষে লক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্রজিৎ তাহা কোন মতে রক্ষা করিতে পারিল না। তাহাতে তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে রাম জয় রাম জয় শব্দ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র লক্ষণকে পাঠাইয়া পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, এমন সময়ে লক্ষণ, বিভীষণ ও হনুমান আসিয়া রামচন্দ্র পদে প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিয়া রামচন্দ্রের নয়নে আনন্দবারি পতিত হইতে লাগিল।

এখানে ভয় প্রযুক্ত ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ কেহ রাবণের গোচর করিতে সাহসী হয় না; পরিশেষে ভগ্নদূত গিয়া জ্ঞাপন করিলে রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া সিংহাসন হইতে পতিত হইলেন; পাত্র মিত্রগণ শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার দশ স্কন্ধে জল সেচন করিতে লাগিলেন; ক্রমে তিনি চৈতন্য পাইয়া হা ইন্দ্রজিৎ! হা ইন্দ্রজিৎ! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এবং কহিলেন এত দিনে লঙ্কা শূন্য হইল, রাক্ষসকুলের চূড়ামণি আমার ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রাদি জয় করিয়া এক্ষণে নর বানরের হস্তে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল! হায় কি সর্ব্বনাশ! আমি কুম্ভকর্ণ, অতিকায় প্রভৃতির শোক সম্বরণ

করিয়াছি; একণে ইন্দ্রজিতের শোক কিরূপে সম্বরণ করিব, আর কাহারেই বা যুদ্ধে প্রেরণ করিব! এই বলিয়া শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং পুর মধ্যে মন্দোদরী প্রভৃতি এই সংবাদ পাইয়া হাহাকার শব্দে বিবশা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পুত্রশোকাকুল রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যে যে সীতার জন্য আমার সোণার লঙ্কা ভস্মাবশিষ্ট হইল, অগ্রে সেই সীতাকে বিনাশ করিয়া পরে সমস্ত নিপাত করিব, এই বলিয়া সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া সীতাবিনাশার্থ ধাবমান হইলেন; মন্দোদরী শুনিয়া রোদন করিতে করিতে অশোক বনে উপস্থিত হইয়া রাবণ রাজাকে নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিল। অনন্তর রাবণ ফিরিয়া আসিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হনুমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণ রাবণের বাণাঘাতে অচৈতন্য হইয়া পড়িল; অন্যান্য বানরগণ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিল। অনন্তর রামচন্দ্র অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে বাণাঘাতে রঘুনাথও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; পরে লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সারথির মুণ্ড ছেদ করিয়া ফেলিলেন। এবং বিভীষণ গদাঘাতে রথের অষ্ট অশ্ব বিনাশ করিলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ মহাকোপে যে শল্য রামের বিনা[illegible] [illegible]ছিলেন, তাহা বিভীষণের উপর স[illegible] করিলেন; বিভীষণ

ভয়ে লক্ষণের শরণ লইলে লক্ষণ বাণ দ্বারা সেই শল্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দশানন মহা ক্রোধান্বিত হইয়া শম্বরদানবদত্ত শল্য লক্ষ্মণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। উহা অতি বেগে আসিয়া লক্ষণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইলে তিনি অচেতন হইয়া পতিত হইলেন; এমন সময়ে রামচন্দ্র চেতনা লাভ করত লক্ষণকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন; সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণ বহু যত্নে লক্ষণের বক্ষঃস্থল হইতে শল্য উৎপাটন করিলেন; পরিশেষে রামচন্দ্র বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সেই শল্য উন্মূলন করিলেন। এবং ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; রাবণ শরবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র করুণ বচনে সুসেনকে কহিলেন হে সুসেন! তুমি ধন্বন্তরির সমান চিকিৎসক; এক্ষণে লক্ষণকে জীবিত করিয়া আমার মৃত দেহে প্রাণদান কর। সুসেন কহিলেন প্রভো! চিন্তা নাই, আমি এই রাত্রি মধ্যেই লক্ষণকে পুনর্জ্জীবিত করিব, সন্দেহ নাই। এই কহিয়া, গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী আনিতে হনুমানকে প্রেরণ করিলেন।

রাবণ এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া মাতুল কালনেমিকে অর্দ্ধ রাজ্য দিব বলিয়া হনুমানকে ছলনা করিতে পাঠাইলেন; কাল... ... ... ন আদেশে সন্ন্যাসীর বেশে গন্ধমাদনে গিয়া মায়া প্রভাবে আশ্রম প্র... ত করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান

করিতে লাগিল, এমন সময়ে হনুমানকে দেখিয়া অতিথি সম্বোধনে আহ্বান করিয়া কহিল তুমি স্নান করিয়া আতিথ্য স্বীকার কর। হনুমান কহিল মহাশয়! এক্ষণে স্নান বা আতিথ্য স্বীকারের অবসর নহে; লক্ষণ শল্যাঘাতে অচেতন হইয়া আছেন; আমি ঔষধ লইয়া সত্বরে তথায় গমন করিব। তপস্বী কহিলেন আমার আশ্রমে অতিথি আগমন করিলে আতিথ্য স্বীকার না করিয়া কদাচ কেহ যাইতে পারেন না। তখন হনুমান অগত্যা রাক্ষসের কুহকে ভ্রান্ত হইয়া সরোবরে স্নান করিতে গমন করিলেন; তথায় এক কুম্ভীরা বাস করিত; সে হনুমানকে অবগাহন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিলে হনুমান তীরে উঠিয়া নখর প্রহারে তাহারে বিদীর্ণ করিল; কুম্ভীরা দক্ষমুনির শাপপ্রভাবে কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া ঐ সরোবরে বাস করিতেছিল; এক্ষণে হনুমানের আগমনে শাপপরিভ্রষ্ট হইয়া কালনেমির ছলনা বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিল।

এদিকে কালনেমি হনুমানের বিলম্ব দেখিয়া চিন্তা করিল বুঝি হনুমান কুম্ভীরার হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে; আমি এক্ষণে রাবণ সন্নিধানে গমন করিয়া রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ করি; কোন অংশে ন্যূনাতিরেক হইলে কদাচ স্বীকার করিব না। ইত্যবসরে হনুমান তথায় আগমন করিয়া ক্রোধ ভরে কালনেমিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে কাল[illegible] মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হনুমানের সহিত ঘো[illegible]তর যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

মহাবীর হনুমান তাহাকে অবলীলা ক্রমে লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টন করিয়া একেবারে রাবণ সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। কালনেমি তথায় পতিত হইয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর রাবণ ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন তুমি অবিলম্বে প্রকাশিত হও। সূর্য্যদেব রাবণের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। হনুমান সূর্য্যদেবকে উদিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কক্ষতলে লুক্কায়িত করিয়া রাখিল এবং ঔষধ লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিল।

নন্দিগ্রামে ভরত রামের পাদুকা সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছিলেন, সহসা পাদুকার উপরিভাগে এক ছায়া নিরীক্ষণ করিলেন; পরে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন এক বানর পর্ব্বত মস্তকে লইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতেছে; দেখিবামাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অতি বৃহৎ এক লৌহ বর্ত্তুল প্রহার করিলেন; হনুমান বর্ত্তুল প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল। ভরত, রামশব্দ শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল; তখন ভরত অতিশয় শোকাকুল হইয়া পরিচর্য্যা দ্বারা হনুমানকে সুস্থ করিলেন। হনুমান প্রকৃতিস্থ হইয়া অবিল... ...েখানে সমুপস্থিত হইল।

রামচন্দ্র হনুমানের ... দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া তাহাকে

আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তখন স্থসেন ঔষধ দ্বারা লক্ষ্মণকে জীবিত করিলেন। পরে হনুমান সেই পর্ব্বত যথা-স্থানে স্থাপন করিয়া আসিলেন।

অনন্তর রাবণ এই সমস্ত ব্যাপার জানিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে ভাবিলেন মহাবীর মহীরাবণ পাতালে রাজত্ব করিতেছে, সে আসিলে সমুদায় শত্রু জয় করিতে পারে সন্দেহ নাই। মহীরাবণ পাতাল হইতে পিতা স্মরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া সত্বরে পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাবণ দেখিয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে কহিলেন বৎস! দেখ নর বানরের হস্তে পতিত হইয়া লঙ্কার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! একটি বীরও জীবিত নাই; কুম্ভকর্ণ অতিকায় ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে তুমি গমন করিয়া সমুদায় শত্রু জয় করিয়া আইস। মহীরাবণ কহিলেন পিতঃ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন; পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কি লঙ্কায় নর বানর প্রবেশ করিতে পারিত? যাহা হউক এক্ষণে আমি রাম লক্ষ্মণকে পাতালে লইয়া গিয়া নরবলি প্রদান করিব। আপনি দুঃখ প্রকাশ করিবেন না।

বিভীষণ এই সমস্ত জানিতে পারিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন প্রভো! বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে; রাবণপুত্র মহীরাবণ পাতাল হইতে লঙ্কায় আসিয়াছে। সে নানা প্রকার মায়া জানে; অদ্য রাত্রিতেই কি করে বলা যায় না। এক্ষণে পরি-ত্রাণের উপায় স্থির করুন। অনন্তর সকলে [illegible] জাম্বুবানকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক [illegible] রচনা করিয়া সুগ্রীবের

ক্রোড়ে রামচন্দ্র, অঙ্গদের ক্রোড়ে লক্ষণ লুক্কাইত রহিলেন এবং হনুমান দুর্গের দ্বারপাল স্বরূপ রহিলেন ও বিভীষণ দুর্গের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিশীথ সময়ে মহীরাবণ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া একাকী বহির্গত হইয়া দেখিল সমুদায় বানরসৈন্য দুর্গমধ্যে রহিয়াছে; কেবল দ্বারে হনুমান ও বিভীষণ উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে দুর্গ মধ্য হইতে রাম লক্ষণকে হরণ করি, এমন সময়ে বিভীষণ জানিতে পারিয়া হনুমানকে কহিলেন তুমি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দুর্গদ্বার রক্ষা কর, কোন রূপে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিও না। তিনি হনুমানকে এই উপদেশ দিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। মহীরাবণ মায়া প্রভাবে সেই সময়ে দশরথ রূপ ধারণ পূর্ব্বক হনুমানের নিকট আসিয়া কহিল বৎস হনুমান! আমার রাম লক্ষণ দুর্গমধ্যে কিরূপ অবস্থায় আছে, দেখিয়া আসিব; দ্বার ছাড়িয়া দাও। হনুমান কহিল বিভীষণ না আসিলে আমি আপনাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিতে পারি না। এমত সময়ে বিভীষণ তথায় উপস্থিত হওয়াতে মহীরাবণ পলায়ন করিলেন। বিভীষণ শুনিয়া হনুমানকে সাবধান করিয়া গমন করিলেন। তদনন্তর মহীরাবণ ভরত রূপে, তাহার পর কৌশল্যা রূপে, পরিশেষে জনকঋষি রূপে আসিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; কেবল হনুমানের নিকট তিরস্কৃত হইয়া [illegible] ফিরিলেন। বিভীষণ আসিয়া সবিশেষ শুনিয়া হনুমানকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিভীষণ গমন করিলে মহীরাবণ বিভীষণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক আসিয়া কহিলেন হনুমান! মহীরাবণ অনেক মায়া জানে; তুমি সাবধানে থাকিবে; আমি রাম লক্ষণের মস্তকে রক্ষণী বন্ধন করিয়া আইসি। হনুমান বুঝিতে না পারিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। মহীরাবণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া মায়া প্রভাবে সকলকে নিদ্রাভিভূত করিয়া সুগ্রীব ও অঙ্গদের ক্রোড় হইতে রাম লক্ষণকে লইয়া সুড়ঙ্গদ্বার দিয়া পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক নির্জ্জনে রাম লক্ষণকে রাখিয়া নিশাচরকে প্রহরি নিযুক্ত করিলেন।

এখানে বিভীষণ দুর্গের চারি দিকে ভ্রমণ করিয়া হনুমানের সম্মুখে উপনীত হইলেন। হনুমান দেখিয়া কহিল অরে মহীরাবণ! তুমি বারম্বার নানা মায়া প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু অদ্য আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে এই বলিয়া রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে চপেটাঘাত করিল। বিভীষণ চপেটাঘাতে ক্ষণকাল অচেতনপ্রায় হইলেন; পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া লক্ষণের নিমিত্ত খেদ করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান বুঝিতে পারিল; এবং উভয়ে দ্রুতবেগে দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রাম লক্ষণকে না দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন; এই কোলাহলে সকলে জাগরিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

পরে জাম্বুবান সকলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন এ সময় কেহ অধীর হইও না; এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করি[illegible] রাম লক্ষণের উদ্দেশে হনুমানকে প্রেরণ করা [illegible]; যেহেতু হনুমানের

অগম্য স্থান নাই। এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব রাম লক্ষণের উদ্দে হনুমানকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান সুড়ঙ্গ পথে গমন করিয়া পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল: কিছুতেই সন্ধান পাইল না; পরিশেষে নারীগণ মুখে শ্রবণ করিল যে মহীরাবণ রাম লক্ষণকে চণ্ডীর নিকট নরবলি দিতে লইয়া গিয়াছেন; অনন্তর হনুমান মক্ষিকা রূপে তথায় উপনীত হইয়া রাম লক্ষণের নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদান করিল; তাঁহারা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া উদ্ধারের উপায় করিতে অনুমতি করিলেন। হনুমান তৎক্ষণাৎ চণ্ডীর মন্দিরে যাইয়া সকল বিবরণ নিবেদন করিলে তিনি পাষাণময়ী মুর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া মহীরাবণ বধের ও রাম লক্ষণের উদ্ধারের উপায় কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তখন হনুমান রাম লক্ষণের নিকটে আসিয়া কহিল প্রভো! মহীরাবণ আপনাদিগকে দেবীর নিকট প্রণাম করিতে কহিলে আপনারা স্বীকার করিবেন না; কহিবেন আমরা রাজপুত্র, কখন প্রণাম করি নাই, অনুগ্রহ করিয়া কি রূপে প্রণাম করিতে হইবে দেখাইয়া দেন। পরে সে প্রণাম করিবার নিমিত্ত দণ্ডবৎ ভূতলে নিপতিত হইলে আমি দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিব।

পরে মহীরাবণ চণ্ডীর পূজা সমাপনান্তে রাম লক্ষণকে দেবীর নিকট প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। রাম লক্ষণ কহিলেন আমরা রাজতনয়; প্রণাম কি প্রকার আমরা জানি না; আপনি দেখাইয়া দিলে আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করি।

ঐ কথা শুনিয়া মহীরাবণ যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দেখাইয়া দিতেছে এই অবসরে হনুমান দেবীর হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া মহীরাবণকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহীরাবণ-মহিষী শুনিয়া স্বামিশোকে অধীরা হইল; পরে সক্রোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে হনুমানের পদাঘাতে তাঁহার গর্ভ হইতে অহিরাবণ নামে এক মহাবীর উৎপন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। হনুমান তাহাকেও পিতা পবনের সাহায্যে বিনাশ করিয়া রাম লক্ষ্মণ লইয়া লঙ্কায় আসিয়া উপনীত হইল; বানরগণ দেখিয়া মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

অতঃপর রাবণ রাজা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়াও অনেক ভাবিয়া স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হইলেন; তখন মন্দোদরী সম্মুখে আসিয়া কহিল মহারাজ! শাস্ত্রে শুনিয়াছি বিপদ কালে ভার্য্যার হিতবাক্য শ্রবণ করা উচিত; অতএব আমি নিবেদন করি যখন নররূপী রামচন্দ্র অগাধ সমুদ্র সলিলে সেতু বন্ধন পূর্ব্বক আপনার এই ভয়ানক লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া সমুদায় বীরকে নিপাত করিয়াছেন, তখন তিনি অবশ্যই বিষ্ণু অবতার এবং সীতাদেবী লক্ষ্মী, সন্দেহ নাই; আপনি সেই লক্ষ্মীকে অশোক বনে রাখিয়া নানা কষ্ট দিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে রামের সীতা রামকে দিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করুন। রাবণ কহিলেন প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য, কিন্তু এক্ষণে রামের সীতা রামকে দিলে দেবাদির ধিক্কারে জীবন ধারণ করা[illegible]। রামের হস্তে আমার মৃত্যু হইলে অবশ্য চরমে নিস্তার পাইতে পারিব;

তুমি অন্তঃপুরে গমন কর ; আমিও যুদ্ধে গমন করি। তখন মন্দোদরী রোদন করিতে করিতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন ; রাজাও যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন।

দশানন রথারোহণে যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলে অন্তরীক্ষে দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া, ইন্দ্রের রথ ও সারথি মাতলিকে শ্রীরাম সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ সেই রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; রাবণ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, পূর্ব্বে যে দেবতারা আমার নাম শুনিয়া কম্পিত হইত, এক্ষণে তাহারাই আমার অসময় দেখিয়া বিপক্ষতাচরণ করিতেছে : যদি যুদ্ধে জীবন রক্ষা হয়, তবে একে একে অমরকুল খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্ম্মূল করিব এই ভাবিয়া মহা-ক্রুদ্ধ মনে শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দুই জনে তুমুল যুদ্ধ হইল, অসংখ্য সৈন্য পঞ্চত্ব পাইল, একাদি ক্রমে সপ্তাহ অহরহ যুদ্ধ হইল, কেহই পরাজিত হইলেন না। অন্যান্য সৈন্য সকল দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এক সময়ে রাবণ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরা-মের সম্মুখে যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন ; রামচন্দ্র রাবণকে পরম ভক্ত দেখিয়া ধনু ও শর রাখিয়া ভাবিতে লাগি-লেন যে এমন ভক্তকে কিরূপে বিনাশ করিব, সুতরাং সীতার উদ্ধার হইল না, জলধি বন্ধন করা বৃথা হইল, এই রূপ ভাবিতেছেন, এদিকে দেবগণের পরামর্শানুসারে দুষ্ট সর-স্বতী [illegible] স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিলেন। তখন রাবণ পুনর্ব্বার দম্ভ প্রকাশ [illegible]ক কটূত্তর করিয়া ধনুকে টঙ্কার

দিলেন; রঘুনাথও সকোপে শরাসনে শর সন্ধান করিতে লাগিলেন। উভয়ে বহু যুদ্ধ হইল; পরিশেষে রামচন্দ্র কালবক্ত্র বাণ সন্ধান করিয়া রাবণের এক মুণ্ড ছেদন করিলেন; সেই মুণ্ড পুনর্ব্বার উঠিয়া যথাস্থানে যুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ অবিকৃত হইল। রামচন্দ্র বারম্বার রাবণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন, মুণ্ড সকলও পুনর্ব্বার যুক্ত হইতে লাগিল; কোন রূপেই রাবণের মৃত্যু হইল না। রামচন্দ্র দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাবণ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখিয়া মনে মনে ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন; দয়াময়ী দেবী রাবণের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া রণস্থলে আসিয়া ভয় নাই বলিয়া রথস্থ রাবণকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। রামচন্দ্র দেখিয়া মহা চিন্তাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন; পরে ব্রহ্মার আদেশে রামচন্দ্র সারদীয় ষষ্ঠী তিথিতে সংকল্প করিয়া যথাবিধি ভগবতীর সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী মহা পূজা করিলেন। অনন্তর দেবী পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া রামচন্দ্রকে রাবণবিনাশের অনুমতি দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরে বিভীষণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো! এক্ষণে স্মরণ হইতেছে ব্রহ্মা লঙ্কাপতিকে এক অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্র ভিন্ন উঁহার অন্য কিছুতেই মৃত্যু হইবে না। উহা মন্দোদরীর নিকট আছে; তিনি কোথায় রাখিয়াছেন, নিশ্চয় বলিতে পারি না। রামচন্দ্র এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন উহার সংঘটনও হবে না, রাবণেরও মৃত্যু

হইবে না; সুতরাং সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম করা হইল, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হনুমান বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিল প্রভো! আমি থাকিতে চিন্তা কি? আমি এখনি যাইয়া রাবণের মৃত্যুবাণ আনিতেছি। এই বলিয়া সকলকে প্রদক্ষিণ করিয়া বাণোদ্দেশে গমন করিল; পথি মধ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক পঞ্জিকা হস্তে করিয়া রাবণের জয় হউক বলিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দোদরী ভগবতীর আরাধনা করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণ দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিয়া মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; দ্বিজরূপ হনুমান কহিল আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি রাবণের কোন ভয় নাই; বিশেষতঃ তোমার নিকট যে বস্তু আছে, তাহাতে নর বানর লঙ্কেশ্বরের কিছুই করিতে পারিবে না। রাণী কহিলেন প্রভো! এমন কি বস্তু আমার নিকট আছে, জানিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণ কহিল গণনা-প্রভাবে আমার কিছুই অগোচর নাই; আমি জানিয়াছি রাবণের মৃত্যু অস্ত্র তোমার নিকট আছে, উহা কাহারও পাই-বার অধিকার নাই; সুতরাং কোন রূপে রাবণের মৃত্যু হইবে না। এক্ষণে আমি সতর্ক করিয়া যাইতেছি যে ব্রহ্মা আই-লেও এই বাণের অনুসন্ধান প্রকাশ করিয়া কহিবেন না। এই রূপ অনেক কথা বার্ত্তা কহিয়া দুই চারি পদ গমন করিয়া পুন-র্ব্বার আসিয়া কহিল দেবি! আর এক বিষয়ে সাবধান করিয়া যাই, বিভীষণ ... ইহার বিষয় কিছুই জানিতে না পারে। মন্দোদরী কহিল প্রভো, বিভীষণের সাধ্য কি; বাহিরে

থাকিলে জানিতে পারিত; এই স্তম্ভের মধ্যে তাহা রাখিয়াছি; বিভীষণ এখানে আসিতে পারিবে না, সুতরাং জানিতেও পারিবে না। তখন এই কথা শুনিয়া হনুমান নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পদাঘাতে সেই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া অস্ত্র লইয়া সত্বরে রামচন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইল। রামচন্দ্র যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিকে স্মরণ পূর্ব্বক ধনুকে টঙ্কার দিয়া রাবণের মৃত্যুবাণ ধনুকে যোজনা করিলে উহা মহাশব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবগণ শুনিয়া ত্রস্ত হইলেন; ত্রিভুবন কম্পিত হইল। সেই বাণ দৃষ্টি করিয়া রাবণের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তখন শ্রীরামের হস্তনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র মহাশব্দে রাবণের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইলে রাবণ ভূতলে পতিত হইয়া যাতনায় অধীর হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে করিতে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র রাবণকে শরাঘাতে পতিত ও মৃতপ্রায় দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! আমরা বাল্যকালে রাজ্যচ্যুত হইয়া কেবল বনে বনেই ভ্রমণ করিলাম; রাজত্ব করিবার কিছুই জানিতে পারিলাম না; পরে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতে হইবে সন্দেহ নাই; অতএব তুমি রাবণের নিকট গমন কর। যদিও রাবণ অধর্ম্মাচারি, কিন্তু তিনি প্রবীণ রাজা, রাজনীতিতে বিলক্ষণ পণ্ডিত। অতএব তাঁহার নিকট হইতে আমাদিগের কিছু রাজনীতি শিক্ষা করা উচিত; অমূল্য রত্ন কুস্থানে

পতিত হইলেও তাহা গ্রহণ করা উচিত। তখন শ্রীরামের আজ্ঞায় লক্ষণ রাবণ সন্নিধানে উপনীত হইলে, রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমি শত শত অপরাধে অপরাধী; আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া এই চরম সময়ে আমার মস্তকে পদার্পণ করুন। লক্ষণ কহিলেন মহারাজ! আপনার দোষ নাই, বিধিলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? এক্ষণে আপনার নিকট নীতিশিক্ষা জন্য রঘুপতি আমাকে পাঠাইয়াছেন। রাবণ কহিলেন রঘুপতি জগৎপতি; কোন নীতিই তাঁহার অগোচর নাই। যদি সেবকের মুখে শ্রবণ করিতে চাহেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হই। আমি শরাঘাতে শক্তিহীন হইয়াছি। তাঁহার নিকট গমন করিবার ক্ষমতা নাই; দর্শন দিলে যথাশক্তি নিবেদন করিব।

তখন লক্ষণ পুনর্গমন করিয়া রামচন্দ্র গোচরে ঐ সকল কথা নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র শুনিবামাত্র তৎসমীপে গমন করিলেন। তখন রাবণের প্রায় স্পন্দহীন হইয়াছিল, তথাপি মনে মনে প্রণাম করিয়া গদ্গদস্বরে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রভো! তুমি অনাথের নাথ; মূঢ়মতি আমি রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি। প্রভো! কৃপাবলোকন পূর্ব্বক অপরাধ ক্ষমা করিয়া মস্তকে পদ প্রদান করুন, আমি চরিতার্থ হই; আর আপনি যে রাজনীতির [illegible]ষয় অনুমতি করিয়াছেন, তাহা আপনার অগোচর কি আছে? [illegible]চন্দ্র কহিলেন আপনি বিচক্ষণ

ও প্রাচীন ভূপতি; ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন; এজন্য আপনার নিকট রাজনীতি শুনিতে বাসনা করিতেছি। দশানন কহিলেন হে রঘুপতে! আমার জীবনের শেষ হইয়াছে; এক্ষণে কথা কহিতেও ক্লেশ হইতেছে, তথাপি যত ক্ষণ জীবিত আছি, কিঞ্চিৎ কহি শ্রবণ করুন।

প্রভো! উত্তম কর্ম্ম করিবার বাসনা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করা উচিত; আলস্য করিলে তাহা সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন হয়; একদা আমি স্বর্গ হইতে আসিবার সময় রথ হইতে যমপুরীতে পাতকীদিগের দুর্গতি দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইল; ভাবিলাম শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান করিব; কিন্তু আলস্য প্রযুক্ত তাহার কিছুই সম্পন্ন হয় নাই। আরো স্থির করিয়াছিলাম লবণ সমুদ্রে সিঞ্চন করিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র করিব ও সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য স্বর্গ পর্য্যন্ত সোপান প্রস্তুত করিয়া দিব; কিন্তু আজি কালি করিয়া তাহাও সিদ্ধ হয় নাই; তাহার পর প্রভুর সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল। আর পাপকর্ম্মে যত অবহেলা করা যায়, ততই মঙ্গল; দেখুন আমি সূর্পনখার রোদনে মোহিত হইয়া ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া সীতা হরণ করাতে আমার এই সর্ব্বনাশ হইল। যদি তাহাতে আলস্য করিতাম, তাহা হইলে এরূপ হইবার কখনই সম্ভাবনা ছিল না, এই কথা কহিতে কহিতে জিহ্বার জড়তা হইয়া শ্রীরামের পদপঙ্কজ অবলোকন করিতে করিতে রাবণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তখন দেবগণ রাবণের মৃত্যু [illegible]তে পারিয়া মহা সন্তুষ্ট

হইলেন। বিভীষণ ভ্রাতৃশোকে রোদন করিতে লাগিলেন; মন্দোদরী সংবাদ পাইয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে করিতে শ্রীরামচরণে আসিয়া প্রণাম করিলে রামচন্দ্র সীতা জ্ঞানে তাঁহাকে "যাবজ্জীবন সধবা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মন্দোদরী শুনিয়া কহিলেন, হে কৃপানিধান! আমি ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী; লঙ্কেশ্বর আমার পতি; আমার স্বামী আপনার শরাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথচ আপনি "যাবজ্জীবন সধবা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; কিন্তু আপনার বাক্যত অন্যথা হইবে না। রামচন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিলেন, হে গুণবতি সতি! আমার বাক্য অন্যথা হইবে না; অদ্যাবধি রাবণের চিতা অহরহ লঙ্কায় প্রজ্বলিত থাকিবে, সুতরাং তোমার সধবাত্ব চিরস্থায়ী হইল। তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর। তখন মন্দোদরী শ্রীরামের বাক্যে প্রীতা হইয়া নিজপুরে গমন করিলেন। পরে রামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণ রাবণের সৎকার ও তর্পণাদি করিলেন। সাগরের কূলে রাবণের চিতাধূম উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্র কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি লঙ্কেশ্বর দশাননকে বিনাশ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য প্রদান করিব, এক্ষণে সে ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক এই বলিয়া যথাবিধি বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া মন্দোদরী রাণীকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন।

তদনন্তর রামচন্দ্র সীতাদেবীকে আনয়নার্থে হনুমানকে অনুমতি করিলেন। হনুমান এবং তাহার সহিত বিভীষণ সুবর্ণদোলা লইয়া সীতাদেবীকে আনয়নার্থ উপনীত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন দেবি! স্বর্ণদোলা আনয়ন করিয়াছি, ইহাতে আরোহণ করিয়া শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করুন। সীতা দেবী শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্নান করিয়া নানা আভরণ পরিধান পুরঃসর রাম দর্শনার্থে দোলায় আরোহণ করিলেন। সীতার গমনে নগরে মহা কোলাহল হইল। তিনি দোলা-রোহণে রাম সন্নিধানে উপনীত হইয়া রামের চরণে প্রণতি করিয়া সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মানা রহিলেন। রামচন্দ্র ব্যাকুলচিত্ত হইয়া হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হইলেন; কাহাকে কিছু না কহিয়া নয়ননীরে ভাসমান হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে লোকাপবাদের কি করি। অনন্তর অনেক কষ্টে কহিতে লাগিলেন, তুমি প্রায় দশ মাস কাল রাবণগৃহে অবস্থিতি করিয়াছ; তোমার নিকট আমার আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না। অতএব এক্ষণে তোমাকে গ্রহণ করিতে আমার শঙ্কা হইতেছে; তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর; তোমা-কে প্রয়োজন নাই। আমি তোমার অনুদ্ধারের লোকাপবাদ হইতে বিমুক্ত হইয়াছি।

সীতাদেবী এই বজ্রপাতসম নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ব্যাকুল মনে ও অশ্রুধারাকুল নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! যদি আপনার এই মনে ছিল তবে যখন হনুমানকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তখন

আমাকে বর্জ্জন করিবার কথা কেন না কহিয়াছিলেন? তাহা হইলে আমি বিষ পান, অগ্নি প্রবেশ বা উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আপনিই বা কেন এত ক্লেশ পাইলেন, কেনই বা বানরগণকে কষ্ট দিয়া সাগর বন্ধনাদি করিলেন? রামচন্দ্র অধোবদন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি সর্ব্বসমক্ষে অপবাদ বিমোচনের নিমিত্ত লক্ষণকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া দিতে কহিলেন। লক্ষণ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিলে সীতাদেবী রামচন্দ্রকে সপ্তবার ও অগ্নিকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া, "আমি যদি সতী হই, তবে অবশ্যই অগ্নিতে অব্যাহতি পাইব" এই কহিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র এই ব্যাপার অবলোকনে সংসার শূন্যময় নিরীক্ষণ করিয়া হা সীতে! হা সীতে! বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া ভূতলে অবলুণ্ঠিত ও রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামের ক্রন্দনে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। তদনন্তর ব্রহ্মা আসিয়া রামচন্দ্রকে নানা রূপে সান্ত্বনা করিয়া অগ্নির প্রতি সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া আনিতে অনুমতি করিলেন; অগ্নি অগ্নিকুণ্ড হইতে সীতাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া উত্তোলন করিলে সীতাদেবী অগ্নি হইতে উঠিয়া শ্রীরাম সমীপে দণ্ডায়মানা হইলেন; তাঁহার বস্ত্র মাত্রও অগ্নি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। পরে অগ্নি কহিলেন হে রঘুপতে! অদ্য সতী সীতা স্পর্শে আমি ধন্য হইলাম; সীতার কোন দোষ নাই। আর ইহাঁরে মনস্তাপ দেওয়া অনুচিত; ইহাঁর মনস্তাপে

রাজ্যের কেহই সুখী হইবে না। অতএব এক্ষণে সীতা লইয়া আপনি স্বরাজ্যে গমন করুন, প্রজাগণ আপনার জন্য অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে।

এমন সময়ে রাজা দশরথ দেবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেবরথারূঢ় হইয়া আগমন করিলেন; রাম, লক্ষণ এবং সীতাদেবী তাঁহাকে দর্শন পাইয়া প্রণাম করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; রাজা দশরথ নানা প্রবোধবচনে পুত্র ও পুত্রবধূকে সান্ত্বনা করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। অতঃপর দেবরাজ পুরন্দর রাবণ বিনাশে যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়া শ্রীরামের প্রীতিজন্য বর প্রদানার্থে আগমন করিলেন; রামচন্দ্র অমৃত বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা মৃত বাণরগণকে জীবিত করিতে কহিলেন। তখন ইন্দ্রের আজ্ঞায় অমৃত বারি দ্বারা বাণরগণ জীবিত হইয়া উঠিল।

অতঃপর রামচন্দ্র সীতাসহ নানা কথোপকথনে যামিনী যাপন করিলেন। প্রভাতে বিভীষণ কহিলেন প্রভো! নানা পরিশ্রমে আপনার শরীর বিবর্ণ হইয়াছে; অনুমতি হইলে নারীগণ আসিয়া গন্ধ চন্দনাদি দ্বারা আপনার সেবা করে; তাহা হইলে আপনি সুস্থ হইতে পারিবেন। রামচন্দ্র কহিলেন সখে! পরনারী স্পর্শ করা দূরে থাকুক, আমি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করি না। বরং ভরথ আমার দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; এক্ষণে তাহাকে আলিঙ্গন করিলে সুখী হইব। তখন বিভীষণ কহিলেন এক্ষণে প্রার্থনা করি যে আপনি আমাকে লঙ্কার অধিপতি করিয়া [illegible], বানরগণ সহিত এক

দিবস আমার ভবনে অতিবাহন করুন। রামচন্দ্র কহিলেন সখে! তোমার কথায় আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম; কিন্তু আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না; তুমি এক্ষণে বানরগণকে কিছু কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট কর। তখন বিভীষণ বানরগণকে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দিয়া মহাসন্তুষ্ট করিলেন; তাহাতে তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না।

পরে রামচন্দ্র কুবেরের পুষ্পক রথ আনাইয়া তাহাতে সীতা ও লক্ষণের সহিত আরোহণ করিলেন; পরে বানরগণ ও অনেক রাক্ষসের সহিত বিভীষণ আরোহণ করিলেন। পুষ্পক রথ শূন্য মার্গে গমন করিতে লাগিল। রামচন্দ সীতাদেবীকে যে যে স্থানে যাহার সঙ্গে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সমুদয় পরিচয় দিলেন, এবং সাগর বন্ধন দেখাইলেন। সীতাদেবী কহিলেন, প্রভো! সাগরের সেতু রাখা উচিত নহে; তাহা হইলে রাক্ষসগণ অনায়াসে পার হইয়া অনেক মনুষ্য নষ্ট করিতে পারে। এমন সময় সাগর উঠিয়া কহিল প্রভো! আমাকে কি দোষে বন্ধন দশায় রাখিয়া যাইতেছেন? তখন রামের বাক্যানুসারে লক্ষণ রথ হইতে নামিয়া সেতুর তিন স্থানে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা তিন খান প্রস্তর স্থানান্তরিত করিলেন; তাহাতে অনেক পরিসর হইয়া স্রোত বহিতে লাগিল। তদনন্তর রামচন্দ্রের মতানুসারে সীতাদেবী তথায় শিব পূজা করিলেন: সেইহেতু তাহার নাম সেতুবন্ধন রামেশ্বর হইল।

অনন্তর সকলে রথারোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; রামচন্দ্র সীতাদেবী.. নিকট পথের সকল বৃত্তান্ত ক্রমে

ক্রমে পরিচয় দিতে লাগিলেন; পরে নন্দীগ্রাম দৃষ্টি করিয়া কহিলেন ঐ স্থানে ভরথ রাজত্ব করিতেছেন। বানরগণ শুনিয়া মহানন্দিত হইল; রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দেখিয়া তথায় নামিয়া মুনিচরণে প্রণাম করিয়া ভরতের ও স্ব গা বিমাতা প্রভৃতির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন! মুনিবর কহিলেন দেব! সকলে কুশলে আছেন; অদ্য এই আশ্রমে আপনারা অবস্থিতি করুন; প্রভাতে গিয়া ভরতাদির সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণাদি করিবেন। রামচন্দ্র মুনির কথা অন্যথা করিতে না পারিয়া সে দিবস তথায় অবস্থিতি করিলেন।

প্রভাতে রামচন্দ্র হনুমানকে ডাকিয়া অনুমতি করিলেন, তুমি অগ্রে গিয়া ভরতাদিকে এবং শৃঙ্গবের দেশে চণ্ডাল মিত্রকে আমার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন কর। হনুমান তৎ-ক্ষণাৎ মনুষ্য বেশে প্রথমে গুহকের নিকট গিয়া রামচন্দ্রের আগমনের সংবাদ প্রদান করিল। গুহক শুনিয়া সত্বরে আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে আসিয়া রামচন্দ্রকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল। রামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে হনুমান ভরতসন্নিধানে গমন করিয়া প্রণামান্তে শ্রীরামের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলে তিনি হনুমানকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং আদ্যোপান্ত সমুদয় জ্ঞাত হইয়া শ্রীরামের পাদুকা মস্তকোপরি ধারণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠাদি মুনিগণ ও পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে উদ্গমনার্থ গমন করিলেন, এবং আবালবৃদ্ধবণিতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি সকলে দ[র্শনা]র্থ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান

হইল, এমত সময়ে শ্রীরামের পুষ্পকরথ সম্মুখে দেখিয়া হনুমান অস্থিচর্ম্মসার ভরত শক্রঘ্নকে কক্ষে করিয়া রথোপরি উপনীত হইল। বহুকালের পর সন্দর্শন হওয়াতে সকলেরই নয়ন হইতে অবিরত প্রেমাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল।

পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী বশিষ্ঠাদি মুনিগণকে প্রথমে বন্দনা করিয়া পরে কৌশল্যা ও সুমিত্রার চরণ বন্দন করিলেন। রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বিমাতা সুমিত্রাকে কহিলেন মাতঃ আপনি লক্ষ্মণকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি এই প্রাণাধিক লক্ষ্মণ হইতে কোন. দুঃখ জানিতে পারি নাই; এক্ষণে আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। এই বলিয়া সুমিত্রার নিকট লক্ষণকে সমর্পণ করিয়া প্রেমানন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। সুমিত্রা কহিলেন বৎস! এ লক্ষ্মণ আমার নহে, তোমার লক্ষ্মণ। তদনন্তর ভরত সম্মুখে পাদুকা রাখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন আর্য্য! আমার মহাব্রত অদ্য পূর্ণ হইল। এই পাদুকা অবলোকন করিয়া প্রজাগণ প্রণাম করিয়া থাকে, আপনি এক্ষণে পদসংযুক্ত করিয়া গমন করুন। রামচন্দ্র সেই পাদুকায় পদার্পণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

কেকয়ী শ্রীরামের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বারিপূর্ণ নয়নে অধোমুখে রহিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি রাম আসিয়া মা বলিয়া ডাকেন তবেই প্রাণ রাখিব, নচেৎ বিষপানে জীবন পরিত্যাগ করিব। জগজ্জীবন জানকীনাথ অন্তরে জানিতে পারিয়া কেকয়ী অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণ

ধারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন মাতঃ চতুর্দ্দশ বর্ষ অনেক কষ্ট পাইয়া আসিয়া আপনার চরণ দর্শন করিলাম। কেকয়ী কহিলেন বৎস! তুমি গোলোকপতি; দেবকার্য্যার্থ পৃথিবীর ভার হরণ করিলে; কিন্তু আমি দোষী হইলাম। রামচন্দ্র কহিলেন মাতঃ আপনার দোষ নাই, দৈবের নির্ব্বন্ধ। আমি আপনার প্রসাদে দশাননকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছি; আপনি দুঃখিতা হইবেন না। কেকয়ী রামের করুণ বাক্যে পুলকিত হইয়া আনন্দসাগরে মগ্না হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র ভরতের নিকট সমুদায় সৈন্য ও সেনাপতির এবং সুগ্রীব ও বিভীষণের তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করিলেন। ভরত যথাবিধি সকলের তত্ত্বাবধারণ করিলেন; পরে সর্ব্বসমক্ষে রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো! এত দিন আপনার রাজ্যভার আমার নিকট অর্পিত ছিল, এক্ষণে আপনি উহা স্বহস্তে গ্রহণ করুন। রামচন্দ্র মহা সন্তুষ্ট হইয়া ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন প্রিয়তম! তোমার সদগুণে আমি যথেষ্ট বাধিত হইলাম। অনন্তর সকলে জটা মুণ্ডন পূর্ব্বক স্নান করিয়া দিব্যাভরণভূষিত হইলেন। এবং রামচন্দ্র যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। সকলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন; মহর্ষিগণ তাঁহার সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং গাত্রোত্থান পুরঃসর তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উপবেশন করিয়া কহিলেন, হে রঘুকুলপতে! আপনার বাহুবলে রাক্ষসবংশ ধ্বংশ হওয়াতে সকলেই মহান্ অনর্থ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে; বিশেষতঃ ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হওয়াতে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছে। রামচন্দ্র কহিলেন রাবণ ও কুম্ভকর্ণ অপেক্ষা কি ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করা যাইতে পারে। অগস্ত্য কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! ইন্দ্রজিতের সম বীর ত্রিভুবনে ছিল না; সে ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিল, ব্রহ্মা আসিয়া ইন্দ্রকে পরিত্রাণ করেন; তৎকালে সে ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর পায় যে, "যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশ বৎসর নারীর মুখাবলোকন না করিবে, নিদ্রা না যাইবে, এবং অনাহারে থাকিবে; সেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।" লক্ষণ যে সেই ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছেন, অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর

কি আছে? রামচন্দ্র শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া লক্ষ্ণণকে ডাকিয়া কহিলেন বৎস! সত্য কহিবে, চতুর্দ্দশ বর্ষ এক সঙ্গে ছিলাম, তুমি কি কখন স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন বা কিছু ভক্ষণ কর নাই, এবং নিদ্রাও যাও নাই? লক্ষ্ণণ বলিলেন আর্য্য! আমি চতুর্দ্দশ বৎসর মাতা জানকীর পাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি করি নাই; বিশেষত আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যে দিবস ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সুগ্রীব সীতাদেবীর আভরণ দেখাইয়াছিলেন, আমি তৎ-কালে তাঁহার চরণের নূপুর ভিন্ন হার কি কেয়ূর পরীক্ষা করিতে পারি নাই। নিদ্রা না হইবার কারণ এই যে, আপনি ও সীতাদেবী যখন কুটীরে নিদ্রা যাইতেন, তৎকালে আমি দ্বার রক্ষা করিতাম, এমন সময়ে আমার নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে আমি নিদ্রাকে বাণাঘাত করিয়া কহিয়াছিলাম যে রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজা হইবেন, তখন তুমি আমার নিকট আসিবে; ইহার মধ্যে আগমন করিবে না। তদবধি আর নিদ্রা আইসে নাই।

আর অনাহার থাকিবার কারণ এই যে, আমি কানন হইতে ফল আনয়ন করিলে, আপনি তৃতীয়াংশ লইয়া অব-শিষ্টাংশ "লক্ষ্ণণ! ধর" বলিয়া আমার হস্তে প্রদান করিতেন, কিন্তু ভক্ষণ করিতে বলিতেন না; সুতরাং আমি ফল ভক্ষণ না করিয়া রক্ষণ করিতাম।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, প্রাণা-ধিক ভ্রাতঃ লক্ষ্ণণ! সেই সকল । আনয়ন কর, সকলে

সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করুন। লক্ষণ আদেশ পাইবামাত্র তূণ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরের ফল গণিয়া দিলেন; কেবল সাত দিবসের ফল প্রাপ্ত না হওয়াতে কহিলেন, প্রভো! পিতার মৃত্যু সম্বাদ, সীতাদেবীর হরণ, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক নাগপাশে বন্ধন, মায়াসীতা ছেদন, মহীরাবণ কর্ত্তৃক হরণ, শক্তিশল্যাঘাত এবং রাবণের নিধন এই কয়েক দিবসে ফল চয়ন হয় নাই, সুতরাং তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। মুনি বিশ্বামিত্রের মন্ত্রবলে আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা ছিল না। রামচন্দ্র এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া প্রেমানন্দে নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রঘুনাথ অগস্ত্য মুনিকে কহিলেন মহর্ষে! আপনি অন্তর্যামী এবং পূর্ব্ববেত্তা; আপনার নিকট হইতে রাবণের আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি। মুনি কহিলেন হে নরোত্তম! হেতি নামে রাক্ষসের পুত্র সুকেশ। সুকেশের তিন পুত্র; মাল্যবান্, মালী ও সুমালী। পূর্ব্বকালে বিপ্রসন্তাপের পুত্র সুপ্রতাপ ও বিভাস ধনের নিমিত্ত অভিশাপগ্রস্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ কূর্ম্ম এবং কনিষ্ঠ গজরূপ ধারণ করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল; এক বৎসর পরে গরুড় ঐ গজ ও কচ্ছপকে লইয়া সুমেরুর শৃঙ্গে গিয়া উপবিষ্ট হইল; তৎপরে পবনের সহিত গরুড়ের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে সুমেরুর শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তদ্দ্বারাই লঙ্কানামে দ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছে। মালী, সুমালী ও মাল্যবান্ দেবতাদিগের কোপে একটি [illegible]ত ও অন্য দুইটি পলায়িত হয়।

পরে কুবের এবং কুবেরের পর রাবণ রাজত্ব করেন ; এক্ষণে আপনার কৃপায় বিভীষণ রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

মাল্যবান, মালী এবং সুমালী অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ; তাহারা দেবাদির কোপে পতিত হইয়া বিষ্ণুচক্রে মালী নিহত এবং মাল্যবান ও সুমালী পাতালে পলায়িত হয়। পুলস্ত মুনির পৌত্র ও বিশ্বশ্রবার পুত্র কুবের পিত্রাদেশে লঙ্কার রাজত্ব প্রাপ্ত হইলে, মাল্যবান আপন নন্দিনী নিকশা রাক্ষসীকে বিশ্বশ্রবার সহিত বিবাহ দিয়াছিল ; ঐ বিশ্বশ্রবার ঔরসে নিকশার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, সূর্পনখা ও বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করে এবং ব্রহ্মার বরে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ মহা প্রতাপশালী হইয়া কুবেরকে লঙ্কা হইতে দূরীকৃত করিয়া রাবণ রাজ্যাধিকার গ্রহণ করে।

তদনন্তর দশানন দেবাদির অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে, কুবের হিতার্থ রাবণের নিকট দূত প্রেরণ করেন, তাহাতে রাবণ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া দিগ্বিজয় করিতে গমন করিয়া প্রথমতঃ কুবেরের পুষ্পক রথ হরণ, তাহার পর কুশধ্বজ মুনিকন্যা বেদবতীর তপস্যা ভঙ্গ ও কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক অপমান করিয়াছিল ; পরে অনেকানেক রাজার নিকট জয়ী হইয়া মরুৎ রাজার যজ্ঞস্থলে উপনীত হয়। মরুৎ রাজা পরাজয় স্বীকার করিলে অযোধ্যার অন্যান্য নৃপতিকে নিহত করিয়া মাহিষ্মতী রাজ্যাধিপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সমীপে উপনীত হয় ; তথায় অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হইয়া অশ্বশালায় বদ্ধ থাকে ; পরে পিতামহ পুলস্ত মুনি অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া রাবণকে বিমুক্ত করিয়া গমন করেন।

অতঃপর রাবণ রাজা যুদ্ধার্থে বালীরাজার দ্বারে উপনীত হইয়া বালিরাজ দক্ষিণ সাগরে সন্ধ্যা করিতে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তথায় গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। বালিরাজ জানিতে পারিয়া রাবণকে লাঙ্গুলে বন্ধন করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম সাগরে সন্ধ্যা করিতে বসিল এবং রাবণকে সাগরের জলে নিমগ্ন করিয়া পরিত্যাগ করিলে, রাবণ লজ্জিত হইয়া বালির সহিত মিত্রতা করিয়া প্রস্থান করিল। পথে নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নারদ কহিলেন মহারাজ! যমকে পরাজয় না করিলে প্রশংসিত হইতে পারিবেন না; অতএব যমালয় গমন করুন। তখন মুনিবাক্যে রাবণ রাজা সৈন্য সামন্ত লইয়া যমালয়ে উপনীত হইলে, যমরাজ সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া কালদণ্ড লইয়া রাবণ সমীপে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মার উপদেশে রাবণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া অদৃশ্য হইলেন। রাবণ যমকে পরাজয় করিলাম বলিয়া মনানন্দে গমন করিল।

অনন্তর রাবণ পাতালে প্রবেশ করিয়া বাসুকী প্রভৃতি সর্পগণকে পরাজয় করিয়া নিপাতের রাজ্যে উপনীত হইয়া তাহার সহিত মাসাবধি যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু কেহ কাহারে পরাজয় করিতে পারিল না। অনন্তর ব্রহ্মা আসিয়া উভয়ের প্রীতি সম্পাদন করিয়া দিলেন। রাবণ তথায় এক বৎসর অবস্থিতি করিয়া বরুণালয় গমন করিল। বরুণ গৃহে না থাকাতে বরুণের পুত্র দ্রোণ, পুষ্কর ও হিড়িম্বকে জয় করিয়া বলিরাজার দ্বারে উপনীত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল;

এবং পরাজিত হইয়া তাঁহার কারাগারে বদ্ধ রহিল ; কিছু দিন পরে মুক্ত হইয়া লজ্জানম্র মুখে পলায়ন করিল।

তদনন্তর রাবণ রাজা নারদের উপদেশে রাজা মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল ; মান্ধাতাও দিগ্বিজয় করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মার আদেশে মহর্ষি ভার্গব আসিয়া উভয়ের প্রীতি বন্ধন করিয়া দিলে উভয়ে প্রস্থান করিল। পরে রাবণ স্বর্গে গমন করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া চন্দ্রলোকে চন্দ্রকে পরাজয় করিতে উপনীত হইল ; যুদ্ধ হইতে হইতে চন্দ্রমা সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ; ব্রহ্মা আসিয়া রাবণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। রাবণ তথা হইতে গমন করিয়া কুশদ্বীপে এক মহা পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া গমন করিল। পথে যাইতে যাইতে কুবেরের পুত্র নলকুবরের স্ত্রী রম্ভা নামে অপ্সরার সহিত সাক্ষাৎ হইল ; তাহাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করিল। নলকুবর ধ্যানে এই বিষয় জানিতে পারিয়া শাপ দিলেন যে "আজি হইতে দুষ্ট রাবণ কোন নারীর বলপূর্ব্বক সতীত্ব নষ্ট করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে।" এই শাপ শুনিয়া দেবগণ হৃষ্ট হইলেন ; রাবণ শুনিয়া বিষাদে মগ্ন হইল ; সেই হেতু সীতার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছিল।

অতঃপর রাবণ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া গগনমণ্ডলে তিন কোটি দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া [illegible] নিপাতান্তে দৈত্যগণের

পরম সুন্দরী রমণী সকল রথে লইয়া গমন করিল; কিন্তু নলকুবরের শাপ হেতু কাহারও সতীত্ব নষ্ট করিতে পারিল না। এই সময়ে সূর্পনখা রাবণের নিকট আসিয়া কান্দিয়া কহিল, তুমি তিন কোটি দৈত্যের সঙ্গে আমার স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিয়া আমাকে বিধবা করিলে; আমার উপায় কি? রাবণ কহিল আমি না জানিয়া তোমার স্বামিকে বিনাশ করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি স্বৈরিণী হইয়া খর দূষণের সহিত বাস কর; তাহারা তোমার প্রতিপালন করিবে। এই কথা শুনিয়া শূর্পনখা গমন করিয়া খর দূষণের নিকট রহিল; সেই শূর্পনখার জন্য রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইল।

পরে রাবণ ইন্দ্রাদি দেবগণকে জয় করিতে মনস্থ করিয়া যে দিন কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হইল সেই দিন কুম্ভকর্ণ মেঘনাদ প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রথমত মধুদৈত্যের বিনাশের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল। মধুদৈত্য রাবণের মাতুল প্রহস্তের কন্যা কুম্ভীনশীকে হরণ করিয়াছিল; রাবণ ঐ কুম্ভীনশীর অনুরোধে মধুদৈত্যকে আর কিছু না বলিয়া সঙ্গে লইয়া স্বর্গে ইন্দ্রপুরে উত্তীর্ণ হইলে সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন, কিন্তু কেহ রাবণকে জয় করিতে পারিলেন না, বরং ক্রমে ক্রমে সকলেই পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র বহু যুদ্ধ করিয়া রাবণকে ধরিয়া ঐরাবতের পদে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছেন এমত সময়ে মেঘনাদ দেখিয়া পিতার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক ইন্দ্রকে ধৃত করিয়া লঙ্কায় লইয়া গেল; ব্রহ্মা জানিতে পারিয়া লঙ্কা

প্রবেশ পূর্ব্বক নানা স্তুতি বাক্যে রাবণকে ও মেঘনাদকে সম্ভাষণ করিলেন এবং মেঘনাদকে ইন্দ্রজিৎ নাম প্রদান করিয়া ইন্দ্রকে বিমুক্ত করত প্রস্থান করিলেন। রাবণও ত্রিভুবনজয়ী হইয়া মহাদর্পে রাজত্ব করিতে লাগিল।

অতঃপর অগস্ত্য মুনি কহিলেন হে রাজাধিরাজ রঘুপতে! হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন;—মলয় পর্ব্বতে কেশরী বানরের সহিত অঞ্জনা বানরীর বিবাহ হয়; একদা বসন্তকালে পবন অঞ্জনাকে একাকিনী দেখিয়া তাহার পরিধান বস্ত্র উড়াইয়া আলিঙ্গন করিল; অঞ্জনা তাহাতে গর্ভবতী হইয়া আটাইশ মাসে অমাবস্যা তিথিতে হনুমানকে প্রসব করে। কিছু দিন পরে হনুমান অঞ্জনার ক্রোড় হইতে আকাশমণ্ডলে রক্তবর্ণ ভানুর উদয় দেখিয়া ফল ভ্রমে এক লম্ফে অন্তরীক্ষে সূর্য্যের নিকট উত্তীর্ণ হইয়া সূর্য্যকে ধরিতে উদ্যত হইল। সে দিবস গ্রহণ হইয়াছিল; রাহু হনুমানকে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে জ্ঞাপন করিল; ইন্দ্র সকোপে হনুমানের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন; হনুমান বজ্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলে অঞ্জনা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল। পরে পবনের অনুরোধে ব্রহ্মা সহ দেবগণ তথায় আসিয়া হনুমানকে সচৈতন্য করিয়া তাহাকে অমরত্ব বর প্রদান করিলেন। অগস্ত্য মুনি তথায় দুই বৎসর কাল থাকিয়া সমুদায় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিয়া শ্রীরামের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এক দিবস রামচন্দ্র ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে কহিলেন

ভ্রাতৃগণ। আমি কিছু দিন অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছি; তোমরা তিন জনে মিলিয়া রাজত্ব কর; এমন সাবধানে রাজ্য পালন করিবে যেন প্রজাগণ কোন ক্রমে ক্লেশ না পায়। অনন্তর রামচন্দ্র অশোক বন নির্ম্মাণ করাইয়া জানকীর সহিত তথায় কৌতুকে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে সীতা দেবীর গর্ভ সঞ্চার হইল। পঞ্চ মাস গর্ভ কালে রামচন্দ্র মহা সমারোহে তাঁহার সাধ দিলেন। পরে প্রজাবৃন্দের অবস্থা অবলোকনার্থ অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন। এবং নানা স্থলে ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে; কিন্তু কোন কোন স্থলে কেহ কেহ সীতার চরিত্র বিষয়ে কুৎসা করিতেছে শ্রবণ করিলেন। পরে দুর্ম্মুখ নামক চরকে আনাইয়া নির্জ্জনে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; দুর্ম্মুখ কহিল, মহারাজ! প্রজাগণ সর্ব্বাংশেই সুখে কাল যাপন করিতেছে; সকলেই কহে আমরা রাম রাজ্যে পরম সুখে আছি; কিন্তু কেহ কেহ কহে আমাদের রাজা অত্যন্ত স্ত্রী-পরায়ণ, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া দশ মাস নিজ গৃহে রাখিয়াছিল; আমাদের রাজা সেই সীতাকে আনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সুখে কাল যাপন করিতেছেন।

রামচন্দ্র দুর্ম্মুখের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণ কাল পরে লক্ষ্মণকে মন্ত্রণাগৃহে আহ্বান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিছুই কহিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে

অতিকষ্টে গদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎস। প্রজাগণ সীতার চরিত্র বিষয়ে বিষম সন্দিগ্ধ হইয়াছে। কি করি উপায়ান্তর নাই; তুমি সীতাকে বাল্মীকির বনে পরিত্যাগ করিয়া আইস; শীঘ্র সুমন্ত্রকে রথ আনয়ন করিতে আদেশ কর। লক্ষ্মণ সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বারিধারাকুল লোচনে কহিলেন প্রভো! কি বলিয়া সুশীলা সতী সীতাকে বনবাস দিবেন, এবং আমি বা কি বলিয়া লইয়া যাইব। রামচন্দ্র কহিলেন, প্রজারঞ্জনই রঘুবংশীয়দিগের ব্রত; ইহা প্রতিপালন না করিলে রঘুকুলের মহা অধর্ম হইবে; অতএব তুমি ইহার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলিও না; সত্বরে সীতাকে লইয়া যাও। কল্য সীতা মুনিপত্নীর আলয়ে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; তুমি সেই ছলে তাঁহাকে লইয়া গমন কর।

তখন লক্ষ্মণ আর উত্তর করিতে না পারিয়া অগত্যা সীতার মন্দিরে উপনীত হইলেন। সীতা লক্ষ্মণের মুখে তপোবন গমন বার্ত্তা শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত গমন করিলেন। তপোবনে উত্তীর্ণ হইলে লক্ষ্মণ রোদন করিতে করিতে সীতাকে অতি কষ্টে সেই নিদারুণ বাক্য কহিয়া প্রস্থান করিলেন। সীতা দেবী একাকিনী সেই বিজন বনে কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি তাঁহার ক্রন্দনানুসারে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে দেখিয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া [illegible]বয়স্কাদিগের নিকট সমি-

শেষ করিয়া সমর্পণ করিলেন। সীতা দেবী অগত্যা তথায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এখানে রামচন্দ্র সীতার বিরহে অধীর হইয়া অহোরাত্র কেবল হা সীতা হা সীতা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; রাজকার্য্যের মহা বিশৃঙ্খলা হইবার উপক্রম হইল। তখন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করাতে তিনি রাজ্যের বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ তাঁহার বহিরাকার দেখিয়া শোক চিহ্ন কিছুই অনুভব করিতে পারিল না; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা কেবল সীতাশোকে প্রধূপিত হইতে লাগিল।

অনন্তর জানকী বাল্মীকির আশ্রমে দশম মাসে নির্ব্বিঘ্নে যমল কুমার প্রসব করিলেন। কুমারদ্বয় শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাল্মীকি দেখিয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠের নাম লব ও কনিষ্ঠের নাম কুশ রাখিলেন এবং বয়োবৃদ্ধি অনুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব রামায়ণ তাহাদিগকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন। লব কুশও অনায়াসে সমুদায় কণ্ঠস্থ করিতে লাগিল। পরে তিনি তাহাদিগের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিলেন।

রামরাজ্যে অকাল মৃত্যু নাই। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণকুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়সে মৃত্যু হইল; ব্রাহ্মণ মৃত পুত্রকে

লইয়া রাম সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্রের অকাল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন দেব! এই রাজ্য মধ্যে কোন শূদ্রজাতি তপস্যা করিতেছে; সেই পাপে এরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধানার্থ বহির্গমন করিয়া দক্ষিণারণ্যে এক শূদ্রকে ঊর্দ্ধমুখে তপস্যা করিতে দেখিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন; তখন রাজ্যের পাপ বিমুক্ত হওয়াতে ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জীবিত হইল।

একদা রামচন্দ্র সভাস্থলে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে কহিলেন বৎসগণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; তোমরা কি বল? ভরত প্রভৃতির রাজসূয় যজ্ঞে করিতে মত হইল না। পরে বশিষ্ঠ ঋষি আসিয়া রামকে সস্ত্রীক হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে স্বীকৃত না হওয়াতে সকলের পরামর্শানুসারে সুবর্ণময়ী সীতাপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রারম্ভ হইল। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া যজ্ঞশালাদি নির্ম্মাণ করিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালস্থ দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ নর কিন্নর বানর রাক্ষস প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া অযোধ্যায় উপনীত হইল এবং যজ্ঞসাধন সমস্ত দ্রব্য আনীত হইল। অনন্তর শ্যামবর্ণ অশ্ব আনয়ন পূর্ব্বক তাহারে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন ও তাহার কপালে জয়পত্র [illegible]ন পূর্ব্বক শত্রুঘ্ন দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে

অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; অশ্ব ক্রমে পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম দিক্ ভ্রমণ করিয়া অযোধ্যায় উপনীত হইল; এবং যজ্ঞ সমাপন হয় এমন সময়ে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইল; সৈন্য সামন্ত সহ শত্রুঘ্নও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

বাল্মীকির তপোবনে লব কুশ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, সহসা অপূর্ব্ব অশ্ব দেখিয়া মহানন্দে তাহাকে বন্ধন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। পরে শত্রুঘ্ন তথায় উপনীত হইলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমুদয় সৈন্য লব কুশের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল এবং পরিশেষে শত্রুঘ্নও বাণাঘাতে ধরাশায়ী হইলেন। অবশিষ্ট কএক জন পলায়ন করিয়া রাম সন্নিধানে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তিনি ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন; পরে শোক সম্বরণ করিয়া লব কুশকে ধৃত করিয়া আনয়নার্থে ভরত ও লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। ভরত ও লক্ষ্মণ চারি অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলে ঐরূপ বহু যুদ্ধ হইয়া লব কুশের হস্তে সকলেই নিহত হইলেন। রামচন্দ্র সংবাদ পাইয়া শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সভাস্থ সকলে রামচন্দ্রকে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলে তিনি সমুদয় রাক্ষস বানর ও সৈন্য সামন্ত হইয়া বাল্মীকির তপোবনে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন অশ্বের নিকট দুই বালক ধনুক ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ দুই বালকের অবয়ব আপনার অবয়বের স

দেখিয়া কহিলেন বৎস তোমরা কে পরিচয় দাও। লব কুশ কহিল আমরা বাল্মীকির শিষ্য; তিনি তপোবন রক্ষার জন্য আমাদিগকে এখানে নিযুক্ত করিয়াছেন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, লক্ষণ গর্ভবতী সীতাকে এই বনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং যখন আমারি অবয়বের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে; তখন ইহারা সীতার সন্তান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে কহিলেন বৎস রণে কাজ নাই; তোমরা আমার পুত্র, যুদ্ধ সংবরণ কর। বালকদ্বয় হাস্য করিয়া কহিল তুমি ভয় পাইয়া ছল করিলে কোন মতে পরিত্রাণ পাইবে না। আমরা তোমার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব। অনন্তর রঘুপতি কোন রূপ উপায় না দেখিয়া অগত্যা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কত ক্ষণ যুদ্ধ হইতে হইতে লব কুশের হস্তে সৈন্য সামন্ত সহিত রামচন্দ্র নিহত হইলেন; কেবল অমরত্ব হেতু হনুমান ও জাম্বুবান জীবিত রহিলেন, কিন্তু বাণাঘাতে তাঁহারাও অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

লব কুশ রণজয়ী হইয়া আশ্রমে যাইতে যাইতে হনুমান ও জাম্বুবানের প্রকাণ্ড শরীর ও মুখবিকৃতি দেখিয়া হাস্য করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল; পরে দ্বার দিয়া তাহাদিগকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারিয়া বাহিরে রাখিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দুই ভাই সীতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল মাতঃ অদ্য যুদ্ধ করিয়া বহু সৈন্য সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিয়া আসিয়াছি। সীতা দেবী অকস্মাৎ নিদারুণ বাক্য শ্রবণে

হতজ্ঞান হইয়া কহিলেন ওরে লব কুশ! তোরা পিতৃ পিতৃ-ব্যকে বধ করিয়াছিস! আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব! এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে বহির্গত হইলেন এবং দ্বারদেশে পতিত হনুমান ও জাম্বুবানকে বন্ধনমুক্ত করিয়া রণস্থলে উপনীত হইলেন; তথায় পতি পুত্র, দেবর লক্ষণ প্রভৃতিকে মৃত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বাল্মীকিমুনি চিত্রকূট পর্ব্বতে ছিলেন; তিনি জ্ঞাত হইয়া সত্বরে আগমন পূর্ব্বক সীতাদেবীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন হে জনকনন্দিনি! অধীরা হইও না; শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পুনর্জীবিত হইবেন; তুমি গৃহে গমন কর। তখন সীতা মুনিবরের প্রবোধ বাক্যে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক লব কুশকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। মুনিবর আপনার শিষ্যগণকে কুম্ভ হইতে বারি উত্তোলন করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে অনুমতি করিলেন; শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে বারি নিক্ষেপণ করাতে নিহত সৈন্য সামন্ত, রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন প্রভৃতি সকলে জীবিত হইয়া উঠিলেন। পরে মুনিবর রামচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিয়া শীঘ্র অযোধ্যায় যাত্রা করিতে অনুমতি করিলেন, রামচন্দ্র সৈন্য সামন্ত সহিত অযোধ্যায় প্রস্থান হইলেন।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিয়া বিবিধ বিধানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে বাল্মীকি শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় রাম সন্নি-ধানে উপনীত হইলেন, লব কুশকেও জটা বল্কল পরিধান করাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। তথায় তাহাদিগ-

রামায়ণ সঙ্গীত করিতে কহিলেন, তাহারা পাঠ করিতে করিল; সভাস্থ সকলে শুনিয়া বিমোহিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট রহিল। রামচন্দ্র বালকদ্বয়কে নানা বস্ত্র পুরস্কারে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন এই রামায়ণ কাহার কৃত এবং তোমরা কাহার শিষ্য সবিশেষ পরিচয় দেও। তাহারা কহিল ইহা বাল্মীকি মুনি কৃত রামায়ণ; আমরা তাঁহার শিষ্য; আমাদের পিতাকে আমরা জানি না, মাতৃ নাম সীতা।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র দুই পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগি মুনিবর! আমি বিনা দোষে সীতাকে বর্জ্জন করি একষণে লোকাপবাদ জন্য পরীক্ষা দ্বারা সীতাকে গৃহে লইব; আপনি সীতাকে আনয়ন করুন নৃপাদেশে আশ্রমে যাইয়া সীতাদেবীকে রথারোহ করিলেন। তথায় সীতা পুনর্ব্বার পরীক্ষার কথা দুঃখিতা হইয়া ধরাশায়ী হইলেন আর তাঁহার হইল না।

লব কুশ সীতাকে তদবস্থ দেখিয়া শোকে অধৈর্য্য হই রোদন করিতে লাগিল; রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সভাস্থ সমস্ত লোক এবং পুরবাসিনীরাও সীতা শো বিহ্বল হইয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। ন্তর কালপুরুষ তথায় আগমন করিয়া রাম বিশেষ কথা আছে, নির্জ্জ